উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১২ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 29 October 2024 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 159



Reliance

STORES OPEN AT 9 AM

LG 139 CM (55) QNED82 TV ₹59990* *PRICE AFTER BANK OFFER

SAMSUNG 139 CM (55) NEO QLED SMART TV ₹89999* *PRICE AFTER BANK OFFER

SAMSUNG 165 CM (65) QLED 65Q70D ₹105990* *PRICE AFTER BANK OFFER

LG 139 CM (55) OLED 55C4 ₹114990* *PRICE AFTER BANK OFFER

ZERO PROCESSING FEES | ZERO INTEREST COST.

SONY 5.1 CH Soundbar 600W HT-S40R ~~₹23990~~ ₹18990* *Inclusive of Bank Cashback & TV Combo

BUY INVERTER ACs — SMART AC 1.5T Starting from ₹28990* | GET UP TO ₹6000* INSTANT DISCOUNT on select Inverter ACs | INSTALLATION AT ₹599+GST ON INVERTER ACs WORTH ₹1415

DIRECT COOL Starting from ₹12990* EMIs of ₹1083*
FROST FREE Starting from ₹21990* EMIs of ₹1833*
SIDE BY SIDE + AIR FRYER ₹48990*

7Kg TOP LOAD Starting from ₹15000*
9Kg FRONT LOAD Starting from ₹33000*
WASHER DRYER Starting from ₹47000* FREE AIRFRYER WORTH ₹7295*

*PRICES AFTER BANK CASHBACK

BPL BOSCH Godrej Haier IFB LG SAMSUNG Whirlpool

ফেস্টিভ্যাল অফ ইলেক্ট্রনিক্স

এই ধনতেরাসে, এখানে নতুন সূচনার শুরু করুন

#DestinationOfCelebrations

₹15000 পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট*

AMERICAN EXPRESS | AU SMALL FINANCE BANK | AXIS BANK | Bank of Baroda | BOBCARD | DBS | FEDERAL BANK | HSBC | ICICI Bank | IDFC FIRST Bank | IndusInd Bank | kotak | one

₹22500 পর্যন্ত ক্যাশব্যাক*

BAJAJ FINSERV | IDFC FIRST Bank | HDB FINANCIAL SERVICES | HDFC BANK | kotak

Reliance digital — PERSONALISING TECHNOLOGY

LOWEST PRICE EVER — iPhone 14 128 GB ~~₹59900~~ ₹45900* EMI options available
SAMSUNG Galaxy S24 ~~₹74999~~ ₹59999* | ULTRA ~~₹129999~~ ₹109999*
iPhone 16 128 GB ~~₹79900~~ ₹74900* *Inclusive of brand cashback
BENEFITS NO COST EMI AVAILABLE | BENEFITS GET AN APPLE 20W ADAPTER FREE

LOWEST PRICES — AMD R5 Starting from ₹30999* | Intel® Core™ i5 Starting from ₹40499* | GAMING RTX 2050 Starting from ₹44999* | GAMING RTX 3050 Starting from ₹50499*
acer ASUS DELL hp Lenovo SAMSUNG
BENEFITS GET TROLLEY + PRINTER WORTH ₹14500 AT ₹4699*

LAPTOP ESSENTIALS — 10% UNLIMITED DISCOUNT* on UPI transactions

BUY MORE SAVE MORE — BUY ANY 1 5%OFF* | BUY ANY 2 10%OFF* | BUY ANY 3 15%OFF*

WATCH SERIES 9 — GPS ₹29999* | CELLULAR + GPS ₹38999*

BEST DEAL — AirPods 4 ₹11900* | Pro 2nd Gen ₹20999*

SCAN QR CODE FOR STORE LOCATION

DIWALI DHAMAKA Offer — SHOP AT RELIANCE DIGITAL, GET JIO AIR FIBER FREE FOR 365 DAYS *Offer period 18th September to 3rd November. T&C apply

EXCITING CORPORATE GIFTING SOLUTIONS Starting from ₹599

KITCHEN COMBO DEALS Starting at ₹1699

ALSO SHOP ON: reliancedigital.in

SHOP ANY ELECTRONICS AT MY JIO STORE — Jio DIGITAL LIFE



# এক বিজ্ঞাপনে বিয়ে

ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দেবেন?

পাত্র–পাত্রী খুঁজছেন?

আপনার মুশকিল আসানে হাজির

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আপনার বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে আমাদের ই-পেপারেও প্রকাশিত হওয়ার সুবাদে, পাত্র–পাত্রী সংবাদ এখন পৌঁছে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ থেকে বিদেশে। ১৬২টি দেশে ছড়িয়ে আছেন আমাদের পাঠক। যেখানেই উত্তরবঙ্গবাসী সেখানেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আমাদের পাত্র–পাত্রী কলামে একটি বিজ্ঞাপনেই চার হাত এক হওয়ার নজির অজস্র

তাই শুভ কাজে আর দেরি কেন? আজই বিজ্ঞাপন দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদে, আমাদের অফিসে এসে, আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্রে অথবা শুধুমাত্র একটা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে।

9064849096

শিলিগুড়ি : 0353-2524722, জলপাইগুড়ি : 9641289636, কোচবিহার : 9883550805, আলিপুরদুয়ার : 9883539878, মালদা : 9800585950, রায়গঞ্জ : 9531538275, বালুরঘাট : 9434220500, কলকাতা : 9073204040

এছাড়াও উত্তরবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে আছে আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্র

KHOSLA ELECTRONICS
শুভ উদ্বোধন কোচবিহার-এ
রেল গুমটি, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রল পাম্পের উল্টোদিকে
91474 17300
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
উদ্বোধনী উপহার মার্বেলের গণেশজী
48 HRS. DHANTERAS DHAMAKA
Win GOLD & SILVER
WE CHALLENGE UNBEATABLE OFFERS
EXCLUSIVE AT KHOSLA
4 EMI OFF
EXCLUSIVE OFFER
29 - 31 October
PLAY & WIN SURE SHOT FREE GIFTS
CAR
LED
BIKE
SOUND BAR
MOBILE
MIXI
REF
WASHING MACHINE
MICROWAVE OVEN
COFFEE MUG
IRON
UTENSILS
EXTRA BONUS!
Shop & Earn ₹6000
LOYALTY BONUS
36 MONTHS EMI
₹45,000 CASH BACK
₹40,000 EXCHANGE OFFER
0 DOWN PAYMENT
₹888 EMI STARTS
88*% DISCOUNT
STORES OPEN TILL MID NIGHT
SAMSUNG
vivo
oppo
mi
hp DELL Lenovo ASUS acer
iPhone 16 128GB ₹74,900* EMI ₹3,329 CASHBACK ₹5,000 on CC
iPhone 16 Pro 128GB ₹1,15,900* EMI ₹4,995 CASHBACK ₹4,000 on CC
S24 8/256GB ₹61,900* EMI ₹2,579
A 16 6/128 GB ₹16,499* EMI ₹1,374
V40E 8/256 ₹27,899* EMI ₹2,069 CASHBACK ₹2,000 on CC
Y 300 8/128 GB ₹21,599* EMI ₹1,599 CASHBACK ₹2,000 on CC
F 27 8/128 GB ₹20,999* EMI ₹1,399 CASHBACK ₹2,000 on CC
A 3 X 4/128 GB ₹13,499* EMI ₹1,349 CASHBACK ₹1,000 on CC
13C 5G 6/128 ₹11,499 EMI ₹958
13 8/128 ₹14,499 EMI ₹1,209 CASHBACK ₹1,000 on CC
AMD Athlon 8 GB RAM 256 GB SSSD Win 11+OFC ₹25,900 EMI ₹2,158
i3 12th GEN 8 GB RAM 256 GB SSSD Win 11+OFC ₹35,500 EMI ₹2,959
i5 12th GEN 8 GB RAM 512 GB SSSD Win 11+OFC ₹48,900 EMI ₹4,075 CASHBACK ₹1,500 on CC
SAMSUNG LG SONY Whirlpool Panasonic Haier LLOYD IFB Godrej KUTCHINA
BUY 1 GET 1 FREE
BOSCH KGA DAIKIN HITACHI BLUE STAR VOLTAS Carrier O GENERAL FABER
DISCOUNT ₹52,409
Buy 1.5 Ton 3* Inv AC
Get FREE 32 Smart LED worth ₹24,990
EMI ₹3,333
DISCOUNT ₹31,790
Buy 233 L DD Refrigerator
Get FREE 7 Kg Top Load WM worth ₹26,780
EMI ₹2,933
DISCOUNT ₹23,290
Buy 7 Kg Top Load WM
Get FREE 20 L MWO worth ₹8,500
EMI ₹1,583
DISCOUNT ₹39,899
Buy 32 Smart LED
Get FREE 180 L SD Ref worth ₹21,390
EMI ₹1,999
DISCOUNT ₹19,300
1400 Suc, Motion Sensor Cimney
Get FREE 3 BB Glass Cooktop worth ₹6,990
EMI ₹1,474
Panasonic
FESTIVALS COME HOME WITH Panasonic
1st OCT to 10th NOV 2024
SMART AC
TELEVISIONS
BUY AN OLED & BRING HOME A 43 (108cm) 4K GOOGLE TV FREE*
FIXED EMI OFFERS* On Select Models
20% CASHBACK UP TO ₹15000* On Select Models
3 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On 32 Inch and above LED Models
SPECIAL FINANCE SCHEME* 24/7, 15/5, 15/0 & 18/6
AIR CONDITIONERS
10% CASHBACK UP TO ₹4000*
1+9 YEAR* WARRANTY On Split Inverter Compressor
1+4 YEAR* WARRANTY On Split ACs PCB
STANDARD INSTALLATION CHARGES* ₹1200+GST
1+4 YEAR* WARRANTY On Eco Tough ODU Casing
1+4 YEAR* WARRANTY On Split Fixed Speed Compressor
WASHING MACHINES
15% CASHBACK UP TO ₹9000*
2+1 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On Select WM Models
12 YEAR* WARRANTY On Motor
FIXED EMI OFFERS Starting from ₹999*
SPECIAL FINANCE SCHEME* 15/0
REFRIGERATORS
15% CASHBACK UP TO ₹9000*
3 YEAR* COMPREHENSIVE WARRANTY On Select Refrigerator Models
10 YEAR* WARRANTY On Inverter Compressor
FIXED EMI OFFERS Starting from ₹1,999*
SPECIAL FINANCE SCHEME* 7/0, 8/0, 10/0, 12/4, 15/5 & 20/6
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹15,000; Max. Discount: ₹7,500 per card; Also valid on EMI Trxn.; Validity: 19 Oct - 04 Nov 2024. T&C Apply.
BUY 24x7 khoslaonline.com | CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC Standard Chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount.
Scan to locate your nearest Khosla store
RAIGANJ MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph: 91473 93600
ALIPURDUAR SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph: 98742 87232
SILIGURI SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১২ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 29 October 2024 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 159

দক্ষিণ আফ্রিকায় কোচ লক্ষ্মণ

দশের পাতায়

গুজরাটে টাটার নয়া বিমান কারখানা

আটের পাতায়

### হাইকোর্টের চ্যানেলে পর্ন

কলকাতা হাইকোর্টের পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চে কাজ চলার সময় ইউটিউব লাইভ হ্যাক হয়ে যায়। সোমবার বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তর এজলাসে মামলা মেনশন করার সময় এই ঘটনা ঘটে। চলতে থাকে অশালীন পর্নোগ্রাফি ভিডিও। নজরে আসতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় আদালতের লাইভ স্ট্রিমিং।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

### আগামী বছর জনগণনা

৪ বছর দেরিতে হলেও ২০২৫ সাল থেকে কেন্দ্র জনগণনা শুরু করতে চলেছে। গোটা বছর ধরেই চলবে ওই প্রক্রিয়া। জনগণনা পুরোপুরি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে। এদিকে জনগণনার সঙ্গে জাতগণনা হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন কংগ্রেসের।

বিস্তারিত আটের পাতায়

# হলুদ চিরকুটে বহু রহস্য

## উত্তরকন্যার ক্যান্টিনে কাটমানির রফা

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** একখানা হলুদ চিরকুট। তাতে লেখা তিনখানা নাম। দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিবের (পিএ) জমা করা সেই হলুদ চিরকুটের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট এজেন্সির নামে টেন্ডার পাশ হচ্ছে। কোন টেন্ডার কে পাবে, কত টাকায় রফা হবে সেই সমস্ত কিছু ঠিক হচ্ছে উত্তরকন্যার ক্যান্টিনে বসে। এই ক্যান্টিন এবং তার ওপরতলার অফিসই মূলত কোটি কোটি টাকা কাটমানি লেনদেনের ঠেক হয়ে উঠেছে। সেখান থেকেই রোটেশনের ভিত্তিতে পেটোয়া ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়।

কাজ পাওয়ার নিরিখে প্রথম সারিতে রয়েছেন রায়গঞ্জের এক ঠিকাদার। অভিযোগ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এই পুকুরচুরির খবর কলকাতা পর্যন্ত সবাই জানে। কিন্তু কেউই কোনও ব্যবস্থা নেয় না। বরং এই চক্র চালিয়ে যাওয়াতেই মদত দেওয়া হচ্ছে।

বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এই সীমাহীন দুর্নীতির প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলব। পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটেও (ইডি) দরবার করব।'

অন্য দপ্তরগুলির মতো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে কাটমানি, বিল পেতে কমিশন দেওয়ার প্রথা ২০১১ সাল থেকেই রয়েছে। কিন্তু গত দু'আড়াই বছরে এই দপ্তরের দুর্নীতি সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়েছে যে, কোনও কাজের জন্য বরাদ্দ টাকার ৫০ শতাংশের বেশি সেই কাজে ব্যয় করতে পারছেন না ঠিকাদাররা। একাধিক ঠিকাদার বলছেন, 'কাটমানি দিতে দিতেই ২৫ শতাংশের বেশি চলে যাচ্ছে। তারপর স্থানীয় ক্লাব, নেতা-নেত্রীরা তো রয়েছেন। কোনও কাজ হলে তাঁরাও হাত পেতে বসে যান। দাবি না মানলে পদে পদে বিরক্ত করেন, কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলে ঝামেলা করেন। তাই তাঁদেরও প্যাকেট দিতে হচ্ছে।' অনেক এজেন্সি আবার ১৫-২০ শতাংশ এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তার বেশি লাভ সরিয়ে রেখে বাকি টাকায় কাজ করছে। কেননা এই দপ্তরের কাজ পাওয়াটা কিছু এজেন্সির কাছে মনোপলি কারবার হয়ে গিয়েছে।

এজেন্সি সূত্রে খবর, আট জেলায় যত কাজ হয় সবগুলিই ২০-২২ জন ঠিকাদার রোটেশনের ভিত্তিতে করছেন। এই পুরো টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন এক শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিব। ঠিকাদারদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা, কোন কোন কাজ বের হচ্ছে, কত টাকার প্রকল্প, বিটুমেনের রাস্তার বদলে পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি, বেশি টাকার কাজে কোন এজেন্সি সবচেয়ে বেশি কমিশন দেবে এরপর নয়ের পাতায়

**দুর্নীতির আঁতুড়**

- আট জেলায় যত কাজ হয়, সব করে ২০-২২টি এজেন্সি
- এক কর্তার ব্যক্তিগত সচিব টেন্ডার থেকে কাটমানি নেওয়ার প্রক্রিয়া সামলান
- ওই সচিবই একটি হলুদ চিরকুটে তিনটি এজেন্সির নাম লেখেন
- যে সংস্থা সবথেকে বেশি কাটমানি দিতে রাজি তার নাম সবার ওপরে থাকে
- চিরকুট সই হয়ে এলে টেন্ডার আপলোড হয় অনলাইনে

আমরা খবর চাপতে নয়, ছাপতে পারদর্শী

বারাণসীর ধাঁচে শিলিগুড়িতেও সন্ধ্যারতি। মহানন্দার লালমোহন মৌলিক ঘাটে পুরনিগমের আয়োজনে। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

কথায় কথায়

## মহিলাদের দর বাড়ে ভোটের মুখে

**আশিস ঘোষ**

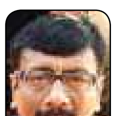

ভোট এলেই কত কী মনে পড়ে যায় এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর। আর তখনই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় বাঞ্ছা কল্পতরু সাজার। মনে পড়ে যায় মহিলাদের কথা, যাঁরা মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক। কে কত বেশি ভেট দিতে পারবে ভোটারদের শুরু হয় তার রীতিমতো প্রতিযোগিতা। এ সময় তাঁদের মনে পড়ে মহিলাদের কথা। তাঁদের জন্য কতরকম স্কিমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নিয়ম করে। এ বলে আমায় দ্যাখ। ও বলে আমাকে।

সংবৎসর মহিলাদের কদর কতটা তা কাগজ খুললেই মালুম হয়। তবে দর যে ভোটের বাজারে বিলক্ষণ বাড়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই যে এ রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু হল তারপর থেকে রাজ্যে রাজ্যে ভাণ্ডারের ছড়াছড়ি। যারা সেসময় তৃণমূলকে গাল পেড়েছিল, যারা বলেছিল এ হল মহিলাদের ঘুষ দেওয়া, রাজকোষের টাকার অপচয়, তারাও যে যার রাজ্যে নানারকম নামে পুরোদমে চালু করে দিয়েছে একইরকম নানা প্রকল্প। কে কত বেশি টাকা দেবে তারও পাল্লা শুরু হয়ে যায়। যেন নিলামের বাজার। ভাণ্ডারের টাকার অঙ্ক তো আছেই, সঙ্গে ফাউ বাসে চড়া, কম সুদে ব্যাংকের ঋণ আরও কত কী। মহিলা ভোটের অঙ্কে ভালো ফায়দার হিসেব দেখে এখন আর কেউ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নিন্দেমন্দ করে না। সেই বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও থেকে শুরু করে কোথাও বহেনা, কোথাও মাইয়া, কোথাও লাডলি বেটির নামে কত প্রকল্প। ভোটের প্রচারে গলা ফাটিয়ে চলে এ সবের গুণগান। সঙ্গে চাপা গলায় শাসানি, ভোট না দিলে ভাণ্ডার পাবি না। এতেই কাজ হয়। মহিলা ভোট বাঁধা থাকে দলের খাতায়।

এই যে বিধানসভার ভোট হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে সেখানেও হেমন্ত সোরেনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে মহিলাদের মাসে হাজার টাকার মাইয়া সম্মান যোজনা রয়েছে। ভোটের আগে এ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। তারা গলা কয়েক ধাপ চড়িয়ে বলেছে, আমরা মহিলাদের ২,১০০ টাকা করে দেব। বিজেপির ঘোষণা শুনেই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জানিয়ে দিয়েছে তারা দেবে আড়াই হাজার!

ভোট হতে চলেছে মহারাষ্ট্রেও। সেখানে এনডিএ সরকারের প্রকল্প চলছে লেড়কি বহেন। মহিলারা পান দেড় হাজার টাকা। এবার ইন্ডিয়া জোট ঘোষণা করে দিয়েছে, জিতে এলে তারা দেবে মাসে দু'হাজার। এর আগে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের দেড় হাজারকে টেক্কা দিয়ে বিজেপির টোপ ছিল সতেরোশো।

এরপর নয়ের পাতায়

# নিয়ম ভেঙে শহরজুড়ে চলছে পিজি

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** রাজস্থানের কোটার ক্ষুদ্রতম সংস্করণ বললে বোধহয় এতটুকুও বাড়াবাড়ি হবে না। গত দেড়-দুই দশকে কার্যত এড়ুকেশন হাবে পরিণত হয়ে উঠেছে শিলিগুড়ি। প্রতিবেশী জেলা, পাহাড় থেকে তো বটেই, ভিনরাজ্য থেকেও পড়তে আসছেন পড়ুয়ারা। আর সেই তাগিদেই শহরজুড়ে পেয়িং গেস্ট কিংবা পিজির রমরমা। কলেজপাড়া, হাকিমপাড়া, সুভাষপল্লি থেকে শুরু করে প্রধাননগর, গুরুংবস্তি, সেবক রোড, চেকপোস্টের অধিকাংশ বাড়িতেই ঝুলছে 'পেয়িং গেস্ট' লেখা বোর্ড। আশ্চর্যের হলেও সত্যি যে, শহরে কতগুলি পিজি রয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই পুরনিগমের কাছে। এমনকি পিজি চালাতে গেলে ন্যূনতম ট্রেড লাইসেন্স দরকার, সেটাও নেই কারও।

কেউ আসছেন পড়তে, কেউ আবার পেটের টানে। নার্সিংহোম, মল, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সামান্য মাসমাইনের চাকরি করতে গিয়ে বাড়িভাড়া নেওয়ার সুযোগ থাকছে না। তার ওপর রান্নাবান্না করার হ্যাপাও সামলাতে পারেন না অনেকে। সেক্ষেত্রে মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়ায় পেয়িং গেস্ট। একই ঘরে কার্যত গাদাগাদি করে থাকা যায় তুলনামূলক কম খরচে। কিন্তু যে আবাসিক থাকছেন, তিনি কোথায় পড়েন কিংবা কোথায় কাজ করেন তার হিসেব কি থাকছে কোথাও? উঠছে প্রশ্ন।

দিনকয়েক আগে মিলনপল্লির একটি আবাসনে নার্সের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক হইচই হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ অভিযোগ তোলেন, আবাসনটিতে প্রায়ই বাইরের লোকের আনাগোনা থাকত। তাঁদের সন্দেহ, সেখানে অবৈধ কাজকর্ম চলত। এই ঘটনার পরই শহরের পেয়িং গেস্টগুলি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, পিজিতে কারা থাকছেন তার খোঁজ থাকছে না স্থানীয় কাউন্সিলার, পুরনিগম এমনকি পুলিশের কাছেও। ফলে কোনও বড় অঘটন ঘটলে তখন কী হবে, প্রশ্ন তুলছেন আমজনতা।

**নিরাপত্তায় প্রশ্ন**

- পুরনিগম এলাকায় পিজি চালাতে হলে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করাতে হয়
- কারা থাকছেন, কী তাঁদের পরিচয়, কোথায় পড়ছেন বা কাজ করছেন তা জানানো বাধ্যতামূলক
- স্থানীয় প্রশাসন অথবা পুলিশকে বিস্তারিত তথ্য দিতে হয়
- শিলিগুড়িতে অধিকাংশ পিজি'র ট্রেড লাইসেন্স নেই বলে অভিযোগ

নিয়ম অনুযায়ী শহরে পিজি চালাতে হলে অবশ্যই ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে সরকারকে সমস্ত তথ্য দিতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শহরের কোনও পেয়িং গেস্ট কিংবা ভাড়াটিয়ার তথ্য জোগাড়ে অক্ষম স্থানীয় প্রশাসন, যা স্বীকার করে নিয়েছেন খোদ ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তবে পুলিশ কেন আইন প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করছে না এরপর নয়ের পাতায়

**শুভেন্দুর সমালোচনা**

# প্রাথমিকে আপাতত টেট নয়

**নির্মল ঘোষ**

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** ২০২৪ সালে প্রাথমিকের টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) আপাতত স্থগিত। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সোমবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আইনি জটিলতা ও আগের দু'বারের উত্তীর্ণদের এখনও নিয়োগ করতে না পারায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য এজন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন।

> আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর চেয়েছিলাম, প্রত্যেক বছর যেন টেট হয়। পরপর দু'বছর টেট হলেও আইনি জটিলতায় এখনও নিয়োগ সম্ভব হয়নি। তাই আগের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে ছয় মাসের মধ্যে টেট নেওয়া হবে।
>
> **গৌতম পাল,** *পর্ষদ সভাপতি*

২০২২ ও ২০২৩ সালের পর এ বছরের ডিসেম্বরে ফের টেট হওয়ার কথা ছিল। পর্ষদ সভাপতি বলেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর চেয়েছিলাম, প্রত্যেক বছর যেন টেট হয়। পরপর দু'বছর টেট হলেও আইনি জটিলতায় এখনও নিয়োগ সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালের টেটের রেজাল্টও প্রকাশ করা যায়নি। তাই আগের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে ছয় মাসের মধ্যে টেট নেওয়া হবে।'

যদিও বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'আর কোনওদিন টেট নেওয়া হবে না। ওবিসি সংরক্ষণে ৯৮ শতাংশ মুসলিমকে ঢুকিয়ে কানাগলিতে ঢুকে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্ট সেই নির্দেশকে বাতিল করেছে।

এরপর নয়ের পাতায়

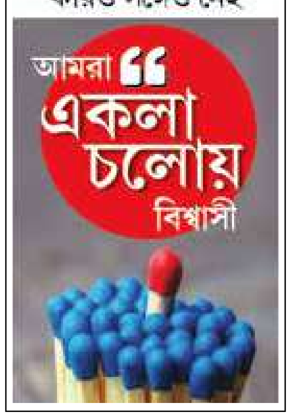



# ভিন্নরূপে বন্দনা দুই রাজপরিবারে

**জ্যোতি সরকার ও শিবশংকর সূত্রধর**

**জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর :** দুই রাজপরিবার। লতায়-পাতায় তাঁদের সম্পর্কও রয়েছে। দুই রাজবাড়ির কালীপুজো নিয়ে কমবেশি ৫০০ বছর ধরে একইভাবে আচ্ছন্ন থাকে কোচবিহার আর জলপাইগুড়ি। কোচবিহারে তিনি বড়োতারা রূপে পুজো পান। আর জলপাইগুড়িতে চিরাচরিত কালীমূর্তিতে। তবে, পুজোর রীতি থেকে ভোগ- সবেতেই কিন্তু অনেক ফারাক।

কোচবিহারের রাজ আমলের পুজোয় বরাবরই বিশেষ রীতি থাকে। বড়োতারার পুজোর মূল বৈশিষ্ট্যই হল এখানে শাটি ও শোলমাছ পোড়া ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে। বড়োতারাকে সন্তুষ্ট রাখতে পাঁচ ধরনের বলি উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। রাজ পুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথায়, 'বড়োতারার পুজো কঠিন একটি কাজ। একটুও যাতে ভুল না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হয়। অমাবস্যা তিথিতে সারারাত ধরে পুজো চলে।'

জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে পাঁচ প্রজন্ম ধরে পুজো করে আসা পুরোহিত পরিবারের অন্যতম সদস্য শিবু ঘোষাল। তিনি জানালেন, 'রাজবাড়ির পুজো ৫১৫ বছর ধরে হয়ে আসছে। পুজোর দিনে আমিষ ভোগ হবে। দেবীর সামনে প্রসাদের থালাতে স্থান পাবে বড় সাইজের করলা নদীর বোয়াল মাছ। ভোগে দেওয়া হবে রুই, কাতলা, ইলিশ এবং আড় মাছ। ফ্রায়েড রাইস আর পোলাও থাকবে। রাজবাড়িতে বলিপ্রথা চালু রয়েছে। এবারও বলি দেওয়া হবে।'

বড়োতারার পুজো কোন সময় থেকে শুরু হয়েছিল তার উল্লেখ কোনও নথিতে নেই। ফলে এই পুজো কতটা প্রাচীন তা স্পষ্ট করে জানাতে পারেননি ইতিহাসবিদরা। কেউ মনে করেন বড়োদেবীর পুজোর কিছু পরে বড়োতারার পুজো শুরু। আবার অনেকে মনে করেন, মদনমোহনবাড়ি তৈরির আগে রাজবাড়িতে বড়োতারার পুজো হত। কোচবিহার আর্কাইভের সভাপতি ঋষিকল্প পাল বলেছেন, 'বড়োতারার পুজো শুরুর সময়টা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে এটি প্রাচীন পুজো।'

মদনমোহনের ডানদিকের ঘরে জয়তারার অধিষ্ঠান। সেখানে সারা বছর নিত্যপুজো হয়। বড়োতারার প্রতিমা সেই জয়তারার আদলেই হয়ে থাকে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রেই জানা গিয়েছে, এরপর নয়ের পাতায়

দুই রাজবাড়ির দেবী প্রতিমা। মদনমোহনবাড়িতে ও জলপাইগুড়িতে।

# আবাস তালিকায় নেই হাজার নাম

অরুণ ঝা

**ইসলামপুর, ২৮ অক্টোবর :** কেউ দিব্যি রয়েছেন পাকা বাড়িতে। কোনও পরিবারের আবার একাধিক সদস্যর নাম রয়েছে তালিকায়। অনেকের আবার হদিসই নেই। বাংলা আবাস যোজনার প্রথম দফার সমীক্ষা করতে গিয়ে এমন অনেক 'গলদ' খুঁজে পেল ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন। সূত্রের খবর, আবাস যোজনার তালিকায় প্রায় এক হাজার উপভোক্তার নাম কাটা পড়েছে ইতিমধ্যে। সবমিলিয়ে হাজার দুয়েক নাম বাদ যেতে পারে বলে ধারণা সরকারি কর্তাদের।

২০১৮ ও ২০২২ সালের সমীক্ষা অনুসারে যে তালিকা তৈরি হয়েছিল, তার ভিত্তিতেই সম্প্রতি ২০ হাজার ৫১১ জন প্রাপকের তালিকা ব্লকে এসে পৌঁছায়। ওই তালিকায় নাবালকরাও উপভোক্তা হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে। বিডিও দীপান্বিতা বর্মন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ঘুরে তালিকা খতিয়ে দেখছেন। আর তাতেই চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। বিডিও এই তথ্য স্বীকার করে জানিয়েছেন, উপভোক্তারা সঠিক প্রাপক কি না তা জানার জন্য আরও কয়েক দফায় চেকলিস্ট তৈরি হবে।

সূত্রের খবর, প্রশাসনের তরফে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নির্বাচিত সদস্যদের সতর্ক করা হয়েছে। তাঁদের বলা হয়েছে, যাঁরা প্রকৃত উপভোক্তা নয়, তাঁদের চিহ্নিত করতে পারলে তা ব্লক প্রশাসনকে জানাতে। বর্তমানে তালিকা মেলাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ২০১৮ সালে যাঁদের কাঁচা বাড়ি ছিল, বর্তমানে তাঁদের পাকা দেওয়াল তোলা টিনের চালের বাড়ি। প্রকল্পের নিয়ম অনুসারে, কোনও ব্যক্তির টিনের চাল দেওয়া ইটের গাঁথনি করা ঘর থাকলে তিনিও উপভোক্তার যোগ্য নন। ফলে সেই নামগুলিও কাটা যাবে।

> আবাস যোজনা নিয়ে বড় কোনও দুর্নীতি হয়েছে এমন খবর নেই। ২০১৮ এবং ২০২২ সালের সার্ভে অনুসারে ২০ হাজারের বেশি উপভোক্তার নাম এসেছে, যা আমরা সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই সুপার চেক করে দেখছি। ২৭ নভেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব।
>
> **দীপান্বিতা বর্মন** বিডিও

২১ নভেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে ব্লক প্রশাসন। সেই সময় কোনও উপভোক্তা তাঁর নাম কেন কাটা গেল, তা জানতে চাইতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সেই অভিযোগও গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে। ২৭ নভেম্বরের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তারপর সেই চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনের জন্য জেলায় পাঠানো হবে। অনুমোদন পেলেই উপভোক্তাদের নামে টাকা বরাদ্দ হবে। তিন কিস্তিতে এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা পাবেন উপভোক্তা।

প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, রামগঞ্জ-১ ও ২, মাটিকুন্ডা-১ ও ২, আগডিমটিখন্তি সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উপভোক্তাদের নাম কাটা পড়ছে। শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের মদতে স্বজনপোষণ করার অভিযোগও উঠেছে বেশকিছু এলাকায়।

বিডিও বলছেন, 'আবাস যোজনা নিয়ে বড় কোনও দুর্নীতি হয়েছে এমন খবর নেই। ২০১৮ এবং ২০২২ সালের সার্ভে অনুসারে ২০ হাজারের বেশি উপভোক্তার নাম এসেছে, যা আমরা সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই সুপার চেক করে দেখছি। এখনও পর্যন্ত এক হাজারের বেশি নাম বাদ পড়েছে। ২৭ নভেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

*এখনও দু'দিন বাকি। তার আগেই উদ্বোধন হয়ে গেল মণ্ডপ। সোমবার ধূপগুড়িতে সপ্তর্ষি সরকারের তোলা ছবি।*

# ফাঁদে পড়ে ১৪ লক্ষ খোয়ালেন তরুণী

## অতি লোভে অনলাইন প্রতারণার শিকার

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** অল্প সময়ে বেশি টাকা উপার্জনের লোভে পড়ে বাবার অবসরের সময় প্রাপ্ত প্রায় সাড়ে ১৪ লক্ষ টাকা খোয়ালেন এক তরুণী। ঘটনাটি শিলিগুড়ির। সাইবার প্রতারণার শিকার ওই তরুণী শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দেশ যত ডিজিটাল হচ্ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অনলাইন প্রতারণার সংখ্যা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, অর্থ উপার্জনের টোপ দিয়ে কোনও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করে চলছে প্রতারণাচক্র। ঠিক যেমনটা হয়েছে শহরের ওই তরুণীর সঙ্গে।

তরুণী জানান, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে লিংকের মাধ্যমে একটি গ্রুপে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে বলা হয়, এটা ট্রাভেল বুকিং প্ল্যাটফর্ম। এখানে অ্যাকাউন্ট চালুর জন্য ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা প্রয়োজন। তবে ঘটনার দিন ছিল

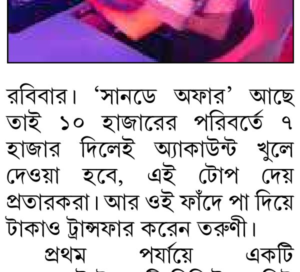

রবিবার। 'সানডে অফার' আছে তাই ১০ হাজারের পরিবর্তে ৭ হাজার দিলেই অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হবে, এই টোপ দেয় প্রতারকরা। আর ওই ফাঁদে পা দিয়ে টাকাও ট্রান্সফার করেন তরুণী।

প্রথম পর্যায়ে একটি ওয়েবসাইটে ৬০টি রিভিউ কমপ্লিট করার 'টাস্ক' দেওয়া হয় তাঁকে। তা সম্পন্ন করলে তরুণীর অ্যাকাউন্টে ১৫,৩৯৬ টাকা ঢুকে যায়। এরপর এলিট প্যাকেজের কথা বলে তাঁর থেকে ২০,২৫৯ টাকা নেওয়া হয়। পরদিন ফের ১০,০০০ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট চালু করে টাস্ক সম্পন্ন করেন তিনি। পান ১৩,৯০৭ টাকা। এরপরই শুরু আসল খেলা।

তারা তরুণীর আস্থা অর্জন করতে পেরেছে, একথা বুঝতে পেরে প্রতারকরা বড় অঙ্কের টাকা চাইতে শুরু করে। টাস্ক শেষ করলে বেশি টাকা মিলবে, এই লোভ দেখিয়ে কখনও তরুণীর থেকে ৯০ হাজার, আবার কখনও নেওয়া হয় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এভাবে ধীরে ধীরে ডিপোজিটের অঙ্ক ১৪,৩৪,৩০৬ টাকা হয়ে যায়।

বিপত্তি বাধে এরপরই। জমা থাকা ওই টাকা তুলতে যেতেই তরুণী বুঝতে পারেন তিনি প্রতারকদের খপ্পরে পড়েছেন। কয়েকদিন আগেই তিনি এবিষয়ে সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

তরুণীর বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। ওই প্রবীণ অবসরের পর এককালীন টাকা পেয়েছিলেন। সেই টাকাও তরুণী বেশি উপার্জনের আশায় প্রতারকদের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলেন। এখন পুলিশের তদন্তের দিকে তাকিয়ে ওই পরিবার।

# ভিটেহারাদের পুনর্বাসন

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** এলিভেটেড করিডরের কাজের জন্য মাটিগাড়া এবং সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি পরিবারকে ভিটেমাটি হারা হতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছিল ৩২টি পরিবার। জানা গিয়েছে, সেই পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সোমবার আরবান ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কমিটির বৈঠক ছিল শিলিগুড়ি পুরনিগমে। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির উজানু শিবনগর এলাকায় ওই ৩২টি পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি মঙ্গলবার থেকে ফের একটি সমীক্ষা করবে মাটিগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। সমীক্ষা করে দেখা হবে আর কোনও পরিবারকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে কি না। পরবর্তীতে ৫ নভেম্বর ফের একটি বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে সমীক্ষার রিপোর্ট পেশ করা হবে। এরপরেই পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'ওই এলাকার ভিটেহারা পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।'

মাটিগাড়ার কাছে এলিভেটেড করিডরের কাজের দরুন প্রচুর মানুষকে ঘর ছাড়া হতে হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই পুনর্বাসন পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩২ জন এখনও পুনর্বাসন পাননি। সেই ৩২টি পরিবারের পুনর্বাসন নিয়ে এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগমে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় ৩২টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেবে রাজ্য। উজানু শিবনগর এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে ওই পরিবারগুলিকে। পাট্টা সমেত জমির মালিকানা দেওয়া হবে।

# গ্রেপ্তার এক

**চোপড়া, ২৮ অক্টোবর :** এক দুষ্কৃতীকে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করে চোপড়া থানার পুলিশ। নলবাড়িতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দলের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কাউসার নামে ধৃত ওই তরুণের বিরুদ্ধে দার্জিলিং ও চোপড়া থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। সোমবার তাকে ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়। তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।


## Corrigendum Notice

Corrigendum Notice of NIT No.DDP/N-22 of 2024-25 for SL 1, 6, 8 9 & DDP/N-23 of 2024-25 for SL-1

Corrigendum Notice of NIT No.DDP/N-22 of 2024-25 for SL 1, 6, 8 9 & DDP/N-23 of 2024-25 for SL-1 Closing date extended upto 04/11/2024 12.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website-www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

## Corrigendum Notice

NIT No. DDP/N-22/2024-25

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-22/2024-25 Serial No-8 regarding credential of the work stated in the NIT 22 of 24-25 Serial No-8 of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad Details of Corrigendum may be seen in the Website-www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৮৬০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৯০০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৫১০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৯৭০০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৯৭১০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

# সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** বিএসএফ রাধাবাড়ি ক্যাম্পের সহযোগিতায় ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি স্কুলে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৪ পালন করা হল সোমবার। স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি কুইজ প্রতিযোগিতায় আয়োজন করা হয়। শতাধিক পড়ুয়া এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিএসএফের আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পড়ুয়াদের সামনে শিক্ষা, সংঘবদ্ধ জীবন ও সমাজ সম্পর্কে স্কুলের কর্ণধার অভয়া বসু বক্তব্য রাখেন।

# দুর্ঘটনায় মৃত ২

**বাগডোগরা, ২৮ অক্টোবর :** বেপরোয়া গতিতে চলা বাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেল গোবিন খেরোয়ারের (৪৫)। গোবিনের বাড়ি বাগডোগরার কাছে সিংহীঝোরা চা বাগানে। সোমবার রাত ৮টা নাগাদ বাগানের সামনে নকশালবাড়ির দিক থেকে একটি বাইক দ্রুতগতিতে এসে গোবিনকে ধাক্কা মারে। তাঁকে বাগডোগরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

পুলিশ বাইকচালক সঞ্জীব কেরকেট্টাকে গ্রেপ্তার করেছে। গোবিনের ভাই শম্ভুর দাবি, 'জোর গতিতে ধাক্কা মারায় দাদা অনেকটা দূরে ছিটকে পড়ে। তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' দুর্ঘটনার পর বাইকটি কালভার্টের নীচে পড়ে গিয়েছিল। রাতে ক্রেনের সাহায্যে সেটা উদ্ধার করে পুলিশ। সঞ্জীবের মাথায় সামান্য চোট লেগেছে।

আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে এদিন সন্ধ্যায় বাগডোগরার কাছে মুনি চা বাগানের সামনে। গাড়ির চাকায় পিষে মৃত্যু হয় বাংরু টোপ্পো (৭০) নামে এক ব্যক্তির। বাংরুর বাড়ি মুনি চা বাগানে। পুলিশ জানিয়েছে, রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ি চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়।

# বৈঠক

**চোপড়া, ২৮ অক্টোবর :** সোমবার চোপড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালীপুজো ও ছটপুজো কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করা হল। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের হলঘরে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা ও পুজো কমিটির সদস্যরা।

# রেজিস্ট্রেশনহীন টোটোর বিরুদ্ধে অভিযান

খোকন সাহা

**বাগডোগরা, ২৮ অক্টোবর :** দুর্গাপুজোর সময় কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল। ফের শুরু কড়াকড়ি। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া টোটোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। বেশ কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ট্রাফিক গার্ডের তরফে এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে শুরু হয়েছে ধরপাকড়। তবে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ধরা টোটোগুলো দিনভর আটকে রেখে সন্ধ্যায় সতর্কবার্তা দিয়ে ছাড়ছেন পুলিশকর্মীরা।

বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ বিভিন্ন ট্রাফিক পয়েন্টে এই অভিযান চালাচ্ছে। এমন তৎপরতায় বিপাকে একাংশ টোটোচালক। তাঁদের ব্যাখ্যা, 'ফের নতুন টোটো কিনলে নম্বর পাওয়া যাবে। এদিকে, চালকদের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের।' লিটন শিকারি নামে একজনের কথায়, 'দিনভর টোটো চালিয়ে যা আয় হয়, তা দিয়ে কোনওমতে সংসার চলে। একটা টোটো থাকতে আরেকটি কেনা সম্ভব নয়।'

সোমবার দুপুরে গোঁসাইপুরে বেশ কয়েকটি টোটো আটকে রাখায় ক্ষোভপ্রকাশ করে চালকদের একাংশ। তাদের মধ্যে একজন গোবিন্দ বর্মন। বলছিলেন, 'আমি গোঁসাইপুর মুলাইজোতের এক গর্ভবতীকে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এদিকে, মাঝ রাস্তায় আমাকে আটকে রাখা হয়। পরে সিটি অটোতে তুলে দিলাম ওই মহিলাকে।' দুলাল বর্মন নামে আরেকজনের অভিজ্ঞতা, 'স্কুল ছুটির পর বাচ্চাদের আনতে যেতে হয় আমাকে। এখন ওদের বাড়ি পৌঁছাব কীভাবে, বুঝতে পারছি না।'

টোটোর রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকলেও রাজ্য এবং জাতীয় সড়ক বা এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে চলতে পারবে না। শুধু পকেট রুটের যাত্রী তোলায় ছাড়পত্র রয়েছে। অথচ অধিকাংশ চালক সেসব নিয়ম মানেন না। অনেকে তো বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে যান। মোটর ভেহিকল বিভাগের এক আধিকারিক বললেন, 'দিনদিন টোটোর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাচ্ছিল। পরিস্থিতি সামলাতে ২০১৫ সালে একটি নির্দেশ জারি করা হয়। সেই অনুযায়ী দেওয়া হয় টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিন)।'

গ্রামীণ এলাকায় বিডিও, শহরে

*রেজিস্ট্রেশন ছাড়া টোটো ধরপাকড় পুলিশের।*

পুরসভা এই নম্বর দেবে। তবে 'টিন' থাকলেও এশিয়ান হাইওয়ে, রাজ্য ও জাতীয় সড়কে চলাচল করতে পারবে না টোটো। বাগডোগরা সহ শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামীণ এলাকার বহু টোটোর টিন নম্বর নেই। ফলে সেগুলোর রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। এদিকে, রেজিস্ট্রেশন ছাড়া সর্বত্র চাকা গড়াচ্ছে তিনচাকা যানটি।

অভিযান প্রসঙ্গে বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি স্বপন রায়ের কথা, 'আমরা টোটোগুলি ধরে সারাদিন আটকে রেখে ছাড়ছি সন্ধ্যায়। চালকদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা যেন রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেন।'

## আজ টিভিতে

রুদ্র ঝিনুককে মারার পরিকল্পনা করে। ফুলকি এবং রোহিত ঝিনুককে বাঁচায়। **ফুলকি** – সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **জি বাংলায়**

### ধারাবাহিক

**জি বাংলা :** বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
**স্টার জলসা :** বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
**কালার্স বাংলা :** বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
**আকাশ আট :** সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
**সান বাংলা :** সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৪০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ৮.১৫ বলো না তুমি আমার, রাত ১১.৪০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড
**জি বাংলা সিনেমা :** দুপুর ১২.০০ টক্কর, ২.৫০ লোফার, সন্ধ্যা ৬.০০ গীত সংগীত, রাত ৮.৩৫ বাহাদুর, রাত ১১.১০ সুবর্ণলতা
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধ্যা ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ বিদ্রোহ
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ আমার মা
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ বসন্ত বিলাপ

**শুধু তোমারই জন্য** দুপুর ১.৩০ মিনিটে **জলসা মুভিজে**

**সিক্রেট সুপারস্টার** দুপুর ৪.২৫ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

**বসন্ত বিলাপ** দুপুর ২.৩০ মিনিটে **ডিডি বাংলায়**


## পূর্ব রেলওয়ে

### ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), (নিলাম পরিচালনকারী অফিসার) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে ঘরের বাইরে (ওএইচই), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল এবং ডিজিটাল) নীতির অধীনে বিজ্ঞাপনের লটগুলির ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ই-নিলাম ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। **অকশন ক্যাটালগ নং :** এডিভিআরটি-মালদা-২৪।

**মালদা ডিভিসনে ঘরের বাইরে (ওএইচ) ই-নিলাম**
**এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ, স্টেশন :** এএ/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৩-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএইচ-২০৪-২৪-১, মালদা টাউন, এএ/৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৮-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৬৯-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/৫, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৭-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/৬, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৮০-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১, ভাগলপুর, এএ/৮, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭১-২৩-১, ভাগলপুর, এএ/৯, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএইচ-২০৫-২৪-১, মালদা টাউন।

**মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেট ওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর ই-নিলাম**
**এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ, স্টেশন :** এবি/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-১৯০-২৩-১, মালদা টাউন, এবি/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসডি-১৯১-২৩-১, ভাগলপুর, এবি/৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-২০৬-২৪-১, মালদা টাউন।

**মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেট ওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর ই-নিলাম**
**এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ, স্টেশন :** এসি/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫১-২৩-১, ভাগলপুর, এসি/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৯-২২-১, ভাগলপুর, এসি/৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/৫, এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬২-২৩-১, জামালপুর, এসি/৬, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫০-২২-১, ভাগলপুর, এসি/৮, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৩-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/৯, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৫-২৩-১, মালদা টাউন, এসি/১০, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৬-২৩-১, মালদা টাউন, এসি/১১, এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬৩-২৩-১, জামালপুর, এসি/১২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/১৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১০-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/১৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৩-২২-১, ভাগলপুর, এসি/১৫, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১, ভাগলপুর, এসি/১৬, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৮-২২-১, ভাগলপুর, এসি/১৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৭-২২-১, ভাগলপুর, এসি/১৮, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৫-২২-১, ভাগলপুর, এসি/১৯, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৪-২৩-১, মালদা টাউন, এসি/২০, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৭-২৩-১, মালদা টাউন, **নিলাম শুরু :** (প্রতিক্ষেত্রে) ০৪.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। আরও বিশদের জন্য সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকেআইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-123/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং : সিগ_ত্রু_৫_পলিসি, তারিখ ২৩.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ই-টেন্ডার নং:** এমএলডিটি_এসএনটি_২৪-২৫_২১_ওটি, তারিখ ২৩.১০.২০২৪। **কাজের নাম :** সিওএ, আরটিআইএস, এফওআইএস, আইসিএমএস-এর বিভিন্ন প্রকল্পের দক্ষ নজরদারির জন্য কাজের আধুনিকীকরণ সমেত মালদা কন্ট্রোল অফিস-এর অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যাল এবং টেলিকম-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ২৩,০১,৮২৩.৮৬ টাকা। **বায়না অর্থ :** ৪০,০০০ টাকা। **টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় :** ৩১.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ১৪.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড:** ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং মালদা।

MLD-125/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২২, তারিখ ২৫.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : **কাজের নাম :** (i) নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজ "সিওএ, আরটিআইএস, এফওআইএস, আইসিএমএস প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্পের দক্ষ নজরদারির জন্য আধুনিকীকরণের কাজ সহ মালদা কন্ট্রোল অফিসে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থার কাজ"। (ii) "মালদা টাউনে ৬ ইউনিট টাইপ-V কোয়ার্টার্স নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ"। (iii) "মালদা টাউনে লক্ষ্মণ সেন আউটডোর স্টেডিয়ামকে শক্তিশালী ও আধুনিক করার কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ৫০,০৯,৭৭৮.৮৩ টাকা। **বায়না অর্থ :** ১,০০,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য। **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় :** ০১.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ১৫.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিসবোর্ড :** ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-124/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



## কর্মখালি

গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ-এর আশেপাশে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 10000 টাকা, হেড অফিস শিলিগুড়ি। থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। (M) 9046427575, 9434603126. (C/113048)

## বিক্রয়

মোগড়াডাঙ্গি গ্রামীণ হাসপাতালের পাশে পাকা রাস্তার ধারে ২ কাঠা জমিতে দোকানঘর সহ পাকা বাড়ি বিক্রি। (M) 7908604517. (C/112827)

## অ্যাফিডেভিট

গত 25.10.24, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jyotsna Das-এর পরিবর্তে Jyotsna Roy, D/o. Late Parimal Roy হলাম। উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার। (C/111869)

আমি প্রমিলা প্রসাদ, স্বামী- শ্যাম প্রসাদ, সাকিন- খালপাড়া, ওয়ার্ড নং-৭, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং এই মর্মে জানাইতেছি যে, আজ তথা ইংরাজি ২৮/১০/২৪ তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর অ্যাফিডেভিট বলে শ্রীমতী ভুনার দেবী থেকে শ্রীমতী প্রমিলা প্রসাদ নামে পরিচিত হলাম এবং উভয়ই একই ব্যক্তি। (C/113239)

আমার নাম Stalin Das, Date of Birth- 04/01/1986, S/o. Kanti Lal Das, Vill- Anantanagar, P.O.- Srikrishnapur, P.S.- Islampur, U/D. গত 21/10/2024 তারিখে ইসলামপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করতে চাই। আমার আধার নম্বর- 760201182594. (S/N)

## General Notice

"BORDER FENCING-এর জন্য সরাসরি জমি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে বড় মিরচা মৌজার (J.L. NO. 117) খতিয়ান নং 286 এর রায়ত গফিজুল পিতা- খাটালু, সাং : নিজ (বড় মিরচা), পোঃ আষারুবস্তি, থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর-কে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৪ (আট) দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O. অফিস চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর-এ হাজিরা দেওয়ার জন্য জানানো যাইতেছে।

Contact No. 9832413002
email : bllrochopra@gmail.com

Sd/-
Assistant Director & Block Land & Land Reforms Officer, Chopra


## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শরীর খারাপ নিয়ে সমস্যা থাকবে। পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। বৃষ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ উৎসব। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মিথুন : ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ধার করতে হবে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে সামান্য কারণে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বাড়ি কেনার সুযোগ আজ। সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হবে। সন্তানের চাকরি পাওয়ার সংবাদ পেয়ে আনন্দ। কন্যা : শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। প্রতারককে আজ চিনতে পেরে বিস্মিত হবেন। তুলা : সামান্যেই খুশি থাকুন। কোনও আত্মীয়ের চক্রান্তে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সার্থক হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রেমে আনন্দ। ধনু : অন্যায় কাজের থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে হতে পারে। মকর : বস্ত্র, রত্ন ও ইমারত ব্যবসায় লাভবান হবেন। বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। কুম্ভ : নতুন ব্যবসা নিয়ে বাবার পরামর্শ নিন। ছেলের জন্য আজ কিছু করতে পেরে আনন্দ। মীন : অফিসের কোনও জটিল কাজের সমাধান করে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। বিদ্যুৎ থেকে সতর্ক থাকুন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১২ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৭ কার্তিক, ২৯ অক্টোবর ২০২৪, ১২ কাতি, সংবৎ ১২ কার্তিক বদি, ২৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৪।৫৮। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ১০।৫৭। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ৭।৪৯। ইন্দ্রযোগ দিবা ১০।১১। তৈতিলকরণ দিবা ১০।৫৭ গতে গরকরণ রাত্রি ১১।৫৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৭।৪৯ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১০।৫৭ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৭।৪৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী – নৈর্‌ঋতে, দিবা ১০।৫৭ গতে ত্রিপাদদোষ। বারবেলাদি ৭।৮ গতে ৮।৩৩ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৪ গতে ৮।১০ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।২৯ মধ্যে একাদশীর পারণ। ধনতেরাস (ধনত্রয়োদশী)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গত ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।


## University of North Bengal
## Centre for Distance and Online Education

**ADMISSION NOTIFICATION**
**ACADEMIC SESSION: JULY 2024**
**UNDER OPEN & DISTANCE LEARNING (ODL) MODE**

Applications are invited for the following courses under ODL Mode for ***M.A.*** *in* ***English, Bengali, Nepali, History, Philosophy, Political Science, & Mathematics,*** *and* **B.Com**. in the academic session July, 2024. The applications are to be submitted through the online system **upto 15.11.2024**. Please go through the 'Information Booklet' carefully before filling-up the online application for. For detailed information, please visit the website at https://cdoe.nbu.ac.in/ and www.nbu.ac.in. The Learner Support Centres: • **NBU Siliguri (H.Q.)** • **NBU Jalpaiguri Campus** • **NBU Saltlake Kolkata Campus**

**Advt. No: 60 /R-2024, Dated 29.10.2024** Registrar (Additional Charge)


সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Toll Free Number: 1800 266 0018

India's First 5 Year Warranty*

$ADDITIONAL CASH DISCOUNT AVAILABLE ON Flipkart | amazon

~INSTANT CASHBACK AVAILABLE ON HDFC BANK | pine labs PAY LATER

**Special offers for CSD/CPC/Corporate employees. Reach us at: institutionalsales@heromotocorp.com**

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No 2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.heromotocorp.com Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. #Offer is for a limited period or till stock lasts Offer amount may vary for model/variant and states. For more details, please visit your nearest authorised Hero outlet. Actual value may vary, offer is for a limited period only or till stock lasts. ~The 5% cashback upto ₹5000/- is applicable on minimum transaction of ₹40,000, subject to the credit card company's, T&Cs. ^Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. $Flipkart and Amazon offers are subject to the sole discretion & T&Cs of respective organisations.

**Authorised Dealers: Durgapur:** Dutta Hero, Ph: 9289922686, Muchipara, Ph: 7479000771, **Kolkata:** Hitech Hero Kasba, Ph: 9289922954, Prince Anwar Shah, Ph: 9289922954, Taratala, Ph: 9289922954 Sri Krishna Automotive- Thakurpukur, Ph : 9289922672, Budge-Budge, Ph: 9830766679, Natunhat, Ph: 9230007531, Smsg Hero- Baguiati Ph: 9821696156, Rajarhat Ph: 9821696156, **Diamond Harbour**, Diamond Ventures,Ph: 9289924246, **Andul:** Ridhi Hero, Ph: 9289922669, Salkia, Ph: 9289922669, **Barrackpore:** Raja Hero, Ph: 9289922821, **Barasat:** Cynosure Hero, Ph: 9289922432, Belghoria, Ph: 9289922432, **Chandannagar:** Argosy Hero, Ph: 9289923070, **Baruipur:** Sri Krishna Hero, Ph: 9289922725, Sonarpur, Ph: 9289922725, Jaynagar, Ph: 9289922725 **Dankuni:** Auto Palace Hero, Ph: 9289922397, **Howrah:** Shibpur: Amit Hero, Ph: 9289922185, **Uluberia – Khalisani:** J D Hero, Ph: 9289923159, **Islampur:** Bharat Hero, Ph: 9289923202, **Naihati:** Naihati Hero, Ph: 9289922798, **Cooch Behar:** Sandeep Hero, Ph: 9289922698, **Malda:** Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, **Jalpaiguri:** Anand Hero, Ph: 9289923031, **Raiganj:** Shankar Hero, Ph: 9289922594, **Asansol:** Avik Hero, Ph: 9289923194, **Siliguri:** Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, **Balurghat:** Mahesh Hero, Ph: 9289922904, **Bankura:** Dutta Hero, Ph: 9289922471, **Basirhat:** Das Hero, Ph: 9289922639, Berachampa (Goyra) Ph:9289922639, Swarupnagar Ph:9289922639, **Berhampore:** Golden Hero, Ph: 9289922938, Nirmal Auto Mobile , Ph: 9289233028 , **Burdwan:** Rudra Hero, Ph: 9289922186, **Contai:** C M Hero, Ph: 9289922860, **Krishnanagar:** G.P. Hero, Ph: 9289922553, **Midnapore:** Palco Hero, Ph: 9289922402, Jhargram, Ph: 8158896283 **Purulia:** Aswini Hero, Ph: 9289923126, **Kharagpur:** Amit Hero, Ph: 9289923206, **Raghunathgunj:** Golden Automart Hero, Ph: 9289922867, **Ranaghat:** Diamond Hero, Ph: 9289923805 **Raniganj:** Pradip Hero, Ph: 9289922190, **Rupnarayanpur:** S. M. Hero, Ph: 9289922508, **Rampurhat:** Paul Hero, Ph: 9289923079, **Suri:** International Hero, Ph: 9289922507, **Tamluk:** Supreme Hero, Ph: 9289922187, **Tarakeswar:** Super Hero, Ph: 9289922801, **Belda:** Hi Tech Hero, Ph: 9289923116, **Alipurduar:** Dutta Hero, Ph: 9289923146., **Haldia:** Krishnaa Hero, Ph: 9821697401**Associate Dealers: Bishnupur:** Premier Automobiles-9434108414, **Dhulian:** Chowdhury Motors-8373070210, **Jalpaiguri:** Pratik Automobiles-7063520686, **Dubrajpur:** Taher Automobiles-9434008580, **Santipur:** Brajo Gopal Auto Centre-9733556837, **Arambag:** Sarada Distributors-9735858690, **Andal More:** Rahul Automobiles-7908394924, **Khidirpur:** Rounak Motors-9903675220, **Ghatal:** Das Traders-9332992200, **Bolpur:** Auto Tech-9531536181, **Diinhata:** Jogomaya Auto Works-9851244490, **Bagnan:** Disari India Automobiles-7908416228, **Raghunathpur:** Nag Automobiles-7797040044, **Sainthia:** Dutta Motors-9735883954, **Habra:** Auto World-9232166160, **Dhupguri:** Bharat Automobiles-7029599132, **Gangarampur:** Gupta Auto Centre-9733726677, **Judurberia:** Quick Auto-8240505651, **Egra:** Ananya Automobiles-8653855129, **Canning:** Srikrishna Motors-7001311822, **Karimpur Thanar More:** Biswas Automobiles-8609050955, **Gushkara:** Auto Gallery-9476134546, **Gazole:** Mira Auto Centre-9593159789, **Mathabhanga:** Jogomaya Auto Works-6297782171, **Sonamukhi:** Mahamaya Motors-9614814509, **Kaliachak:** A K Wheels-9733079141, **Katwa:** Maa Chamunda Automobiles-9609156240, **Lalgola:** Rakesh Motors-9800964576, **Farakka:** Ankur Motors-8343078965, **Sherabazre:** Deb Automobiles-9851082518, **Itahar:** Deep Auto Centre-9800630306, **Panagarh:** Tarama Auto-8001623333, **Sinthi:** Auto Sales Corporation-8240893364, **Nalhati:** Rana Motors-9093570900, **Aurangabad:** Bandana Motors-8170953131, **Debagram Garur Hat:** A.M Auto Centre-7797429333, **Bharatpur:** Khan Auto Centre-9083556351, **Dalkhola:** A S Motors-7908477285, **Goagaon:** Mabudh Automobiles-9896216422, **Kotasur:** Dutta Automobiles-8250672477

FCB/INTERFACE/6878/OCT2024/BENGALI

## ভানু ভবনে পুজোয় অংশ নিতে পারবেন পর্যটকরাও

# কালীমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দার্জিলিংয়ের ভানু ভবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হল কালীর মূর্তি। সুবাস ঘিসিংয়ের উদ্যোগে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের (ডিজিএইচসি) আর্থিক সহায়তায় ২০০৪-'০৫ সালে ভানু ভবনে সরস্বতী এবং কালীর মূর্তি বসানো হয়। আরও বেশ কয়েকটি মূর্তি বসানো হয়েছিল সেসময়।

ফাইবার গ্লাস ব্যবহার করে কলকাতার এক শিল্পীকে দিয়ে ঘিসিং তৈরি করিয়েছিলেন। গোর্খা রঙ্গমঞ্চে বসানোর পর থেকে প্রতিটি মূর্তি পর্যটক সহ স্থানীয় মানুষের নজর কাড়ে। ছবিটা বদলে যায় ২০১২ সালে। বিমল গুরুংরা পাহাড়ের ক্ষমতা দখলের পর আচমকা সরিয়ে দেওয়া হয় কালীর মূর্তি।

সেটা মঞ্চের পেছনের দিকে কিছুদিন রাখার পর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল দার্জিলিংয়ের নৃপেন্দ্রনারায়ণ বেঙ্গলি হিন্দু হলে। যা নিয়ে পাহাড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনীত থাপা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) ক্ষমতায় আসার পরপরই ভানু ভবনে পুনরায় দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। যা বাস্তবায়িত হল সোমবার। পুরোনো জায়গায় প্রতিষ্ঠার পর হয়েছে পুজো। পরে অনীত বলেন, 'কালী মায়ের মূর্তি নিয়ে দার্জিলিংয়ের একটা আবেগ রয়েছে। সেই আবেগকে মর্যাদা দিয়ে আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলাম।'

সুবাস ঘিসিং দেবদেবীর বিরাট ভক্ত ছিলেন, সেই কথা পাহাড়ের চোরবাটোতে কান পাতলে শোনা যায়। আবার তাঁরই 'হুইপ' মেনে মূর্তিপুজোর বদলে শিলাপুজো করতে বাধ্য হয়েছিলেন পাহাড়বাসী। ঘিসিংয়ের হাতে তৈরি ভানু ভবন। ওই ভবন এবং সেখানকার গোর্খা রঙ্গমঞ্চ দার্জিলিংয়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র। ভবনের বাইরের অংশকে সাজিয়ে তুলতে বেশ কিছু মূর্তি বসানো হয়। তৈরি হয়েছে একাধিক ফাউন্টেন। ভানু ভবনের মূল ফটক দিয়ে ঢুকলে সামনে বিশাল আকারের সরস্বতীর মূর্তি। তার ঠিক পেছনে বসানো হয়েছিল কালীর মূর্তিটি। গোর্খা রঙ্গমঞ্চ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে সেটা চোখে পড়ত।

২০১২ সালে বিমলের নেতৃত্বে জিটিএ তৈরি হয়। লালকুঠির পাশাপাশি জিটিএ'র বেশ কিছু অফিস খোলা হয় এই ভবনে। সেসময় সংস্কারের নামে সরিয়ে রাখা হয়েছিল মূর্তিটি। ওই ঘটনার পর চর্চা হয়েছিল যে, ঘিসিংয়ের কাজের কোনও নিদর্শন রাখতে চান না বিমল। পরবর্তীতে জিটিএ'র তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মূর্তিটি ভানু ভবন থেকে সরিয়ে নৃপেন্দ্রনারায়ণ বেঙ্গলি হিন্দু হলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও জায়গার অভাবে ভবনের এক পাশে পড়ে ছিল মূর্তিটি।

অনীত জিটিএ'র দায়িত্ব নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এদিন পুজোর সময় সেই কথাই মনে করালেন সংস্থার সদস্য অরুণ সিঞ্জি। বললেন, 'এই মূর্তি নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। আমরা আবার মায়ের মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলাম।' জিটিএর জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা জানিয়েছেন, এখানে রোজ দু'বেলা পুজোপাঠের ব্যবস্থা থাকছে। পর্যটকরাও তাতে অংশ নিতে পারবেন।

আরাধনা।। *মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর পুজো ভানু ভবনে। সোমবার। ছবি : মৃণাল রানা*

### ইতিকথা

- বিমল পাহাড়ে ক্ষমতা দখলের পর সংস্কারের নামে সরানো হয় মূর্তিটি
- মঞ্চের পেছনে কিছুদিন রেখে নৃপেন্দ্রনারায়ণ বেঙ্গলি হিন্দু হলে পাঠানো হয়
- সেখানেও জায়গার অভাবে ভবনের একপাশে পড়েছিল কালীর মূর্তি
- জিটিএ'র দায়িত্ব নিয়ে ভানু ভবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি অনীতের
- সোমবার প্রতিষ্ঠার পর হয় পুজোপাঠ

## হাসপাতালে নিরাপত্তা দাবি চিকিৎসকদের

**ইসলামপুর, ২৮ অক্টোবর :** ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সহ গ্রামীণ সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সোমবার ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুর শাখার তরফে মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হল। পাশাপাশি শনিবার চিকিৎসকদের জল্লাদ আখ্যা দেওয়া ইসলামপুর শহর তৃণমূল সভাপতির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্মারকলিপি জমা দিতে আসা চিকিৎসকরা।

আইএমএ ইসলামপুর শাখার তরফে ডাঃ পার্থপ্রতিম ভদ্র বলেন, 'আরজি কর সহ ইসলামপুর মহকুমার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা সহ নানা বিষয়ে মহকুমা শাসকের কাছে এদিন স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। এইসব দাবি নিয়ে আমরা পুলিশ সুপারের কাছেও যাব।'

এদিন মোট ১৪ দফা দাবিতে মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। দাবিগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি

### ইসলামপুর

দাবিতে আরজি কর কাণ্ডে দ্রুত বিচার এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়া, অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে দুর্নীতি, হুমকি ও অপরাধচক্রের বিরুদ্ধে তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে। বাকি সমস্ত দাবি ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিষয়ে জানানো হয়েছে।

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সহ গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য পুলিশ আউটপোস্টের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি এইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ সিসিটিভি এবং আলোর ব্যবস্থা এবং নার্সিং হস্টেলে ২৪ ঘণ্টা প্রহরীর ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি হাসপাতালগুলিতে প্যানিক অ্যালার্মের ব্যবস্থা চালু করার দাবি জানানো হয়েছে। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল সহ সমস্ত হাসপাতাল চত্বরে থাকা বেআইনি নির্মাণ, দখল, দালালচক্রের দৌরাত্ম্য ও হাসপাতাল চত্বরে নেশার আসর বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।

## চোলাই নষ্ট মহিলাদের

**ফাঁসিদেওয়া, ২৮ অক্টোবর :** অভিযোগ, বারবার পুলিশকে জানানোর পরও চোলাইয়ের কারবারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়নি। এবার স্থানীয় মহিলারা ভাঙচুর চালালেন ঠেকে। সোমবার রাতে কান্তিভিটায় চোলাইয়ের ঠেকে হানা দেন তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন এলাকার তরুণরাও। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তাঁদের কীর্তিকলাপ দেখল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

দীর্ঘদিনের অভিযোগ, গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে চোলাই মদ তৈরির পর বিক্রি করা হচ্ছে। এতে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল বলে দাবি গ্রামবাসীর। এদিন তাঁরা মজুত রাখা চোলাই নষ্ট করে দেন।

ওই দলে ছিলেন প্রমীলা রায় মণ্ডল, হিরোলা রায়, দ্রৌপদী রায়, শেফালি রায়, কবিতা সিংহ সহ ৬০ জনের বেশি স্থানীয় মহিলা। তাঁদের সকলের দাবি, এই কারবারের জন্য বাড়িতে বাড়িতে অশান্তি লেগে থাকত। নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন বধূরা। সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে কারবার বন্ধ হওয়া দরকার ছিল।

*শ্রমিকদের সমর্থনে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক। সোমবার।*

## ক্ষুব্ধ লংভিউয়ের শ্রমিকরা

# বকেয়া চেয়ে অনশনের হুঁশিয়ারি

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** পিএফ, গ্র্যাচুইটি, মজুরি, বোনাস মিলিয়ে শ্রমিকদের বকেয়া ১৬ কোটি টাকারও বেশি। পাওনা আদায়ে দীপাবলির পর আমরণ অনশনে বসার হুঁশিয়ারি দিলেন বন্ধ লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকরা।

বাগান বন্ধ থাকায় শ্রমিকদের দুর্দশার শেষ নেই। এদিকে, ১৬ শতাংশ বোনাসের দাবিতে গত ৮ অক্টোবর থেকে লাগাতার রিলে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকরা। এমন পরিস্থিতিতে তাঁদের পাশে দাড়িয়েছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক মঞ্চ ও সৃজন।

সোমবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন মঞ্চের সদস্য এবং শ্রমিকরা। পাশাপাশি বকেয়া মিটিয়ে দ্রুত বাগান খোলার দাবি জানানো হয়। যদিও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা শ্রমিকদের সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর কথায়, 'দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা মেটানো হবে। শিলিগুড়িতে গিয়ে শ্রমিকরা কী বার্তা দিতে চাইলেন, তা মাথায় ঢুকল না। বাগানের সমস্যা মিটে যাক সেটাই আমরা চাই।'

রাজ্যের তালিকায় যে সকল রুগ্ন বাগান রয়েছে তার মধ্যে একটি লংভিউ। বাগানটিতে ৩৫০ শ্রমিক রয়েছেন। রাজ্য সরকার ১৬ শতাংশ বোনাসের অ্যাডভাইজারি জারি করলেও লংভিউয়ের শ্রমিকরা ১০ শতাংশ বোনাস পান, যা নিয়ে শুরু হয় আন্দোলন। এমন পরিস্থিতিতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে মালিকপক্ষের কাছে শ্রমিকরা সমস্ত বকেয়া মেটানোর দাবি জানালে কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যায়। নাগরিক মঞ্চ ও সৃজনের তরফে অভিজিৎ মজুমদার বলছেন, 'চুক্তির কোনওটাই মালিকপক্ষ মানেননি। টাকা আনতে যাওয়ার নাম করে মালিকপক্ষ বাগান বন্ধ করেছে। শ্রমিকদের বোনাস তাঁদের কাছে অনেক বড় পাওয়া। কিন্তু সেই ১৬ শতাংশ বোনাসও দেওয়া হল না।'

গত ১৭ অগাস্ট শ্রমিকরা ম্যানেজারের কাছে বকেয়া চাইতে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। বর্তমানে শুধুমাত্র শ্রমিকদের পিএফ বাবদ ১৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন শ্রমিকরা দাবি আদায়ে লড়াই চালাচ্ছেন।

ইউনিয়নের তরফে শমীক চক্রবর্তীর অভিযোগ, '২০১৩ সাল থেকে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা কেটে নিয়েও তা জমা করেননি, গ্র্যাচুইটি দেননি। অবসরের বয়স পেরিয়ে গেলেও কর্তৃপক্ষ পিএফ-গ্র্যাচুইটি দেবে না বলে অনেককে কাজ করিয়ে চলেছে। বাগানের ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকলেও পাতা বাইরে চলে যাচ্ছে।'

উৎসবের মরশুমে কাজ হারিয়ে দিশেহারা বাগানের শ্রমিকরা। গীতা দেবী রাওয়ের কথায়, 'এখনও পর্যন্ত মাত্র ১০ শতাংশ পুজোর বোনাস পেয়েছি। বাকি ৬ শতাংশ দেওয়ার কথা থাকলেও মালিকপক্ষ দেয়নি। দাবি পূরণ না হলে দীপাবলির পর আমরা আমরণ অনশনে বসব।'

বিনিতা রাই, রশ্মি তামাংরা জানিয়েছেন, বাগানটি পরিচর্যার অভাবে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। সেখানে এখন সাপের আস্তানা। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাগানে কাজ করতে হয়েছে। বাগান না খুললে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

### চা বাগানে জট

- ১৬ শতাংশ বোনাসের দাবিতে ৮ অক্টোবর থেকে রিলে অনশন চলছে
- এখনও পর্যন্ত মাত্র ১০ শতাংশ পুজোর বোনাস
- ৬ শতাংশ মেটানোর দাবি
- পরিচর্যার অভাবে বাগান জঙ্গলে পরিণত, পোকামাকড়ের আস্তানা
- দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর আশ্বাস জিটিএ কর্তার

> চুক্তির কোনওটাই মালিকপক্ষ মানেননি। টাকা আনতে যাওয়ার নাম করে মালিকপক্ষ বাগান বন্ধ করেছে। শ্রমিকদের বোনাস তাঁদের কাছে বড় পাওয়া। কিন্তু সেই ১৬ শতাংশ বোনাসও দেওয়া হল না।
>
> **-অভিজিৎ মজুমদার,** *নাগরিক মঞ্চ ও সৃজনের তরফে*

## প্যানেল অমান্যে শোকজের ইঙ্গিত পাপিয়ার

**ফাঁসিদেওয়া, ২৮ অক্টোবর :** বিধাননগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দলের ঘোষণা করা প্যানেল না মেনে যাঁরা লড়েছেন, তাঁদের শোকজ করা হবে। সোমবার বিধাননগরে দলের বিজয়া সম্মিলনিতে এসে এমনই ইঙ্গিত দিলেন দলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ।

চলতি মাসের ২২ তারিখ সমিতির নির্বাচন হয়। সেজন্য স্থানীয় নেতা কাজল ঘোষের নেতৃত্বে একটি প্যানেল ঘোষণা করে তৃণমূল। সেই প্যানেলের বিপক্ষে দলেরই কয়েকজন লড়াই করেছিলেন। নির্বাচনে কাজল ঘোষের সমর্থনে থাকা প্যানেলের ৮ জন জয়ী হন। কাজলের বিপক্ষে জয়ী হন ১ জন। মঙ্গলবার দুপুরে বিধাননগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের বোর্ড গঠন হতে চলেছে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়ার বক্তব্য, 'গণতান্ত্রিক দেশে যে কেউ নির্বাচনে

### বিধাননগর

লড়তেই পারেন। তবে, যাঁরা তৃণমূলে থেকে দলের সিদ্ধান্তকে মান্যতা না দিয়ে নিজেদের মতো করে নির্বাচনে লড়লেন, তাঁদের শোকজ করলে তাঁরা জবাব দিতে বাধ্য থাকবেন। এরপর দল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।'

এ প্রসঙ্গে ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাজল ঘোষ বলেন, 'যাঁরা নির্বাচনে লড়েছেন তাঁরা বাইরে থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গী হলেও, ভিতরে বিজেপিকে সমর্থন করেন। তবে, তাতে লাভ কিছু হয়নি, আমরাই নির্বাচনে জয়লাভ করেছি।'

তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রণবেশ মণ্ডল সহ অনেকেই প্যানেলের বিপক্ষে লড়াই করেছিলেন। এদিন বিধাননগরে আয়োজিত দলের বিজয়া সম্মিলনিতে তাঁকেও দেখা যায়নি। ফোনে প্রণবেশ বললেন, 'দলের তরফে ডাকা হয়নি। তাই আমি ওই অনুষ্ঠানে যাইনি।'

## শিলান্যাস

**খড়িবাড়ি, ২৮ অক্টোবর :** খড়িবাড়ি বুন শ্মশানঘাটের রাস্তা তৈরিতে উদ্যোগী হল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। সোমবার মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে বুন নদীর সেতু থেকে কেশরডোবা শ্মশানঘাট পর্যন্ত পাকা রাস্তার শিলান্যাস করলেন মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আনটায়েড ফান্ডে রাস্তাটি তৈরিতে ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৬৪ টাকা ব্যয় করা হবে। কিশোরীমোহন ছাড়াও এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহেশচন্দ্র সিংহ সহ অনেকে।

## গ্রেপ্তার চোর

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** একটি চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধারের পাশাপাশি চুরির পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রবিবার গভীর রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানা সংলগ্ন মোড় বাজার এলাকা থেকে বাইক সহ মহম্মদ হাসিরুল নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

## পাচারের আগে উদ্ধার পায়রা

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** পাচার হওয়ার আগে ৬টি বস্তায় বিপুল পরিমাণ পায়রা উদ্ধার করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। একটি চাল বোঝাই লরি রায়গঞ্জ থেকে অরুণাচল প্রদেশের দিকে যাচ্ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। লরিটি এবং তার চালক সহ দুজনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতদের নাম ফিরদৌস আলম ও মহম্মদ আখতার হোসেন। দুজনেই উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা।

পায়রাগুলি উদ্ধার করার পর বন দপ্তরের ডাবগ্রাম রেঞ্জ অফিসে খবর দেওয়া হলে সোমবার সকালে থানায় এসে পৌঁছান বনকর্মীরা। পুলিশের তরফে আটক দুই ব্যক্তি সহ পায়রাগুলিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বন দপ্তরের তরফে আটক দুই ব্যক্তিকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যদিও বিকেলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

এপ্রসঙ্গে ডাবগ্রাম রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার স্বপনকুমার রাউত বলেন, 'আমরা জানার চেষ্টা করছিলাম এই ঘটনায় পাখি পাচার চক্রের কোনও যোগ রয়েছে কিনা। কিন্তু সেরকম কোনও বিষয় ছিল না। বিকেলে কয়েকটি পায়রাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি কয়েকটি অসুস্থ পায়রার চিকিৎসা চলছে। সেগুলিকে মঙ্গলবার ছেড়ে দেওয়া হবে।' বন্যপ্রাণ আইনে পায়রা নিয়ে যাওয়ায় বিধিনিষেধ না থাকায় এই ঘটনায় কোনও মামলা রুজু করা যায়নি বলে পুলিশ ও বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

## চাষিদের প্রশিক্ষণ

**ইসলামপুর, ২৮ অক্টোবর :** ইসলামপুর মহকুমা উদ্যানপালন দপ্তরের উদ্যোগে সোমবার ইসলামপুর বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলে রবি মরশুমের বিভিন্ন সবজি চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল কৃষকদের। দপ্তরের আধিকারিক অনীক মজুমদার জানান, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার আওতায় আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ব্লকের মোট ৫০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপস্থিত সকল কৃষককে রবি মরশুমের বীজ সহ জৈব সারও বিতরণ করা হয়।

## দুর্ঘটনায় আহত বাইকচালক

**খড়িবাড়ি, ২৮ অক্টোবর :** বাইক ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন বাইকচালক। আহতের নাম রাহুল ওরাওঁ। তিনি বড় লোহাসিংজোত এলাকার বাসিন্দা। সোমবার সন্ধ্যায় বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর সড়কে ডুমুরিয়া সেতু সংলগ্ন এলাকায় টোটোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তাঁর। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে টোটোচালক পালিয়ে যায়। তারপর স্থানীয়রা এসে আহতকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

## তোমাকে সাজাব যতনে...

*শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে কালী প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা। সোমবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য*

## আঙুলের ছাপে প্রবেশের অনুমতি

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** চিকিৎসকদের হাসপাতালের বিশ্রামকক্ষ বা রেস্টরুমে প্রবেশ করার জন্য এবার থেকে বায়োমেট্রিক ছাপ দিতে হবে। আধার বেসড বায়োমেট্রিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কয়েকজন চিকিৎসকের আঙুলের ছাপ দেওয়ার পরেই বিশ্রামকক্ষের দরজা খুলবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এমনই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে।

হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক জানিয়েছেন, এখানে চিকিৎসকদের জন্য ৪৪টি বিশ্রামকক্ষ ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে ২৮টিতে প্রথম পর্যায়ে বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। বাকিগুলি পরবর্তী ধাপে কাজ হবে। রাজ্য সরকারের তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেল এই কাজ করছে বলে সুপার জানিয়েছেন।

আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেলে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মেডিকেলগুলিতে চিকিৎসকদের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামকক্ষ না থাকায় অনেক সময় ওয়ার্ডে বা অন্য কোথাও শুয়ে-বসে থাকতে হয়। আরজি করের তরুণী চিকিৎসক সেমিনার

### মেডিকেলের বিশ্রামকক্ষ

রুমে বিশ্রামের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার পরেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চিকিৎসকদের বিশ্রামকক্ষ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিটি কক্ষের সংস্কারের পাশাপাশি আলো, পাখা, শয্যা লাগানো হয়েছে। এবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে বায়োমেট্রিক লক-আনলক ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। এর ফলে যে কেউ চাইলেই চিকিৎসকদের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না।

## গাছ কাটা শুরু

**বাগডোগরা, ২৮ অক্টোবর :** বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রসারণের জন্য ১০৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ওই জমিতে বিভিন্ন ধরনের গাছ রয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের তরফে সেই গাছ কাটা হচ্ছে। কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'বিমানবন্দরের জমিতে ছোট, মাঝারি, বড় মিলিয়ে প্রায় ১,৩০০ গাছ রয়েছে। সেই সমস্ত গাছ কাটা শুরু হয়েছে। গাছগুলি কাটার পর তা টেন্ডার ডেকে বিক্রি করবে ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন।'

বিমানবন্দরের জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার ভূদেব সরকারের বক্তব্য, '২০ অক্টোবর কাজের শিলান্যাস হয়েছে। তার পরদিন থেকে গাছ কাটা সহ অন্যান্য কাজ চলছে।' প্রসঙ্গত, ২০ অক্টোবর বেনারস থেকে ভার্চুয়ালি বিমানবন্দরের কাজের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এজন্য শিলিগুড়ি সংলগ্ন কাওয়াখালির মাঠে একটি অনুষ্ঠান হয়। আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তোলা হচ্ছে এই বিমানবন্দর।

## চটহাটে পানীয় জলের কষ্ট

**ফাঁসিদেওয়া, ২৮ অক্টোবর :** পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ হাজারের বেশি বাসিন্দা। এলাকায় জলের প্রকল্প রয়েছে ঠিকই, তবুও সমস্যা মিটছে না বলে অভিযোগ। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পেটকি, মুড়িখাওয়া, বান্দরজুলি, নিতবাজার, হাগরাগছ গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। ওই সমস্ত এলাকায় চাষের জন্য সাবমার্সিবল পাম্প দিয়ে জল তোলা হয়। এর জেরে জলের স্তর নেমে যায় বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

প্রধান রাজেশ মণ্ডলের বক্তব্য, 'একাধিক গ্রামে পানীয় জলের প্রকল্প রয়েছে। তবে এত মানুষের জন্য তা পর্যাপ্ত নয়। কিছু জায়গায় নতুন জলপ্রকল্পের বোরিং এবং ছাদের কাজ হয়ে গিয়েছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে প্রকল্প চালু হয়ে যাবে।'

হাগরাগছ এবং নিতবাজার এলাকার অনেকেই পানীয় জল কিনে পান করছেন। অপরিস্রুত জল খেয়ে অনেকে আবার পেটের রোগে ভুগছেন বলে দাবি জাকির হোসেন, মহম্মদ আলমদের।

চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, জলের সমস্যা মেটাতে ৬টি সোলার ওয়াটার প্রোজেক্ট রয়েছে। যদিও এরপরও সমস্যা মেটানো যায়নি। তাই সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)।

পিএইচই সূত্রে খবর, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আরও ২টি রিজার্ভার ও আরও ৫টি পাম্পহাউস নির্মাণ চলছে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাইপও বসানো হচ্ছে।

পিএইচই সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাসের মধ্যে এই পাম্পগুলি চালু করা হবে। পাশাপাশি জলও সরবরাহ শুরু হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের আশা, এতে পানীয় জলের সমস্যা অনেকটাই মিটবে।

## পছন্দের লোককে পদে বসাতে নেত্রীর কাছে তদ্বির

# প্রধানশূন্য লোয়ার বাগডোগরা

মহম্মদ হাসিম

**বাগডোগরা, ২৮ অক্টোবর :** এক বছর ধরে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদ ফাঁকা পড়ে আছে। পদটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষকে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারপর এক বছর হতে চললেও নতুন মহিলা প্রধানের নাম এখনও ঘোষণা করেনি তৃণমূল কংগ্রেস। কে হবেন পরবর্তী প্রধান, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতেই বাড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের। খোদ জেলা সভানেত্রীর এলাকায় প্রধান পদ কেন এক বছরের বেশি সময় ধরে ফাঁকা, সংরক্ষিত ওই পদে কেন কোনও মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যকে বসানো হয়নি, এই প্রশ্ন উঠছে। এনিয়ে ক্ষোভ জমছে দলের অন্দরে। যদিও জেলা প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না।

২০২২ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে লোয়ার বাগডোগরার ২১টি আসনের মধ্যে ১৭টি আসনে জয়লাভ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। এই ১৭ জনের মধ্যে মহিলা ছিলেন ১০ জন। সেই সময় বীথি দাস তালুকদারকে প্রধান পদে বসিয়ে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। ঠিক এক বছরের মাথায় তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। তারপর থেকে লোয়ার বাগডোগরার ভারপ্রাপ্ত প্রধানের পদে রয়েছেন বিশ্বজিৎ ঘোষ।

*লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়।*

> যাঁকে প্রধান পদে বসানো হয়েছিল, তিনি ছুটিতে রয়েছেন। ছুটির মেয়াদ এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তারপরই আমরা নতুন প্রধান ঠিক করব।
>
> **-পাপিয়া ঘোষ,** *জেলা সভানেত্রী তৃণমূল কংগ্রেস, দার্জিলিং(সমতল)*

প্রধান পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হলেও কোনও মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যকে ওই পদে বসানো হয়নি। মহিলা জনপ্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে শুরু করেছেন। যদিও নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলেন, 'লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে উপপ্রধানকেই ভারপ্রাপ্ত প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যার মেয়াদ প্রায় শেষ হতে চলেছে। পরবর্তী প্রধান পদে কে বসবেন তা পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে।' ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের বক্তব্য, 'ছটপুজোর পরেই পরবর্তী প্রধানের নাম ঘোষণা হবে।' লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা বিজেপির বিক্রম সিংহ কটাক্ষের সুরে বলছেন, 'পরবর্তী মহিলা প্রধান কে হবেন তা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এখনও সিদ্ধান্তই নিতে পারেনি।'

তবে গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রের খবর, লোয়ার বাগডোগরার পরবর্তী প্রধান পদে তিনজন পঞ্চায়েত সদস্যর নাম প্রাথমিকভাবে উঠে এসেছে। তাঁদের একজন হলেন লোয়ার বাগডোগরার ক্ষুদিরামপল্লির পঞ্চায়েত সদস্য বনানী দাস। সম্প্রতি সিপিএম থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তিনি। তবে প্রধান পদে তাঁকে দেখতে চাইছেন না তৃণমূলের অন্য পঞ্চায়েত সদস্যরা। যদিও এবিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইছেন না কেউই। এছাড়া মমতা বর্মন দাস ও সোনা ঘোষের নামও রয়েছে চর্চায়। এঁদের মধ্যে থেকে কাউকে লোয়ার বাগডোগরার প্রধান পদে বসানো হতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা সভানেত্রীর কাছে তদ্বিরও শুরু হয়েছে। অন্য পঞ্চায়েত সদস্যদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টাও চলছে তলে তলে। অন্যদিকে ঘাসফুল শিবির সূত্রের খবর, কাকে প্রধান পদে বসানো হবে, তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির এক সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে।

জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলছেন, 'যাঁকে প্রধান পদে বসানো হয়েছিল, তিনি ছুটিতে রয়েছেন। ছুটির মেয়াদ এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তারপরই আমরা নতুন প্রধান ঠিক করব।' এনিয়ে দলে কোনও বিতর্ক নেই বলে জানিয়েছেন তিনি।

## শুনানির সময় অশ্লীল ভিডিও

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** কলকাতা হাইকোর্টের পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চে আদালতের কাজকর্ম চলার সময়েই ইউটিউব লাইভ হ্যাক হয়ে যায়। সোমবার বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তর ৭ নম্বর এজলাসে মামলা মেনশন করার সময় এই ঘটনা ঘটে। হঠাৎ করেই চলতে থাকে অশালীন পর্নোগ্রাফি ভিডিও। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় আদালতের লাইভ স্ট্রিমিং। পরবর্তীকালে আদালতের কার্যবিবরণী থেকে ওই অংশটি বাদ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রযুক্তি বিভাগ।

হঠাৎ করে ওই অশালীন ভিডিও শুরু হওয়ায় যান্ত্রিক কারণে খুব তড়িঘড়ি করে কিছু করা যাচ্ছিল না। শুধু 'মোড অফ অপারেশন'টা দ্রুত প্রাইভেট করে দেওয়া হয়। এখন হাইকোর্টে পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চে শুনানি চলছে। ফলে আদালতের তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদেরও এই বিষয়ে কোনও গাফিলতি রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের তরফে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে হাইকোর্টের ইউটিউব চ্যানেল হ্যাকের ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেলও হ্যাক হয়ে যায়। লাইভ স্ট্রিমিং চলাকালীন ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রচার শুরু হয়।

### মুখ্যসচিবকে পালটা মেল নয়া সংগঠনের

# অভয়া তহবিলে প্রশ্ন

**নির্মল ঘোষ**

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** এবার আট দফা দাবি নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ই-মেল করল সদ্য গঠিত জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন'। এতদিন ১০ দফা দাবি নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে একা দাপিয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'। নতুন সংগঠন হওয়ার পরেই পুরোনো সংগঠন (ফ্রন্ট)-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ওই ই-মেল করলেন জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। তাঁদের দাবির প্রথমটিই ৮ অগাস্ট রাতে আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর তদন্ত ও অপরাধীর ফাঁসি। একইসঙ্গে 'অভয়া'-র নামে যে তহবিল গঠন হয়েছে, তাকে বেআইনি বলে অভিযোগ জানিয়ে তহবিল অডিটের দাবিও জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন।

ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর পরই জুনিয়ার ডাক্তাররা বিচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। তখনই জন্ম নেয় জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'। 'অভয়া'-র মৃত্যুর বিচারের দাবির পাশাপাশি মোট ১০ দফা দাবি নিয়ে শুরু হয় আন্দোলন। পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ওই দশ দফা দাবি নিয়ে বৈঠক করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। মুখ্যমন্ত্রী জুনিয়ার ডাক্তারদের অধিকাংশ দাবিই মেনে নেন। কিন্তু স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের অপসারণ সহ কয়েকটি দাবিতে অনড় থাকেন জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। এরই মধ্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগ ওঠে জুনিয়ার ডাক্তারদেরই একাংশের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন হাসপাতালের বেশ কিছু জুনিয়ার ডাক্তারের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়। তাঁদের হাসপাতালে ও হস্টেলে ঢুকতে নিষেধ করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে হাইকোর্ট এই নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দেয়। অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শ্রীশ চক্রবর্তী বলেন, 'যারা থ্রেট কালচারের কথা বলছে, তাদের বিরুদ্ধেই দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। ফ্রন্টের হয়ে কথা বলায় তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে।'

যে ১০ দফা দাবি নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের নতুন সংগঠন মুখ্যসচিবকে ই-মেল করেছে, তার অন্যতম 'অভয়া'র মৃত্যুর পর বিচারের দাবিতে যে তহবিল গঠন হয়েছে তার অডিট। অ্যাসোসিয়েশন এরই মধ্যে অভিযোগ করেছে, ওই তহবিলে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। ফ্রন্ট অবশ্য আগেই জানিয়েছে, সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় এই টাকা দিয়েছেন।

অ্যাসোসিয়েশনের অপর দাবি, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে 'থ্রেট কালচার'-এর যে অভিযোগ উঠে এসেছে, সেই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা। আবার কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে একপক্ষের বক্তব্য শুনে যেন শাস্তি না দেওয়া হয়, সেই আর্জিও জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। উল্লেখ্য, বিভিন্ন হাসপাতালে 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগে বহু জুনিয়ার ডাক্তারকে হাসপাতালে ঢুকতে বারণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে আরজি করের ৫১ জন জুনিয়ার ডাক্তার ছিলেন। যদিও হাইকোর্টের নির্দেশে তাতে স্থগিতাদেশ মিলেছে। ফ্রন্ট-এর দাবিমতো টাস্ক ফোর্স, রোগী কল্যাণ সমিতি সহ সমস্ত কমিটিতে নিজেদের প্রতিনিধিও চেয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। ফ্রন্টের সমান সমান প্রতিনিধিত্ব তারা দাবি করেছে।

## মরচে ধরা কাঁচি

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** রোগীর অপারেশন করার সময় ভেঙে গেল মরচে ধরা কাঁচি। এসএসকেএম হাসপাতালের এই ঘটনা নিয়ে সরব হলেন জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। ভেঙে যাওয়া কাঁচির ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করে তারা। বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। অভিযোগ, অপারেশনের সময় হঠাৎই ভেঙে যায় ওই কাঁচিটি। তখনই দেখা যায়, সেটিতে মরচে পড়ে আছে। সেই মরচের ওপরেই রঙের প্রলেপ থাকায় তা ধরা যায়নি। কিছুদিন আগে আরজি করে ট্রমা কেয়ারে রক্তমাখা গ্লাভস নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। এবার অভিযোগ উঠল এসএসকেএমে।

## সময়সূচি বদল

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** একাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-২ পরীক্ষার সময়সূচিতে বদল আনল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২৩ মার্চ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। একই সঙ্গে সিমেস্টার-২ পরীক্ষাও চলবে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে সোমবার জানানো হয়েছে, সিমেস্টার-২ পরীক্ষা দুপুর ৩টের পরিবর্তে বেলা ২টো থেকে ৪টে অবধি হবে। তবে ভিজুয়াল আর্ট, মিউজিক ও ভোকেশনাল সাবজেক্টের পরীক্ষা হবে দুপুর ২টো থেকে ৩.১৫ মিনিট পর্যন্ত। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষাও সেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

## ডাক্তারদের পাশে আর নয় : শুভেন্দু

**রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়**

**দুর্গাপুর, ২৮ অক্টোবর :** জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনে বিজেপির একেবারে ইউ-টার্ন। এই আন্দোলনের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না বিজেপি। স্পষ্ট করে সেকথা জানিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জুনিয়ার ডাক্তাররা অবশ্য কখনোই বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে রাজি ছিলেন না। বরং ওই আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলকে গো ব্যাক স্লোগান শুনে ফিরতে হয়েছিল।

তবুও জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে তাঁরা আছেন বলে এতদিন মন্তব্য করতেন বিজেপি নেতারা। সোমবার পুরো উলটো কথা শোনা গেল শুভেন্দুর মুখে। তিনি বলেন, 'প্রথম দিন থেকে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু যেদিন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করেছেন, সেদিন থেকে আমরা জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে নেই। নো কম্প্রোমাইজ উইথ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য রবিবার জুনিয়ার ডাক্তারদের সমালোচনা করেছিলেন শুভেন্দু ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সোমবার আরও এক ধাপ এগিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতি নৈতিক সমর্থন দূরের কথা, সহানুভূতিও বিজেপির থাকবে না বলে স্পষ্ট করে দিলেন বিরোধী দলনেতা। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার করতে তিনি সোমবার ঝাড়খণ্ড পৌঁছেছেন। যদিও যাওয়ার পথে অন্ডাল বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তিনি বাংলার ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

শুভেন্দু শুধু বলেন, 'বাংলায় হিন্দুরা ভোট দিতে পারেন না। এর আগে চারটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শুধু বিজেপির নয়, সিপিএম, তৃণমূলের হিন্দু ভোটাররাও ভোট দিতে পারেননি। দিতে পারলে মমতার সরকার পড়ে যাবে। কোনও সনাতনী, হিন্দু ও জনজাতি ভোটার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবেন না।'

## প্রাক্তন মন্ত্রী সাইরানি প্রয়াত

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** মারা গেলেন বাম জমানার প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানি। সোমবার দুপুরে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তিনি মারা যান। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। সম্প্রতি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৪ সালে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর বিধানসভা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হিসাবে প্রথমবার নির্বাচিত হন তিনি। তবে সাইরানির জন্ম রাজনৈতিক পরিবারে। দাদা রমজান আলি ছিলেন জেলায় ফরওয়ার্ড ব্লকের দাপুটে নেতা ও বিধায়ক। সেই রমজান আলির মৃত্যুর সূত্রেই শিক্ষকতা ছেড়ে পরিষদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ হাফিজের। এরপর ১৯৯৬ ও ২০০১ দুইবারই ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন তিনি। বিধায়ক হওয়ার পর, বামফ্রন্টের শরিক হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসাবে জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী হন। পরে সমবায় দপ্তরের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি।

রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা ও সংগঠনে গ্রহণযোগ্যতার সুবাদে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও রাজ্য বামফ্রন্টের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন হাফিজ। জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দুই মুখ্যমন্ত্রীর অধীনেই কাজ করেছেন। অশোক ঘোষের মৃত্যুর পর দলের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বিবাদের জেরেই ২০২২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়েন তিনি। এরপর ৩ নভেম্বর তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দেন। সাইরানির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, সংসদীয় রাজনীতির আঙিনায় এবং প্রগতিশীল রাজনীতির ক্ষেত্রে সাইরানির অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন ছত্তিশগড়-এর এক বাসিন্দা

ছত্তিশগড়, করবা - এর একজন বাসিন্দা রেনু দেবী আগারওয়াল - কে

12.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90H 88125 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ আমাদের জীবনধারাকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করবে এবং জীবনযাত্রার মাণকে উন্নত করতে সাহায্য করবে। আমি ছাড়াও, আমার পুরো পরিবার ডিয়ার লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

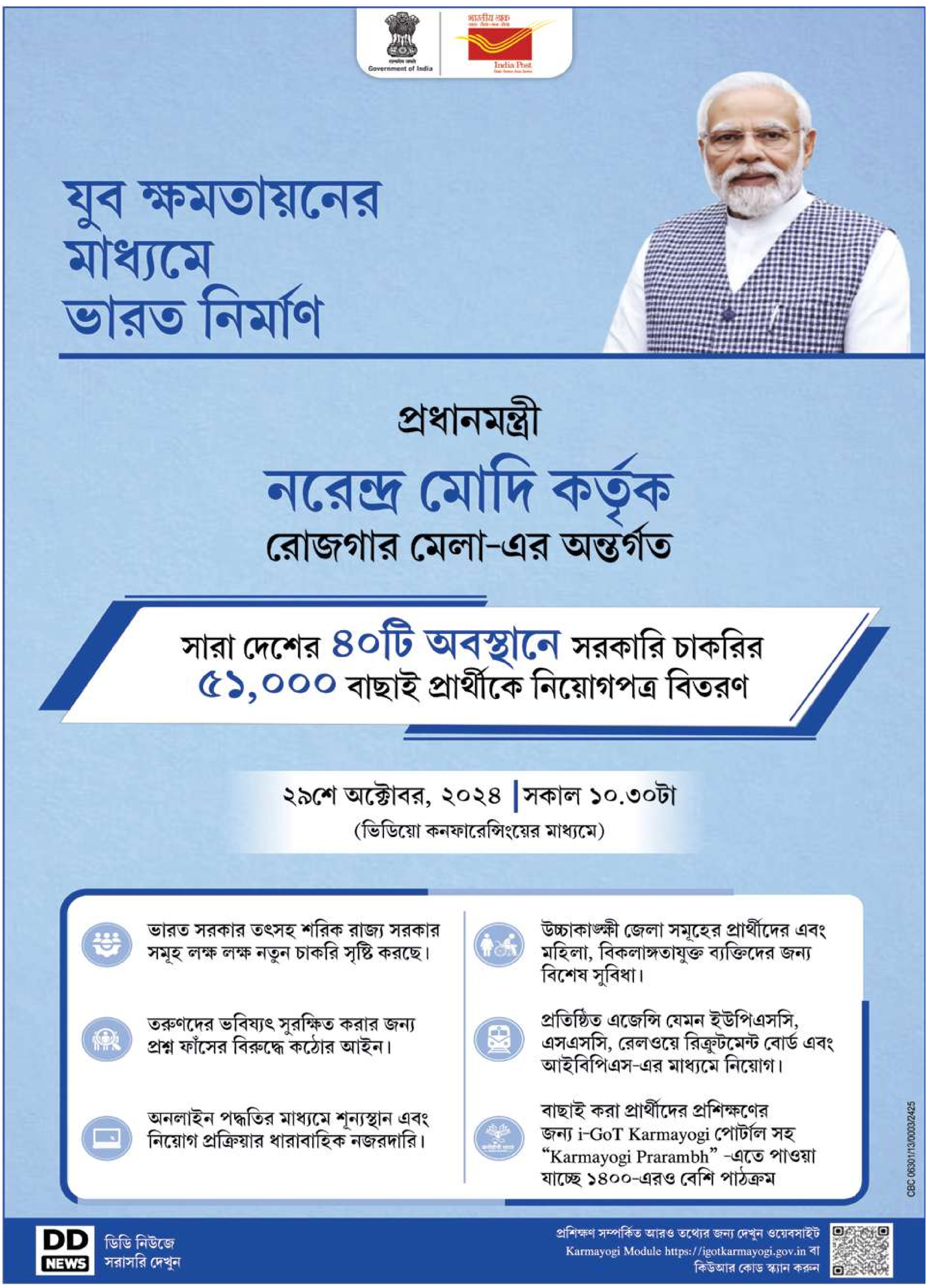

মঙ্গলবার, ১২ কার্তিক ১৪৩১, ২৯ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫৯ সংখ্যা

## আত্মতুষ্টির বিপদ

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে সাম্প্রতিক হার ফের কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল, দুর্বল স্ট্র্যাটেজি ও আত্মতুষ্টিকে প্রকাশ্যে এনেছে। যদিও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফল কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু হরিয়ানায় সেই সাফল্য তুলে ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে দলটি। লোকসভা ভোটে বিজেপির 'অবকি বার চারশো পার'-এর রথ রুখে দিতে অবশ্য কংগ্রেস সহ প্রায় সব বিরোধী দলের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ওই ভোটের শিক্ষা হরিয়ানায় বাস্তবায়িত হয়নি।

শতাব্দীপ্রাচীন দলটির হারের প্রাথমিক কারণগুলির অন্যতম অনৈক্য। আরও স্পষ্ট করে বললে উপদলীয় কোন্দল। নেতৃত্ব নিয়ে দলের দুই প্রবীণ নেতা ভূপিন্দর সিং হুডা ও কুমারী শৈলজার দ্বন্দ্ব ভোটারদের মধ্যে ভুল বার্তা ছড়িয়েছে। এর জেরে কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ভোটে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই মতবিরোধ দলের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিজেদের সমন্বিত শক্তি হিসাবে তুলে ধরতে প্রধান বাধা হয়ে উঠেছিল। ভোটারদের মধ্যে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

আম আদমি পার্টির (আপ) মতো বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের জোট তৈরির ব্যর্থতা ছিল আরেকটি মস্ত ভুল। এই ভুলটি বিজেপির কাজ সহজ করে দিয়েছিল। অন্য রাজ্যগুলির মতো হরিয়ানার নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল (আইএনএলডি) এবং জননায়ক জনতা পার্টির (জেজেপি) এখনও কিছু কিছু জায়গায়, বিশেষত গ্রামীণ ও বর্ণপ্রধান এলাকায় প্রভাব আছে। সেই বিরোধী ভোটের টুকরো টুকরো হয়ে থাকা বিজেপির পায়ের নীচের মাটিকে মজবুত করেছে।

কংগ্রেসের দুর্বলতাকে পুঁজি করে বিজেপি কৌশলগত শক্তি দেখিয়েছে। যার ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনরোষ থাকা সত্ত্বেও হরিয়ানায় তৃতীয়বার সহজেই সরকার গঠন করে ফেলল সর্বভারতীয় শাসকদল। দলটির স্থিতিশীল সরকার ও উন্নয়নকেন্দ্রিক শাসনের প্রতিশ্রুতি ভোটারদের বড় অংশে প্রভাব ফেলেছে। বিপরীতে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প তুলে ধরতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে। তারা স্থানীয় সমস্যা ও আঞ্চলিকতাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু সরকার বিরোধী মনোভাব নিয়েছিল। অন্যদিকে, বিজেপি তৃণমূল স্তরের ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে প্রচারে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা ও আর্থিক সমৃদ্ধি তুলে ধরেছে।

এই কৌশলে কংগ্রেসকে বলে বলে গোল দিয়েছে বিজেপি। সেজন্য এরকম ফলের পিছনে কংগ্রেসের আত্মতুষ্টি অন্যতম কারণ। লোকসভা নির্বাচনের নজরকাড়া সাফল্যে বিরোধীরা বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। এমন বাড়তি আত্মবিশ্বাসকে কংগ্রেস হরিয়ানায় পুঁজি করতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্ভবত দলীয় নেতৃত্ব ভেবেছিল, শুধুমাত্র সরকার বিরোধী ফ্যাক্টরই বিজেপিকে হটাতে যথেষ্ট। ফলে সুসংহত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের শক্তিশালী স্থানীয় নেতৃত্বের বিষয়টি অবহেলিত থেকেছে।

ভবিষ্যতেও এই সাংগঠনিক ত্রুটিগুলি সংশোধন না হলে বিজেপির মোকাবিলা কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন। বিশেষত যেসব রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলি শক্তিশালী, সেখানে সাফল্য পেতে তাদের গুরুত্ব দিতে হবে। কংগ্রেসেও স্বচ্ছতা ও অভ্যন্তরীণ সংহতি তৈরি জরুরি। ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ছাড়া ভোটারদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা অসম্ভব। দলটি জন্মের পর থেকেই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দীর্ণ। হরিয়ানার নির্বাচন সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।

বর্তমানে বিজেপির একাধিপত্য সমালোচনার মুখে। এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সুসংহত জোট তৈরিতে বিরোধীরা এখনও ব্যর্থ। লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের সাফল্যে প্রমাণিত, দেশে এখনও তাদের জনসমর্থন রয়েছে। কৌশলগত দূরদর্শিতা ও সুসংহত ঐক্য ছাড়া সেই সমর্থন ইভিএমে একত্রীকরণ করা অসম্ভব। মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোটে বিজেপির বিদায়ঘণ্টা বাজাতে চাইলে কংগ্রেসকে আঞ্চলিক দলগুলির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।

## অমৃতধারা

ঈশ্বর তোমায় বাণী পাঠান না কারণ তোমার শ্বাসের চেয়েও তিনি বেশি কাছের। তিনি শুধু তোমায় জাগিয়ে তোলেন। তুমি কখনও ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পার না। ঈশ্বরের সমীপ হবার চেষ্টায় আন্তরিক হও, তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করও না। তাঁর শরণে তোমাকে যেতেই হবে- আজ নয়তো আগামীকাল। যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে ভয়ের কোনও স্থান নেই। ঈশ্বরের কাছে শাস্তি পেতে ভয় পেও না। তোমার প্রতি তাঁর ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখ। ঈশ্বর বৈচিত্র্যপ্রেমী। তিনি শতনামে শত আকারে ও বৈচিত্র্যে প্রকাশমান। তাঁর বৈচিত্র্যময়তাকে স্বীকার করে নিতে পারলেই তুমি ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অন্ধবিশ্বাসের আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

# অনেক ভারতীয়র ভোটই পাবেন না কমলা

সাতদিন পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। প্রথমে মনে হচ্ছিল, কমলা হ্যারিস এগিয়ে। এখন লড়াই হাড্ডাহাড্ডি।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের অধিকাংশ মিডিয়াতে আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে আগে থেকে তেমন আলোচনা হয় না। আমরা সেই দেশে থাকার সময় থেকেই দেখে আসছি, নির্বাচনের শেষে ফলাফল প্রকাশিত হলে তার একটা ঘোষণা খবরের কাগজ, টিভি, রেডিওতে প্রচার করা হয় সংক্ষিপ্ত খবর হিসেবে। এর বেশি কিছু নয়।

অথচ, মার্কিন দেশের ভোটের ওপর সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। বিশেষ করে নব্বইয়ের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর একমাত্র সুপারপাওয়ার, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। অর্থনৈতিক সুপার জায়েন্ট হিসেবে এই মুহূর্তে আমেরিকার সমান্তরাল শক্তি আর কেউ নেই। এবং এই মহাদৈত্যের অর্থনীতির আসল চালিকাশক্তি হল যুদ্ধব্যবসা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ থেকে সমরাস্ত্র উৎপাদন এবং সারা বিশ্বে তার বিক্রি ও মুনাফার মাধ্যমেই আমেরিকা তার সম্পদ সুবিপুলভাবে বৃদ্ধি করেছে। সংক্ষিপ্ত হিসেব হল, আজকের রাশিয়া, চিন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি মহাশক্তিধর দেশগুলি সব মিলিয়ে যে পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি করে, কেবলমাত্র মার্কিন দেশই তার চেয়ে অনেক বেশি তা করে থাকে।

বলা হয়, আজ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত থেকে কোনওভাবে তার সমরাস্ত্রের এই ব্যবসা কেড়ে নেওয়া হয়, আমেরিকার অর্থনীতি সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়বে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তাই শুধু আমেরিকার নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনের ফলের ওপর সারা বিশ্বের যুদ্ধ ও শান্তি পরিস্থিতি নির্ভর করে আছে। এবং ঠিক যেমন পটেটো চিপস বা কোক, পেপসি, ম্যাকডোনাল্ড, পিৎজা হাট তাদের বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং ও সহজলভ্যর মাধ্যমে তাদের প্রোডাক্টগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলেছে সারা বিশ্বে, মার্কিনি যুদ্ধবাণিজ্য কর্পোরেশনগুলোও তাদের প্যাকেজিং এমনভাবে করে ফেলেছে যে আমেরিকার মানুষ মনে করছে, আমেরিকার সারা বিশ্বে লাগাতার যুদ্ধ আসলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই। সেই যেমন জর্জ অরওয়েল তাঁর বিখ্যাত ১৯৮৪ গ্রন্থে লিখে গিয়েছিলেন, ওয়ার ইজ পিস। যুদ্ধ আসলে শান্তি।

মগজধোলাই এক আশ্চর্য শৈল্পিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। হীরক রাজা অথবা হাল্লার রাজার কথা মনে পড়ে যায়। 'নিস্তার নাহি কাহারো সটকে।' কোনও না কোনওভাবে আমরা আজকের পৃথিবীর সাধারণ মানুষ আমেরিকার যুদ্ধব্যবসার শিকার। সে আমরা কলকাতায় থাকি, ঢাকায়, অথবা ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু কিংবা আফ্রিকা। গোর ভিডাল বলেছেন, ইজরায়েলের সৃষ্টির পর, সেই ১৯৪৮ সাল থেকে, এমন কোনও বছর যায়নি, যে বছর আমেরিকা পৃথিবীর কোনও না কোনও দেশে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত থাকেনি।

এবং আমেরিকার দুই প্রধান রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দুই-ই এই যুদ্ধব্যবসার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাদের পিছনে ট্রিলিয়ন ডলার কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে প্রধানই হল যুদ্ধবাণিজ্যের ধারক ও বাহক। যুদ্ধের পরেই আসে ড্রাগ (ওষুধ, হাসপাতাল, এবং আবার সেই যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগে এমন সমস্ত ড্রাগ তো আছেই), তার সঙ্গে যোগ করুন গোপন চ্যানেল দিয়ে রপ্তানি ও বিশেষ করে আমদানি করা মাদক, যা আমেরিকার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য। এবং এইসব ভয়ানক মাদকের কারণেই পৃথিবীতে অনেকগুলো যুদ্ধ ঘটে গিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকায়, আফগানিস্তানে, আফ্রিকায় এবং আরও অনেক দেশে আমেরিকার যুদ্ধব্যবসার প্রধান কারণই হল মাদক চালান ও জোগান- এমনই বলা হয়ে থাকে।

তারপর আছে গাড়ির ব্যবসা, তেল, কম্পিউটার, মাইক্রোচিপস, ওই কোক পেপসি ম্যাকডোনাল্ড, পিৎজা হাট, ব্যাংকিং মহাবাণিজ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সেক্স ইন্ডাস্ট্রি।

২

বিগ মিডিয়াতে অবশ্য এসব বিষয়ে নিয়ে কখনও বিশদ আলোচনা আমি শুনিনি। দেশেও নয়, এদেশেও নয়। ১৯৮৫ থেকে আমেরিকায় আছি। প্রথমে বিজ্ঞান এবং তারপর সাংবাদিকতার ছাত্র হওয়ার কল্যাণে মিডিয়াকে বিশেষভাবে ফলো করেছি। এসব অ-জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, সিবিএস, এবিসি, ওয়াশিংটন পোস্ট ইত্যাদি বড় বড় মিডিয়া আউটলেটে দীর্ঘ এবং বিশ্লেষণমূলক কোনও আলোচনা কখনও আমি হতে শুনিনি।

এই আসল খবর বর্জনের মিডিয়া মডেলের নাম আমি দিয়েছি 'জার্নালিজম অফ এক্সক্লুশন।' অর্থাৎ ক্রিকেট, ফুটবল, বেসবল, হলিউড, বলিউড, টলিউড ইত্যাদি নিয়ে হাজার গপ্পো ফাঁদার প্রচুর সময় ও পরিসর মিডিয়ার আছে। কিন্তু মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জলবায়ু, অর্থনীতি, দৈনন্দিন সমস্যা, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় মিডিয়ার নেই।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যে জাতীয় নেটওয়ার্কগুলোতে সম্প্রচারিত ডিবেট হয় দুই পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে, সেখানেও কখনও কেউ প্রশ্ন করে না, কেন আমেরিকার মতো একমাত্র সুপারপাওয়ার দেশেও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কোভিডে মারা যায়, এদেশে প্রতি ছ'জনের মধ্যে একজন কেন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, অথবা সারা পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাতেই কেন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অধিকার মানবিক অধিকাররূপে গণ্য হয় না?

**আজ এদেশের নির্বাচন সিস্টেম এমন করে ফেলা হয়েছে যে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান এই দুই দলের বাইরে যে দলগুলোর অস্তিত্ব আছে- যেমন গ্রিন পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি- তাদের প্রার্থীর চূড়ান্ত ব্যালটে নাম তোলার আশা একেবারেই অসম্ভব।**

কখনও জিজ্ঞেস করা হয় না, কেন আমেরিকায় বন্দুকবাজির বীভৎসতার কারণে যেখানে-সেখানে যখন-তখন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়? কেন আমেরিকার জেলগুলোতে সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক বন্দি আটক থাকে, এবং তাদের শ্রমকে প্রায় বিনামূল্যে কাজে লাগিয়ে নেয় মার্কিন কর্পোরেশনগুলো।

আজ এদেশের নির্বাচন সিস্টেম এমন করে ফেলা হয়েছে যে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান এই দুই দলের বাইরে যে দলগুলোর অস্তিত্ব আছে- যেমন গ্রিন পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি- তাদের প্রার্থীর চূড়ান্ত ব্যালটে নাম তোলার আশা একেবারেই অসম্ভব। তাদের প্রার্থীদের ওই জাতীয় নেটওয়ার্কের ডিবেটে অংশ নেওয়া অসম্ভব, কারণ অন্তত পাঁচ শতাংশ ভোট প্রাথমিক স্তরের নির্বাচনে না পেলে আইন অনুসারে বিতর্কে অংশ তাঁরা নিতে পারবেন না। এমনকি, অতি-জনপ্রিয় ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট রাজনীতিবিদ বার্নি স্যান্ডার্সকেও বিশাল পরিমাণ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং তাদের পেটোয়া মিডিয়া নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, ওয়াশিংটন পোস্ট ইত্যাদি বিগ মিডিয়া সুকৌশলে বাতিল করে দিয়েছিল, যাতে হিলারি ক্লিন্টন চূড়ান্ত প্রার্থী হতে পারেন। এবং তারপর ২০১৬-তে ট্রাম্প নামক খলনায়কের হাতে হিলারির পরাজয়।

এবারের নির্বাচনে আবার ট্রাম্প অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। যেহেতু কমলার বাবা কৃষ্ণাঙ্গ, এবং তিনি নিজেকে কৃষ্ণাঙ্গী বলে পরিচয় দিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, সেই কারণে এমনিতেই বহু প্রবাসী ভারতীয় মার্কিন নাগরিক তাঁকে ভোট দেবেন না, এমনই আমাদের তৃণমূল স্তরের ধারণা। এই ভারতীয়রা মনে করেন, কর্পোরেট আমেরিকার সাফল্যেই তাঁদের অর্থনৈতিক বাড়বাড়ন্ত। সুতরাং, সেই ওয়ান পার্সেন্টের নেতা ট্রাম্পই পারেন তাঁদের সেই বাড়বাড়ন্তকে আরও বাড়িয়ে তুলতে।

দেশের ভেতরে বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ, বন্দুকবাজি, নারী নির্যাতন, একনায়কতন্ত্রের নতুন হিটলার ট্রাম্প, যাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র কলঙ্কিত? যিনি বিশাল বিশাল অর্থনৈতিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত?

অধিকাংশ প্রবাসী ভারতীয় ও বাঙালি এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। ট্রাম্প ফিরে এলে আমেরিকায় গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। ফ্যাসিবাদ শিকড় গেড়ে বসবে। বিজ্ঞানবিদ্বেষী, নারীবিদ্বেষী, ইমিগ্রান্টবিদ্বেষীরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে খোলা অস্ত্র নিয়ে। এবং তার প্রভাবে ভারত, বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বেই স্বৈরাচারী ধর্মান্ধরা উল্লাসে ত্রিশূলনৃত্য করবে।

*(লেখক নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। প্রাবন্ধিক।)*

## আজ

১৯৯৬

অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭১

প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার ম্যাথু হেডেনের জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত

স্পেনে রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনা ম্যাচটা নিয়ে ভারতে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। বার্সেলোনার দুর্দান্ত জয়ও উঠে এসেছে অনেকের আলোচনায়। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, স্পেনের মতো ভারতেও রিয়াল, বার্সেলোনার সমর্থকরা তর্কাতর্কিতে মেতে উঠেছিল।

-নরেন্দ্র মোদি

## ভাইরাল/১

কিং কোবরাকে ধরা তো দূরের কথা, কাছে ঘেঁষার জন্যও সাহস দরকার। এবার সেই কিং কোবরার মাথায় চুম্বনের ভিডিও ভাইরাল। বিশাল কিং কোবরাকে বাগে আনেন এক ব্যক্তি। তারপর সাপের মাথায় চুমু দেন। অবাক নেট দুনিয়া।

## ভাইরাল/২

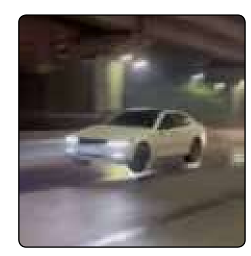

গাড়ির গতিতে রাশ টানে স্পিডব্রেকার। গুরুগ্রামে এহেন এক স্পিডব্রেকার রয়েছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য রাস্তার ধারে নেই কোনও চিহ্ন। গাড়িগুলি দ্রুতগতিতে স্পিডব্রেকারের ওপর দিয়ে যেতে গিয়ে কার্যত লাফালাফি করছে। ভাইরাল সেই ভিডিও।

## জনমন জনমত

### যত্রতত্র কফ-থুতুতে জরিমানা হোক

শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছু রাস্তায় হেঁটে চলাফেরা করা খুব কষ্টকর। কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে গল্প করার সময়, হেঁটে পথ চলতে চলতে কিংবা বাইক-সাইকেল-টোটো থেকে রাস্তার মাঝখানে কফ, থুতু, পান-গুটখার পিক ফেলে থাকেন। রাস্তার বাইরে বা ড্রেনে ফেললে রাস্তা এতখানি নোংরা হয় না। বিশেষ করে সুভাষপল্লি বাজার থেকে হাতি মোড়, কোর্ট মোড় থেকে হাসপাতাল খুব নোংরা।

এর আগে বিষয়টি নিয়ে পত্রিকায় কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কর্পোরেশনের কোনও নোটিশ বা জরিমানার নোটিশ চোখে পড়েনি। এই অবস্থায় মেয়র, ডেপুটি মেয়র, কমিশনারকে অনুরোধ, আপনারা বিজ্ঞপ্তি জারি করুন।

রাস্তাটা ডাস্টবিন নয়, মানুষের চলাফেরার জন্য। যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে নোংরা করবেন, তাঁদের জরিমানা করা দরকার। এ বিষয়ে মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**- তাপসকুমার দত্ত, ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি।**

### ব্লাড ব্যাংক চাই মেখলিগঞ্জে

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম, এই হাসপাতালে কোনও ব্লাড ব্যাংক নেই। ফলে রক্তের প্রয়োজনে এই মহকুমার মানুষকে সুদূর জলপাইগুড়ি শহরে ছুটতে হয়, যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং চরম দুর্ভোগের।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ওপর ময়নাগুড়ি ব্লকের হেলাপাকড়ি, হলদিবাড়ি সহ মেখলিগঞ্জের সব মানুষ নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের দাবি জানানো হলেও প্রশাসন বিষয়টিকে উপেক্ষা করে এসেছে। বিধায়ক সাংসদ কেউই এই বিষয়ে নাক গলাননি। ফলে এখানকার মানুষ চরম হয়রানির শিকার। এই দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে মুখ্যমন্ত্রীকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্লাড ব্যাংক স্থাপনে পদক্ষেপ করতে হবে।

**-রঞ্জিতকুমার রায়, মেখলিগঞ্জ।**

### সামাজিক দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে মানুষ

গত কয়েকদিনে ডুয়ার্স এলাকায় বেশ কয়েকবার মর্মান্তিকভাবে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দুটি শহর অথবা লোকালয়ের মাত্র এক-দুই কিলোমিটারের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটলে, রাস্তার পাশে আহত ব্যক্তি পড়ে কাতরাতে থাকলেও সেই পথে যাতায়াতকারী অন্য পথযাত্রী সেটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। অথবা অন্য কাউকে দুর্ঘটনার খবরটুকু পৌঁছে দিচ্ছেন মাত্র। অথচ সময়মতো পুলিশে বা যোগ্য লোকের কাছে (সমাজসেবী) খবর দিলে হয়তো সেই সব প্রাণ বাঁচানো যেত। এখন মানুষজন এই ধরনের দায়িত্ব নিতে ভুলে যাচ্ছে, যা খুব দুঃখজনক। এইসব সামাজিক দায়িত্বভার কাউকে নিতে হবে।

**-সুমন কুণ্ডু, বিন্নাগুড়ি বাজার।**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

# যে ভোটে লাইন-স্লোগান নেই, ছুটিও নেই

সাধারণ ভারতীয়র পক্ষে আমেরিকার ভোটের ছবি কল্পনা করা কঠিন। ফাইভস্টার হোটেলের মতো পরিবেশে ভোট হয়।

রুমি বাগচী

আরেকটু হলেই ভোটের কথা ভুলে যাচ্ছিলাম।

যদিও আমেরিকায় সবসময়ই নভেম্বরের এক তারিখের পর প্রথম মঙ্গলবারেই ভোট হয়। কিন্তু চারদিকে একটাও দেওয়াল লিখন নেই, ভাষণ-স্লোগানও নেই, ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

ভোটের প্রচার বলতে অডিটোরিয়ামে ভোটপ্রার্থীদের মধ্যে ডিবেট। আর কিছু র‍্যালি। প্রথমে নিজের দলের মধ্যে ডিবেট করে মনোনয়ন পাওয়া। তারপর বিপক্ষের সঙ্গে। এই ডিবেটের মধ্যে দিয়েই যা কিছু প্রচার।

ভোটের আগে পোস্টে বাড়িতে একটি নকল ব্যালট আসে। ব্যালট একটা চটি বই-এর মতো। কারণ একসঙ্গে প্রায় পনেরো-ষোলোটা ভোট দিতে হয়। প্রেসিডেন্ট, সেনেটর, গভর্নর নির্বাচন ছাড়াও ম্যারিজুয়ানাকে আইনসম্মত করা উচিত কি না, স্কুল সিস্টেমে কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন কি না, এমনকি কোনও বিশেষ গাছ কাটা উচিত কি না- এই সব কিছুই ব্যালটে থাকে। এতগুলো ভোট সময় নিয়ে মনস্থির করার জন্য এই 'প্র্যাকটিস ব্যালট' বাড়িতে আসে। ওই ব্যালটেই ভোটটা দিয়ে কেন্দ্রে গিয়ে আসল ব্যালটে কপি করে দিই।

ভোটে কোনও ছুটি নেই। অফিসে যাওয়ার আগে অথবা পরে অথবা লাঞ্চ ব্রেকে ভোট দিতে হয়। প্রতিবারই ভোট দিতে এসে মনে হয় এ কেমন নীরব, নিষ্প্রাণ ভোট পর্ব! স্লোগান নেই... পোস্টার নেই... রাত জেগে দেওয়াল লিখন নেই! সবচেয়ে বড় কথা, ভোট উপলক্ষ্যে সবার সঙ্গে আড্ডা দেওয়াও নেই।

ফাইভ স্টার হোটেলের মতো একটি বিল্ডিংয়ের কাচের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই রিসেপশনিস্ট ওয়েলকাম জানাল। লাইন তো স্বপ্নাতীত। আমি ছাড়া কখনও একজন দুজনের বেশি কাউকে দেখিনি। তবু সোফা, টেবিল, ম্যাগাজিন, পানীয় জল, সুদৃশ্য বাথরুম-- সব আছে।

তবু শিলিগুড়ির ভোট-উৎসবের কথা ভেবে মন স্মৃতিবিধুর হয়। হ্যাজাকের আলোয় রাত জেগে দেওয়াল লিখন। অটোতে স্লোগান দিতে দিতে সারা শিলিগুড়ি ঘোরা।

এইদিন পাড়ার সমস্ত মানুষকে দেখতে পাওয়া যেত। যে ছেলেটি চাকরি করতে অন্য শহরে গেছে, সেও আজ ছুটি নিয়ে এসেছে। আর যে বৌটির সদ্য বিয়ে হয়েছে, সে আজ ভোট প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। যদি ভিড় না থাকত, দু'মিনিটে ভোট দিয়ে বৌটিকে বাড়ি ফিরতে হত, তাহলে কি তাঁর জীবনের আলো একটু কমে যেত না!

আর পাড়ার যে মেয়েটি সদ্য বিয়ে হয়ে অন্য পাড়ায় চলে গিয়েছে, কিন্তু তার নামটি রয়ে গিয়েছে এই পাড়ায়, সেও আজ এসেছে ভোট দিতে। যদি ভিড় হওয়ার এই মুল্যবান অজুহাতটি না থাকত, তাহলে তার জীবন থেকে একটি রঙিন দিন কি হারিয়ে যেত না!

সারি সারি কিউবিকলের একটিতে গিয়ে টাচ স্ক্রিন কম্পিউটারে নির্বাচন করে প্রিন্টআউট নিয়ে পাশের একটি মেশিনে ঢুকিয়ে দিলাম । চাকরির পরীক্ষাতে যেমন স্ক্যানট্রন কম্পিউটারে চেক করা হয়, তেমন-ই। ভোট দিয়ে 'আই ভোটেড' স্টিকার নিয়ে ফিরে আসতে সাত মিনিট লাগল।

দেখে অবাক হলাম যে স্টিকারে অন্য ভাষার সঙ্গে হিন্দিও আছে 'ম্যায়নে মতদান কিয়া' -- আমরা আছি বলে। এভাবেই কেউ কেউ ভালোবাসা আদায় করে নেয়।

*( লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭৩

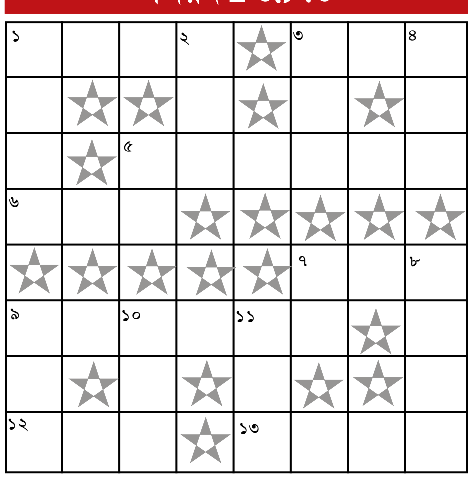

**পাশাপাশি :** ১। দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ বা শত্রুতা ৩। খুব বেশি শীতল বা ঠান্ডা করা ৫। ফুলের কলি, এখনও ফোটেনি ৬। পুঁজি বা অবলম্বন ৭। হরিণও হতে পারে মাছও হতে পারে ৯। আকাশ দিগন্তে যেখানে মিলিয়ে যায় ১২। রাজার অধীনস্থ বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক ১৩। রংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

**উপর-নীচ :** ১। প্রকাশ বা উন্মেষ ২। যে দেহে প্রাণ নেই, মৃতদেহ ৩। মাছের ফুলকোর উপর যে কঠিন আবরণ থাকে ৪। নাকে পরার গয়না ৫। জাতি, গোষ্ঠী বা ফল ৭। এই পাখি খুব উঁচুতে ওড়ে ৮। জাহাজে খালাসির কাজ ৯। কোনও কিছু দান করার ইচ্ছে ১০। কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ১১। এক ধরনের লেবু।

### সমাধান ■ ৩৯৭২

**পাশাপাশি :** ১। ঋত্বিক ৪। বহেড়া ৫। তাসা ৭। ভয়াল ৮। টায়টায় ৯। সটকানো ১১। সাঙনা ১৩। হল ১৪। জব্বর ১৫। সকাল।

**উপর-নীচ :** ১। ঋষভ ২। কবল ৩। গড়াপেটা ৬। সাশ্রয় ৯। সমীহ ১০। নোনাজল ১১। সারস ১২। নাগাল।

## বিন্দুবিসর্গ

# জীবনযাপনে শ্বাস নেবার উৎসব

**বিজন চক্রবর্তী**
*অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক, সেক্রেটারি, নর্থবেঙ্গেল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশন*

আজ ধনতেরাস। সারা দেশের সঙ্গে এই বঙ্গেও এর রমরমা। বেঁচে থাকার লড়াই যখন আমাদের প্রতিদিন বিচলিত করে চলেছে সেই আঙ্গিকে চটজলদি কিছু অর্থপ্রাপ্তির আশায় সাধারণ মানুষ বর্তমানে এই উৎসবকে সমাজজীবনে স্বীকৃতি দিচ্ছে বলেই আমার মনে হয়। সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির একজন সাধারণ পর্যবেক্ষক হিসেবে মনে হয়, বিত্তবাসনা মানুষের চিরদিনের মায় চিরকালের। আজ যখন ক্ষমতা (পড়ুন অর্থনৈতিক ক্ষমতা) মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির মধ্যে কুক্ষিগত হচ্ছে, দেশ-কাল ব্যতিরেকে, যেখানে জীবনধারণের লড়াই থেকে ক্রমশ পিছু হটছে সাধারণ মানুষ, তাৎপর্যপূর্ণভাবে অধিকাংশ মানুষ আজ এক জাদুকাঠির সংস্পর্শে আসতে চাইছে। দক্ষতা, কুশলতার প্রতিটি মাপকাঠিতে এদেরকে পেছনে ফেলে প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে অর্থের প্রভাব ও দক্ষতা। বর্তমান সময়ের বিচারে, প্রতিদিনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থ হয়ে উঠছে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞান। এর পাশাপাশি প্রতিদিনকার জীবনেও সাফল্য অর্জনের রাস্তায় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে বিভিন্ন রকমের পুজোবিধি যা কিনা একটি নির্দিষ্ট সংকল্প মেনে করা হচ্ছে। কী সেই অভীষ্ট সংকল্প। নির্দিষ্টভাবে বললে অবশ্যই বিত্তবাসনা বা বিত্তের অভিলাষ। প্রশ্ন উঠতেই পারে এর মধ্যে অন্যায় কোথায়। প্রতিদিন যখন অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর বিশেষ ভিত্তি করেই আমাদের বাঁচার রসদ তৈরি রাখতে হয়। সমস্যা তৈরি হচ্ছে অন্য জায়গায়। বিত্তের উদগ্র অভিলাষ আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে এমন জায়গায় যেখানে একটা অসামঞ্জস্য তৈরি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সেখানে ন্যায়, নীতি, সক্ষমতা ও কুশলতার প্রশ্নে আমাদের সবসময় যেন একটা আপস করে যেতে হচ্ছে। সেখানেই তৈরি হচ্ছে নিজের সঙ্গে সংঘাত, জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য সামাজিক দ্বন্দ্বের মতো পরিস্থিতির। যা আমাদের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার লড়াইকে আরও কঠিন করে তুলছে। আমরা বিভিন্ন ধার্মিক রীতি, নীতিকে আঁকড়ে ধরে এক আর্থসামাজিক বিপন্নতাবোধ তৈরি করে ফেলছি যেন। ধনতেরাসের মতো আরোগ্য চেতনা বা জ্ঞানকল্পের প্রতীকী দিন কীভাবে সম্পূর্ণ পালটে গিয়ে হয়ে উঠল বিত্ত অভিলাষ প্রাপ্তির উদযাপন অনুষ্ঠান তা বোঝা দরকার।

পৌরাণিক উপাখ্যানে বিশেষ করে বিষ্ণুপুরাণ মতে আশ্বিন বা কার্তিক মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে সুরাসুরগণ মন্দার পর্বতকে দণ্ড তৈরি করে ও বাসুকি নাগকে রজ্জুজ্ঞানে ক্ষীর সাগরকে মথিত করে তুলতে চায়। কিছু সময় ধরেই এই মন্থনপর্ব চলছিল। অবশেষে এই ত্রয়োদশী তিথিতেই সর্বমোট চোদ্দোটি বিশেষ উপকরণ সাগর থেকে উঠে আসে। সর্বপ্রথমে উঠে আসেন যিনি, তিনি বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরি। যাঁকে আবার বিষ্ণুর অবতার হিসেবে পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্ভুজ এই অবতারের হাতে ছিল অমৃতকলস, যাতে রাখা ছিল দেবতা ও সমগ্র প্রাণীজগতের জন্য জ্ঞানরূপী অমরত্ব। এমন একজন দিব্য পুরুষকে মহিমান্বিত করার জন্যই এই বিশেষ দিনটিকে ধনত্রয়োদশী কালক্রমে ধনতেরাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে বলে পুরাণ বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তাঁদের বিশেষ মত এই যে, ধনতেরাসের সঙ্গে ধনপ্রাপ্তির কোনও যোগসূত্র নেই। একে একে অন্য যে সমস্ত উপকরণ সমুদ্র থেকে উঠে আসে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কৌস্তভ মণি (রত্ন), বিত্তের দেবী লক্ষ্মী, সারং ধনুক, ভারুনী (জল ও সুরার দেবী), অপ্সরা রম্ভা, মোহিনী, মৃগাঙ্ক (চন্দ্রদেব), পারিজাত ও কল্পতরু বৃক্ষরাজি, কামধেনু গাভি, ঐরাবত (চার দাঁত ও সাত শুঙ্গবিশিষ্ট হস্তী), হলাহল (বিষ), উচ্চশ্রবা নামক অশ্ব। তাহলে দেখা যাচ্ছে কেন এতগুলো প্রাপ্তির মধ্যে কেবলই লক্ষ্মী প্রাপ্তিকেই সবচাইতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানস্বরূপ অমৃত যা কিনা বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরি সর্বাগ্রে হাতে নিয়ে উঠে এসেছিলেন তার থেকে অধিক পূজ্য হয়ে উঠলেন কালক্রমে বিত্তের আরাধ্য দেবী শ্রীং থেকে শ্রী বা দেবী লক্ষ্মী। সামাজিক বিশ্লেষণে বর্তমান নিরিখে ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে অর্থরূপ স্বাচ্ছন্দ্য জ্ঞানরূপ অমৃতের অপেক্ষা অধিক কাঙ্ক্ষিত উপাদান। অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা দিতে পারে মানুষের জ্ঞান অভিলাষকে। অর্থনৈতিক অধিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এই স্বাচ্ছন্দ্যই পারিজাত বৃক্ষ, কল্পতরুকে যথাযোগ্য করে তুলতে পারে বেঁচে থাকার রসদ জোগানের মধ্য দিয়ে। কারণ আমরা জানি ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী সবসময় গদ্যময় থাকে সেটা সুকান্ত ভট্টাচার্য বহুদিন আগে বলে গিয়েছেন। সাধারণ মানুষের জেরবার হতে থাকা বেঁচে থাকার লড়াই তাই ধনতেরাসের উদযাপনেই বারবার শ্বাস নিতে চায়, জীবনযাপনের অমরত্বকে প্রাপ্ত করতে চায়, সেটা বর্তমানে যতই অসম উদযাপনই হোক না কেন।

# ধনতেরাস পকেট উপুড় লক্ষ্মীলাভে

একটা সময় ধারণা ছিল ধনতেরাস অবাঙালিদের উৎসব। এখন আর এই উৎসব কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সব উৎসব অনুষ্ঠান নিয়েই এখন বাণিজ্যিক প্রবণতা থাকে, ধনতেরাস নিয়ে এই প্রবণতা যেন একটু বেশিই। তাই বাজারে দেখা যাচ্ছে গ্রাহক টানতে চলছে নানা অফার, ছাড়ের খেলা, লিখেছেন পারমিতা রায়।

## ধাতুর বিক্রি

ধনতেরাসের বাজারে হিট কী সেই তালিকায় মানুষের প্রথম পছন্দেই থাকে ধাতু। মন সোনাতে থাকলেও বাজেটের দিকে নজর রেখে রুপো, পিতল, তামা এমনকি লোহা এগুলিতে মন ভোলাচ্ছেন অনেকেই। বিভিন্ন দোকান ঘুরে যে তথ্য উঠে এল সেই অনুযায়ী অনেক সোনা ব্যবসায়ী বলছেন এবছর সোনা থেকে অন্য ধাতুর বিক্রি বেশি।

## ঘর সাজাতে

অনেকেই মনে করেন এই উৎসবে বাড়ির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনও সামগ্রী কেনাকাটা করা যেতে পারে। তাই শহরের বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স, আসবাবপত্রের দোকান, শোরুম থেকে শুরু করে ছোট ছোট দোকানেও দেখা যাচ্ছে ক্রেতাদের ঢল। ঘর সাজাতে কেউ কিনছেন রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছু।

## সংখ্যা বাড়ছে

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধনতেরাস উদযাপনের মানুষের সংখ্যা যে বাড়ছে সেই কথাই বলছিলেন ব্যবসায়ীরা। পকেটে টান থাকলেও বাড়িতে সমৃদ্ধির আশায় অনেকেই কিনছেন বাসনপত্র। তাই শহরের মহাবীরস্থান, বিধান মার্কেট ঘুরে অনেককেই দেখা গেল বাসনপত্রের দোকানে ভিড় জমাতে। কেউ আবার অগ্রিম বলে যাচ্ছেন, তবে কিনবেন ধনতেরাসের দিন।

## সবার ভগবান

হরিপদ দাস, স্বর্ণ ব্যবসায়ী– এই উৎসবে ধাতু কেনার চল আছে। সোনা, রুপোর দিকেই মানুষের ঝোঁক থাকে। আগে এই উৎসব অবাঙালিদের মনে করলেও এখন বুঝলাম ভগবান তো সবার তাই এই উৎসব সবাই উদযাপন করেন।

## জোড়া অফার

অনুপ সাহা, ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবসায়ী– এখন দেওয়ালি ও ধনতেরাস অফার একসঙ্গেই চলছে। অনেকেই ধনতেরাসের কেনাকাটায় ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীও কিনছেন। আগে অবাঙালি ক্রেতাদের বেশি দেখা গেলেও এখন বাঙালি ক্রেতারা প্রচুর আসেন।

## বাসনের অর্ডার

শুভ পাল, বাসন বিক্রেতা– অনেকেই আগে থেকে তামার বোতল, কলসি, পেতলের থালা ইত্যাদি বাসনের অর্ডার দিয়ে গিয়েছেন। কেউ কেউ আগেই কিনছেন আবার কেউ কেউ ধনতেরাসের সন্ধ্যাতেই কেনাকাটা করেন। এই সময় ব্যবসাটা বেশ ভালো হয়।

## ঝাড়ুর আজ-কাল

মুরলী কুমার, ফুটপাথে ঝাড়ু বিক্রেতা– সারাবছর ডাব বিক্রি করি। তবে ধনতেরাসের দিন ঝাড়ু বিক্রি করি। একদিন আগের থেকেই শুরু করেছি। ধনতেরাসের রাত অবধি বিক্রি হবে। আজকে ৬০ থেকে ৮০ টাকাতে বিক্রি করছি। কাল দামটা বাড়বে।

## কেনার দিনবদল

মূলত সোনা, রুপো, পেতল, কাঁসা, তামা সহ নানা ধাতুর গয়না, বাসনপত্র কেনাকাটা, লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তি, ঝাড়ু কেনারই রীতি ছিল। তবে বর্তমানে নানা ধরনের ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী যেমন এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন এমনকি মোবাইল ফোনের বিক্রিও হচ্ছে ধনতেরাস উপলক্ষ্যে।

## শ্রদ্ধার দিন

পিনাকী রায়– কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ধনতেরাস করতাম না। তবে এখন এই দিনটিতে সাধ্যমতো কেনাকাটা করছি। এই দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করছি।

## ধনতেরাসে পুজো

বাসন্তী রায়– ভগবানের আরাধনা তো সবাই করতে পারে। বাঙালি-অবাঙালি ভাবলে হবে না। বাড়িতে সুখসমৃদ্ধির আশায় আমি ও আমার পরিবারের লোকেরা বিগত ৮ বছর ধরে ধনতেরাসে পুজো ও কেনাকাটা করি।

## বান্ধবীর পরামর্শ

শ্রীতমা শীল- কাল রুপোর মালা কিনব তাই দোকানে বলে গেলাম। শুনেছি এই দিনে ধাতু কেনা ভালো তাই কেনা আর কি। আমার অবাঙালি এক বান্ধবীর পরামর্শেই আমি ধনতেরাস উদযাপন করতে পারি।

## মিলনের শহর

সম্প্রদায়ের গণ্ডি পেরিয়ে উৎসব যে সবার শহর শিলিগুড়ি তা বারবার প্রমাণ করছে। তাই দুর্গাপুজোর ভাসানে যেমন সব সম্প্রদায়ের মানুষদের নাচতে দেখা যায় তেমনই ছটপুজো, ধনতেরাসের মতো উৎসবও বাঙালিদের পালন করতে দেখা যায়।

# ডাক্তার সেজে চিকিৎসায় প্যাথলজিস্ট

অরুণ ঝা

**ইসলামপুর, ২৮ অক্টোবর :** নজিরবিহীন কাণ্ড ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালের প্যাথলজিস্টকে দিয়ে মেডিসিন বিশেষজ্ঞের কাজ করাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। রোগী ও তাঁদের পরিজনদের অজান্তেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সেজে চিকিৎসা করছেন প্যাথলজিস্ট শেখ আব্দুল গনি। খোদ আব্দুল এই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তাঁর মন্তব্য, 'এ নিয়ে যা বলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলবে।' হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসক সহ চিকিৎসকদের সংগঠনগুলিও এই অনিয়মের কথা স্বীকার করেছেন। সংগঠনের পদাধিকারীরা বলছেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে কিছুই অজানা নয়। তারপরও মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসক নিয়োগ নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনও হেলদোল নেই।'

হাসপাতাল সুপার সুরজ সিনহার প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পূরণ শর্মাকে এই নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি কার্যত মেজাজ হারিয়ে সংবাদমাধ্যমকে দুষতে শুরু করেন। এমনকি হাসপাতালের প্যাথলজিস্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সেজে পরিষেবা দেওয়ায় তিনি কোনও দোষ দেখছেন না বলে যুক্তি খাড়া করেন। তাহলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের আলাদা কোনও গুরুত্ব নেই? এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই তিনি ফোন কেটে দেন।

বর্তমানে ইসলামপুর হাসপাতালে মাত্র দুজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। কিন্তু এখানেই রোগীর চাপ সবথেকে বেশি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বহির্বিভাগে মোট রোগীর ৬০ শতাংশ এবং অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাধীন মোট রোগীর ৭০ শতাংশ মেডিসিন বিভাগের। ফলে মাত্র দুজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিষেবা দিতে নাভিশ্বাস উঠছে কর্তৃপক্ষের। সেই কারণে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) বিভাগে চুক্তির ভিত্তিতে থাকা এক মহিলা চিকিৎসক (যিনি এমডি চেস্ট) এবং হাসপাতালের প্যাথলজিস্টকে দিয়ে মেডিসিন বিভাগ জোড়াতালি দিয়ে সামাল দেওয়া হচ্ছে।

চলতি বছর হাসপাতালের দুজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চাকরি ছেড়েছেন। একজন গত মার্চ মাসে চাকরি ছাড়েন। অপরজন গত দু'মাস আগে চাকরি ছেড়েছেন। স্বাস্থ্য প্রশাসনের এক কর্তার দাবি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণেই ওই দুই চিকিৎসক চাকরি ছেড়েছেন।

প্রশ্ন উঠছে, প্যাথলজিস্টকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তকমা দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করানো কতটা যুক্তিযুক্ত? রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত ঝুঁকিই বা কতটা? মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের যুক্তি, 'এমবিবিএস সম্পন্ন করে প্যাথলজিতে এমডি করা একজন চিকিৎসক যদি মেডিসিন বিভাগে রোগীর চিকিৎসা করতে আত্মবিশ্বাসী থাকেন তাতে আপনাদের আপত্তি কেন? স্বাস্থ্য প্রশাসন সেটা সঠিক মনে করেছে বলে তিনি চিকিৎসা করছেন। এই নিয়ে হইচই করার কিছু নেই।'

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের যুক্তির রেশ টেনে স্বাস্থ্য প্রশাসনের অপর এক কর্তা বলছেন, 'তাহলে সার্জারি ও অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসা করাতে আপত্তি কোথায়?'

*ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল।*

# বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে সচিবের প্রতিবাদ

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে বিতর্কিত দোকানঘরগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য 'এনওসি' ইস্যুর অভিযোগ নস্যাৎ করলেন সচিব অনুপম মৈত্র। তথ্য তুলে ধরে অনুপম দাবি করেছেন, তিনি আসার আগে দোকানঘরগুলিতে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। সচিবের কথায়, 'চলতি বছরের ১৫ মার্চ আমি রেগুলেটেড মার্কেটে কাজে যোগ দিই। দোকানঘরগুলির বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য এনওসি ইস্যু হয়েছিল ৩০ জানুয়ারি। আমি কাজে যোগ দেওয়ার আগে অভিযোগ উঠেছিল। আমাকে কোনও ব্যবসায়ী অভিযোগের কথা জানায়নি।'

সচিব দাবি করেছেন, মার্কেটের সাতটি দোকানঘরের নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার জন্য তিনি নোটিশ করেছিলেন, যা নিয়ে একটি মামলাও হয়েছে।

# অভিনব ছিনতাইয়ের ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** বাইক আটকে অনলাইনে টাকা নিয়েও শেষরক্ষা হল না। জামিন পাওয়ার আটদিনের মধ্যেই নতুন করে আরও একটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার হল এক দুষ্কৃতী। ধৃতের নাম মহম্মদ আফতাব। চলতি মাসের শুরুতেই চতুর্থ মহানন্দা সেতু হয়ে মাটিগাড়া যাওয়ার পথে এক ব্যক্তিকে লিফট দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন এক তরুণ। ওই ঘটনায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত ছিল এই দুষ্কৃতী। চোদ্দোদিনের বেশি জেল খাটার পর ছাড়া পেতেই ফের একই কাণ্ড ঘটাল সে। এই ঘটনায় আফতাব ছাড়াও দীপক কাহার নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ছয়দিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

সম্প্রতি মাটিগাড়া থানায় শেখর দত্ত নামের গোঁসাইপুরের এক বাসিন্দা একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, গত শনিবার মাটিগাড়ায় বাজার করে তুম্বাজোতের জোড়াব্রিজের দিকে যাওয়ার সময় ভরসন্ধ্যায় তাঁকে দাঁড় করায় দুজন দুষ্কৃতী। শেখর বলেন, 'এরপর ওরা আমার গলা টিপে ধরে। চাকু বের করে আমাকে হুমকি দিতে থাকে। আমার কাছে থাকা এটিএম কার্ড, মোবাইল ফোন সহ ছয়শো টাকা ছিনিয়ে নেয়। এরপর আরও কয়েকজন দুষ্কৃতী সেখানে জড়ো হয়ে আমাকে মারধর করতে থাকে। আমার মোবাইল থেকে অনলাইনে একজনের অ্যাকাউন্টে ৩০,০০০ টাকা নিয়ে নেয়।'

প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। বলা হয় কাউকে এই ঘটনার কথা বললে পরিণতি আরও ভয়ংকর হবে। এদিকে শেখরের এক বন্ধু বলেন, 'শেখরকে কাঁদতে কাঁদতে আসতে দেখে ঘটনাটা শুনি। এরপরই আমি মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করাই।' অভিযোগ দায়েরের পরেই তদন্তে নামে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। শেষমেশ রবিবার রাতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত আফতাবের পাশাপাশি দীপককেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আফতাব গোয়ালাপট্টির ও দীপক ঝংকার মোড় এলাকার বাসিন্দা।

এই মাসের শুরুতেও স্কুটারে ওঠানোর পর এই গ্যাংয়ের সদস্যরা এক তরুণকে চা বাগানের একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। এরপর সেখানে মারধর করার পাশাপাশি একইরকমভাবে অনলাইন ট্রানজ্যাকশন করিয়ে নিয়েছিল। তুম্বাজোতের বাসিন্দা পরেশ দাসের কথায়, 'এই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের তরফে কড়া ব্যবস্থা না নেওয়া হলে তুম্বাজোতের এই রাস্তাই আশঙ্কার জায়গা হয়ে দাঁড়াবে।'

## বাইক আটকে অনলাইনে টাকা আদায়

- শনিবার মাটিগাড়ায় বাজার করে ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়েন এক ব্যক্তি
- দুষ্কৃতীরা তাঁর গলা টিপে ধরে এবং চাকু বের করে হুমকি দিয়ে এটিএম কার্ড, মোবাইল ছিনিয়ে নেয়
- দুষ্কৃতীরা তাঁর মোবাইল থেকে অনলাইনে একজনের অ্যাকাউন্টে ৩০,০০০ টাকা নিয়ে নেয়।

# আগামী বছর জনগণনা করতে পারে কেন্দ্র

## গুঞ্জনের মাঝে জাতগণনা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক চাইল কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** বেটার লেট দ্যান নেভার। আপ্তবাক্য মেনে চার বছর দেরিতে হলেও ২০২৫ সাল থেকে কেন্দ্র জনগণনা শুরু করতে চলেছে। এমনটাই খবর। গোটা বছর ধরেই চলবে এই জনগণনা প্রক্রিয়া। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০২৬-এ সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসবে। তারপর পরবর্তী লোকসভা ভোটের আগেই ২০২৮ সাল নাগাদ আসন পুনর্বিন্যাস চূড়ান্ত করবে। আগামী বছর শুরু হয়ে ২০২৬-এর মধ্যে জনগণনা শেষ হয়ে যাবে। তারপরেই শুরু হবে আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ। কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শেষ হতে পারে ২০২৮ সালের মধ্যে। এদিকে দীর্ঘ চার বছর অপেক্ষার পর জনগণনা হতে পারে খবরে কংগ্রেস জনগণনার সঙ্গে জাত গণনা হবে কিনা, তা নিয়ে কেন্দ্রকে দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট করে জানানোর দাবি জানাল।

এবারের জনগণনায় সাধারণ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি (এসসি-এসটি) শ্রেণির উপশ্রেণিসমূহের ওপরও আলাদা সমীক্ষা হতে পারে। এছাড়া ধর্ম এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জনগণনাও করা হবে। তবে জাতপাতভিত্তিক জনগণনা হবে না বলে সূত্রের খবর। এবারের জনগণনা পুরোপুরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

বিলম্বিত জনগণনার খবর সামনে আসার পর থেকেই বিরোধী দলগুলি জাতপাতভিত্তিক জনগণনার দাবিতে মুখর হয়েছে। তাতে সায় দিয়েছে বিজেপির শরিক দল জেডিইউ। কিন্তু শরিক ও বিরোধীদের সম্মিলিত দাবিকে নরেন্দ্র মোদি সরকার আমল না দেওয়ায় ‘অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে’ বলে সোমবার কেন্দ্রকে নিশানা করে তীব্র বিষোদ্গার করেছে কংগ্রেস।

জাতপাতভিত্তিক জনগণনা এবং লোকসভা আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয় নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘সরকারের ঘোষণায় এখনও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একদমই স্পষ্টতা নেই। নতুন জনগণনায় দেশের সব জাতের বিস্তারিত গণনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না, তা নিয়ে মোদি সরকার কেন অবস্থান স্পষ্ট করছে না? দ্বিতীয়ত, এই জনগণনার ফলাফল কি লোকসভায় প্রতিটি রাজ্যের শক্তি নির্ধারণে ব্যবহার করা হবে, নাকি এই জনগণনা লোকসভায় নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য করা হবে? এক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি সমস্যার মুখে পড়বে না তো? পরিবার পরিকল্পনায় এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে?’

কংগ্রেস নেতা মানিকম ঠাকুর বলেন, ‘ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন মোদি। তিনি কোনওভাবেই দেশের প্রকৃত চিত্র ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে জাতিভিত্তিক জনগণনা করতে দিতে চাইছেন না। ন্যায়বিচারের দাবিকে উপেক্ষা করে দেশের দুর্বলতর শ্রেণির মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মোদি এটা করছেন তাঁর রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য থেকে।’ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, নীতীশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দল এবং এন চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম পার্টিকেও এ নিয়ে সরব হওয়ার আহ্বান জানান ঠাকুর। যদিও ইতিমধ্যে জেডিইউ-এর মুখপাত্র রাজীবরঞ্জন প্রসাদ বলেছেন, ‘আমরা জাতপাতভিত্তিক জনগণনার পক্ষে এবং সরকার যদি পরের বছর এটি করে, তবে খুশি হব।’

প্রতি ১০ বছর অন্তর জনগণনা হওয়ার কথা। শেষবার জনগণনা তথা জনপঞ্জিকরণ (এনপিআর) হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে। কিন্তু করোনা মহামারির জেরে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। জনগণনার প্রক্রিয়া চার বছর পিছিয়ে যাওয়ায় এবার থেকে জনগণনার কালচক্রও বদলে যাবে বলে জানিয়েছেন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ।

সর্বশেষ জনগণনায় ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১২১ কোটিরও বেশি, যাতে ১৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়। ২০১১ সালে ওই জনগণনার পরপরই ২০২৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, ভারত চিনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ হয়ে উঠেছে।

### একনজরে

- ২০২৫-এ জনগণনা শুরু হয়ে শেষ হবে ২০২৬-এ। এরপর পুনর্বিন্যাসের কাজ, যা শেষ হতে পারে ২০২৮-এ।
- জনগণনায় সাধারণ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণির উপশ্রেণিসমূহের ওপরও আলাদা সমীক্ষা হতে পারে।
- ধর্ম এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জনগণনাও করা হবে।
- জাতভিত্তিক জনগণনা হবে না।
- জনগণনা পুরোপুরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হবে।

“ সরকারের ঘোষণায় এখনও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একদমই স্পষ্টতা নেই। নতুন জনগণনায় দেশের সব জাতের বিস্তারিত গণনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না, তা নিয়ে মোদি সরকার কেন অবস্থান স্পষ্ট করছে না? দ্বিতীয়ত, এই জনগণনার ফলাফল কি লোকসভায় প্রতিটি রাজ্যের শক্তি নির্ধারণে ব্যবহার করা হবে, নাকি এই জনগণনা লোকসভায় নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য করা হবে? এক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি সমস্যার মুখে পড়বে না তো?

**জয়রাম রমেশ**

# গুজরাটে টাটার নয়া বিমান কারখানা

## দেশে তৈরি হবে সি-২৯৫

*এয়ারক্রাফট উদ্বোধনে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সানচেজের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। ভদোদরায়।*

**ভদোদরা, ২৮ অক্টোবর :** ভারতে প্রথমবার সরকারি সফরে এসেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সানচেজ। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার গুজরাটের ভদোদরায় টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড (টিএএসএল)-এর এয়ারক্রাফট কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখানেই তৈরি হবে বায়ুসেনার সি-২৯৫ পরিবহণ বিমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাটা সন্সের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখরন। ইতিমধ্যে এই ধরনের কয়েকটি বিমান স্পেন থেকে আমদানি করেছে ভারত। দু-দেশের চুক্তি অনুযায়ী আরও ৪০টি সি-২৯৫ ভারতে তৈরি হবে। স্পেনের বিমান নির্মাতা সংস্থা এয়ারবাসের সঙ্গে এই কাজের যৌথ বরাত পেয়েছে টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন প্রতিরক্ষা সংস্থা টিএএসএল।

টাটার পাশাপাশি ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড, ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেড সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই প্রথম দেশের কোনও বেসরকারি প্রতিরক্ষা সংস্থা সামরিক বাহিনীর জন্য বিমান তৈরির বরাত পেয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সি-২৯৫ দুর্গম এলাকায় ছোট রানওয়েতে অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারে। এই বিমান হাতে পাওয়ায় নিয়ন্ত্রণরেখা এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন সামরিক ঘাঁটিগুলিতে রসদ পৌঁছে দেওয়া বিমানবাহিনীর পক্ষে সহজ হবে।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে টাটা গোষ্ঠীর সদ্য প্রয়াত কর্ণধার রতন টাটার স্মৃতিচারণ করে মোদি বলেন, ‘এই প্রকল্প রতন টাটার মস্তিষ্ক প্রসূত। কিছু দিন আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। রতন টাটা যেখানেই থাকুন না কেন নিশ্চিতভাবে খুশি হয়েছেন।’ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আজ ভারত ও স্পেনের অংশীদারিত্ব একটি নতুন দিকনির্দেশ পেল। আমরা সি-২৯৫ বিমানের উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন করছি। এই কারখানা ভারত-স্পেন সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।... এটি ‘মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’ মিশনকে আরও শক্তিশালী করবে। এই উদ্যোগ দেশের প্রথম বেসামরিক বিমান তৈরি করতে সাহায্য করবে।’

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সানচেজ বলেন, ‘এই বিমানটি স্পেন তথা ইউরোপীয় উড়ান শিল্পের প্রতীক। ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার পাশাপাশি, এটি প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।’ ২০২১-এ এয়ারবাসের সঙ্গে ৫৬টি সি-২৯৫ বিমানের জন্য চুক্তি করেছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রক। এর মধ্যে ১৬টি বিমান স্পেনে তৈরি করে ভারতে সরবরাহ করার কথা এয়ারবাসের। বাকি বিমানগুলি তৈরি হবে ভারতে। সোমবার সেই বিমান কারখানার উদ্বোধন করলেন মোদি, সানচেজ।

### একনজরে সি-২৯৫

- একবার জ্বালানি ভরে ১১ ঘণ্টায় ৫ হাজার কিলোমিটার উড়ান
- ৯,২৫০ কেজি পণ্য পরিবহণ
- ছোট রানওয়েতে ওঠা-নামার ক্ষমতা
- অত্যাধুনিক ককপিট এবং নেভিগেশন সিস্টেম

**সুবিধা**

- প্রত্যন্ত এলাকায় সেনা, সামরিক সরঞ্জাম এয়ারলিফটিং
- সামরিক যানবাহন, হেলিকপ্টার পরিবহণ
- নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ

“ আজ ভারত ও স্পেনের অংশীদারিত্ব একটি নতুন দিকনির্দেশ পেল। আমরা সি-২৯৫ বিমানের উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন করছি। এই কারখানা ভারত-স্পেন সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

**নরেন্দ্র মোদি**

*ওয়েনাডে নির্বাচনি প্রচারে সমর্থকদের মাঝে প্রিয়াঙ্কা*

# সাইবার প্রতারণায় বেহাত ১২০ কোটি

## ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর শিকার লক্ষ

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** ‘মন কি বাত’-এ সাইবার জালিয়াতি নিয়ে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশবাসীকে ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ নিয়ে সতর্ক করেছেন তিনি। সেই সূত্রে সামনে এসেছে সাইবার জালিয়াতির নতুন কৌশল। যেখানে পুলিশ বা বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার নাম করে অনলাইনে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে জালিয়াতরা ফোন বা সামাজিক মাধ্যমে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে। নিজেদের পুলিশ, সরকারি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে জানায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতারিতকে গ্রেপ্তার করা হবে। দায়ের হবে মামলা। অনেক সময় জালিয়াত চক্রের সদস্যরা পুলিশের পোশাকে প্রতারিতের সঙ্গে হোয়াটঅ্যাপ মারফত ভিডিও কলও করে। অনেকে ভয় পেয়ে সাইবার জালিয়াতদের কথা বিশ্বাস করেন। অভিযোগ ধামাচাপা দিতে প্রতারকের কথা মতো অনলাইনে টাকা দিয়ে দেন। টাকা পেয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় প্রতারকরা। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও টাকার জন্য চাপ দেওয়া হয়।

প্রতারিত ব্যক্তি যখন বুঝতে পারেন তাঁকে ঠকানো হচ্ছে ততক্ষণে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বেহাত হয়ে গিয়েছে। মন কি বাতে সেই জালিয়াতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর জানুয়ারি-এপ্রিল ত্রৈমাসিকে শুধু ডিজিটাল গ্রেপ্তারির শিকার হয়ে ১২০ কোটি টাকার বেশি খুইয়েছেন ভারতীয়রা। এই সময় বিনিয়োগের টোপ দিয়ে সাধারণ মানুষের ২২২.৫৪ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে জালিয়াতরা। শেয়ার বাজার সংক্রান্ত জালিয়াতির মাধ্যমেও টাকা খুইয়েছেন বহু মানুষ। অঙ্কের হিসাবে যা ১,৪২০ কোটি টাকা। অনলাইন বন্ধুত্বের ফাঁদে পা দিয়ে বেহাত হওয়া অর্থের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকার বেশি। এই পরিসংখ্যান তৈরি হয়েছে নথিভুক্ত অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতে। তবে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, সাইবার জালিয়াতদের হাতে প্রতারিতদের অনেকেই অভিযোগ দায়ের করেন না। সাইবার প্রতারণার সব ঘটনার হিসাব পাওয়া গেলে বেহাত হওয়া অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি হত বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালের তথ্য বলছে, ২০২৩-এ ১৫.৫৬ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেখানে এই বছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যেই মোট ৭.৪ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছে। ২০২২ এবং ’২১-এ এই সংখ্যাটা ছিল যথাক্রমে ৯.৬৬ লক্ষ এবং ৪.৫২ লক্ষ। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, গত ৩ বছরে সাইবার জালিয়াতির ঘটনা লাফিয়ে বেড়েছে।

# ব্রাজিলে জি২০ শিক্ষামন্ত্রী বৈঠকে যাচ্ছেন সুকান্ত

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** ব্রাজিলে অনুষ্ঠেয় শিক্ষামন্ত্রীদের জি২০ বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ৩০-৩১ অক্টোবর ব্রাজিলের ফোর্তালেজায় বসবে জি২০ শিক্ষামন্ত্রীদের ওই বৈঠক।

ফোর্তালেজার সিয়ারা ইভেন্টস সেন্টারের ওই বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি, দক্ষতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গুণগত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করবে।

ফোর্তালেজার সিয়ারা রাজ্যকে এই বৈঠকের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ এর জনশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, যা অন্য দেশগুলির ক্ষেত্রে একটি প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বৈঠকে ভারতের সাম্প্রতিক শিক্ষাগত অগ্রগতি, বিশেষত জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-র অধীনে শিক্ষাখাতে ডিজিটাল রূপান্তর ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি তুলে ধরবেন। সুকান্ত মজুমদারের মতে, জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

পাশাপাশি তিনি অন্যান্য দেশের শিক্ষাগত উদ্ভাবনগুলি থেকে কী শেখা যায়, তা নিয়েও আলোচনা করবেন বলেও জানিয়েছেন।

অন্যান্য দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেরও আয়োজন থাকবে, যেখানে ভারতের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহযোগিতামূলক অগ্রগতির প্রস্তাব তুলে ধরা হবে।

# ৮ কোটি না পেয়ে স্বামীকে খুন

**হায়দরাবাদ, ২৮ অক্টোবর :** ব্যবসায়ী স্বামীর ৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাগাতে না পেরে প্রেমিক ও আরও এক ব্যক্তির সাহায্যে স্বামীকে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন স্ত্রী। এই ঘটনায় স্ত্রীর দুই শাগরেদকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

অক্টোবরের ১ তারিখে তেলেঙ্গানার উপ্পলে রমেশ নামে ওই ব্যবসায়ী খুন হন। সেদিন উপ্পল থেকে গাড়ি করে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছিল কর্ণাটকে। ঘটনাস্থল থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরে বেঙ্গালুরুর কাছে কোডাগু জেলার কফি খেত থেকে ব্যবসায়ীর দেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যবসায়ীর স্ত্রী নীহারিকা ছাড়া তাঁর প্রেমিক নিখিল ও অঙ্কুর নামে আরও এক ব্যক্তি ঘটনায় যুক্ত। কফি খেত থেকে উদ্ধার হওয়া রমেশের পোড়া দেহ শনাক্ত করা পুলিশের কাছে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের হলেও সিসিটিভির ফুটেজের সাহায্যে পুলিশ খুনের কিনারা করেছে। তা সম্পন্ন হতে প্রায় এক মাস লেগে যায়।

### ভিনরাজ্যে দেহ উদ্ধার

*অভিযুক্ত মহিলা। (ডানদিকে) ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার।*

সূত্রের খবর, ফুটেজে উপ্পল থেকে বেরোনো মার্সিডিজের ছবি ছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে গাড়িটির মালিক উপ্পলের বাসিন্দা বছর ৫৫-র রমেশ। এদিকে, তাঁর স্ত্রী নীহারিকাই স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার ডায়ারি করেছিলেন। সেই সংক্রান্ত তদন্তে নেমে পুলিশ উপ্পলের বাড়িতে আসে। ২৯ বছরের নীহারিকাকে নিয়ে পুলিশের প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় ভেঙে পড়ে স্বামীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার কথা নীহারিকা স্বীকার করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আর্থিক প্রতারণায় নীহারিকাকে জেলে যেতে হয়। সেখানে অঙ্কুরের সঙ্গে তার আলাপ। জেল থেকে বেরিয়ে ব্যবসায়ী রমেশকে বিয়ের পর শুরু হয় বিলাসবহুল জীবন। বয়সের পার্থক্যে স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল হয়নি। এর মধ্যেই নীহারিকা প্রেমে পড়েন পশুচিকিৎসক নিখিলের।

# ‘গগনযান মিশন’ স্থগিত

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** এক বছরের জন্য ‘গগনযান মিশন’ পিছিয়ে দিল ইসরো। এই মিশনে মহাকাশে ভারতীয় নভশ্চর পাঠানোর কথা রয়েছে। সোমবার ইসরো জানিয়েছে, নিরাপত্তার কারণে গগনযান অভিযান ২০২৫ সালে হচ্ছে না। পরিবর্তে ২০২৬ সালে হবে ওই অভিযান। একই সঙ্গে ইসরোর চন্দ্রযান-৪ এবং নিসার-এর উৎক্ষেপণ সূচিও ঘোষণা করেন ইসরো প্রধান এস সোমনাথ।

দিল্লির আকাশবাণীতে সর্দার প্যাটেল স্মারক ভাষণে ইসরোর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নতুন সময়সূচি ঘোষণা করেন সোমনাথ। তিনি বলেন, ইসরোর প্রথম মানববাহী মহাকাশ অভিযান ২০২৫ সালে হচ্ছে না। তার পরিবর্তে ২০২৬ সালে ওই অভিযান হবে। এছাড়া, চন্দ্রযান-৪ ২০২৮ সালে রওনা হবে। ২০২৫ সালে ভারত-আমেরিকার যৌথ অভিযান নিসার। সোমনাথ বলেন, ‘জাপানের মহাকাশ সংস্থা জেএএক্সএ-র সঙ্গে একটি যৌথ চন্দ্র অভিযানের পরিকল্পনাও রয়েছে ইসরোর। অভিযানের নাম হবে ‘চন্দ্রযান-৫’।’ তবে কবে সেই অভিযান হতে পারে, তা নিয়ে খোলসা করে কিছু বলেননি সোমনাথ।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি গগনযান মিশনের জন্য মনোনীত চার নভশ্চরের নাম ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁরা হলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত বালকৃষ্ণন নায়ার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজিত কৃষ্ণান, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ এবং উইং কমান্ডার শুভাংশু শুক্লা।

২০১৮ সালের ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রথম ‘গগনযান’ প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তখন বলা হয়েছিল ২০২২ সালে সেই অভিযান হবে।

### ইসরোর সূচি

- গগনযান: ২০২৬-এ মানববাহী মহাকাশ অভিযান
- চন্দ্রযান-৪: নমুনা সহ ফেরত আসার মিশন ২০২৮-এ
- নিসার: ২০২৫-এ ভারত-মার্কিন যৌথ মিশন

# কাশ্মীরে নিহত ৩ জঙ্গি

**শ্রীনগর, ২৮ অক্টোবর :** জম্মু ও কাশ্মীরে নাশকতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি। সোমবার আখনুর সেক্টরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকাল ৭টা নাগাদ আখনুরের বাতালে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় সেনা। দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলে সরকারি বাহিনী। চিরুনি তল্লাশির সময় জঙ্গিদের সঙ্গে সেনাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়। বাহিনীর গুলিতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় ৩ জঙ্গি। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গত সপ্তাহে জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় ২ সেনা জওয়ান সহ ১২ জনের মৃত্যু হয়। তারপরেই উপত্যকাজুড়ে তল্লাশিতে গতি এনেছে সেনা।

# বৈঠক ওয়াক-আউট বিরোধীদের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** ফের ভেস্তে গেল যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) ওয়াকফ বৈঠক। সোমবার বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করলেন বিরোধী দলগুলির সদস্যরা।

শাসক-বিরোধী তর্জায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বৈঠকের আবহ। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের প্রশাসক এবং দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এমসিডি) কমিশনার অশ্বিনী কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি রাজ্য সরকারের বিনা অনুমতিতে মূল প্রতিবেদনটি পরিবর্তন করেছেন।

বিরোধী সাংসদরা অভিযোগ করেন, অশ্বিনী কুমার প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করে তা উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে দিল্লি সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেননি তিনি। প্রতিবাদে আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং, ডিএমকের মোহাম্মদ আবদুল্লা, কংগ্রেসের নাসির হুসেন এবং মহম্মদ জাওয়াদ সহ কয়েকজন সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য তাঁরা বৈঠকে ফিরে আসেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে ‘অপ্রয়োজনীয় এবং অন্তঃসারশূন্য’ আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের দাবি জানিয়ে জেপিসিকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁর মতে, বিলটি মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ এবং কেন্দ্রের তরফে তাঁদের সম্পত্তির ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় মুসলিম সংগঠনগুলিও সরব। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্র ওয়াকফ বোর্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৪৪টি সংশোধনী প্রস্তাব করেছে। তাদের আরও অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য এই সংশোধনীগুলি নিয়ে আসছে।

বর্তমান ওয়াকফ আইন অনুযায়ী, যে কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণার অধিকার বোর্ডের হাতে থাকলেও নতুন সংশোধনীতে এই ক্ষমতা জেলা শাসক বা সমপদমর্যাদার আধিকারিকদের দেওয়া হবে। এছাড়া নতুন বিলে ওয়াকফ সম্পত্তি একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে নথিভুক্তিকরণের প্রস্তাবনা রয়েছে। বিরোধী দলগুলির বড় অংশ এবং বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন এই বিলকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করছে। গত মঙ্গলবার জেপিসির বৈঠকে অসংসদীয় আচরণের অভিযোগে এদিনের বৈঠক থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

### ওয়াকফ

# বিষ্ণোই গ্যাংয়ের কোপে বিহারের বাহুবলী সাংসদ

**পাটনা, ২৮ অক্টোবর :** এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকী খুনের পর বলিউডের সুপারস্টার সলমন খানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলায় অভিযুক্ত সলমন দীর্ঘদিন ধরে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নিশানায় রয়েছেন। সলমনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের শুটাররা বাবা সিদ্দিকীকে খুন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এবার বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকির মুখে বিহারের সাংসদ পাপ্পু যাদব। সোমবার এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ফোন করে তাঁকে খুনের হুমকি দিয়েছে বলে দাবি পাপ্পুর।

সাংসদ জানিয়েছেন, ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করেছেন। লরেন্সের বিরুদ্ধে মন্তব্য করলে তাঁকে খুন করা হবে বলে হুমকি দেয় ওই ব্যক্তি।

এখানেই শেষ নয়। ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি আরও জানিয়েছে, এই ফোন করার জন্য নাকি জেলের জ্যামার বন্ধ রাখতে ঘণ্টাপ্রতি ১ লক্ষ টাকা খরচ করেছে লরেন্স বিষ্ণোই। যদিও ফোনটি কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

হুমকির কথা চিঠি লিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে জানিয়েছেন পাপ্পু। । বাবা সিদ্দিকী খুন হওয়ার পর বাহুবলী সাংসদ বলেছিলেন, ‘ওদের গোটা গ্যাংকে আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে দেব।’ তার জেরেই পাপ্পুকে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকি ফোন বলে মনে করছে পুলিশ।

মানাবাড়ি চা বাগানের শেড ট্রি'র মগডালে চিতাবাঘ।

# মগডালে চিতাবাঘ

**ওদলাবাড়ি, ২৮ অক্টোবর :** দিনভর অন্য মেজাজেই মগডালে বসে চিতাবাঘ। কখনও লেজ নাড়িয়ে, আবার কখনও পাশের ডালে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করতে দেখা যায় তাকে। আর সেসব দেখতে সোমবার এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি ওদলাবাড়ি থেকেও দলে দলে মানুষ মানাবাড়ি চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে ভিড় করে। একসময় ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিশ ও বন দপ্তরের কর্মীদের।

এদিকে, শিরীষ গাছের মগডাল থেকে নামার কোনও লক্ষণ নেই ওই অপ্রাপ্তবয়স্ক চিতাবাঘের। খবর লেখা পর্যন্ত চিতাবাঘটি মগডালেই বসে। বনকর্মীদের ধারণা, সন্ধ্যা নামতেই এলাকা জনশূন্য হয়ে যাবে। তখন নিজেই চিতাবাঘটি মগডাল থেকে নীচে নেমে আসবে। প্রায় ৬০ ফুট উঁচু মগডাল থেকে নীচে ঝাঁপ দিলে যাতে তার কোনওভাবেই চোট না লাগে সেসব চিন্তা করে দুপুরের পর গাছের নীচে জাল বিছিয়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন মাল বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ ওয়ার্ডেন কিশলয় বিকাশ দেব।

সেখানে কোনও শ্রমিক মহল্লা নেই। পাশেই ঝোপঝাড় জঙ্গল পেরিয়ে ঘিস নদী। এদিন সকালে মানাবাড়ি চা বাগানে একটি ছায়া গাছের মগডালে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান শ্রমিকরা। বাগানের ম্যানেজার পবন ছেত্রী বলেন, 'বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে এদিন স্প্রে করার পরিকল্পনা ছিল। কাজ শুরুর আগে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বাগানের এক চৌকিদার কয়েকজন শ্রমিককে সঙ্গী করে ওই সেকশনে পৌঁছে দুটো চিতাবাঘ দেখতে পেয়ে দ্রুত আমাকে ফোন করেন। মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়ে একটি চিতাবাঘ পাশের জঙ্গলে পালিয়ে গেলেও অন্য আরেকটি সোজা গাছে উঠে পড়ে। এরপর শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ওই সেকশনে স্প্রে করার কাজ বাতিল করা হয়েছে।'

### বাংলা, সিকিমের নেতিবাচক প্রচারে চিন্তায় পর্যটন মহল

# বারবার গাড়ি বদলে বাড়ছে খরচ

**ভাস্কর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** বাংলা ও সিকিমের পর্যটনে এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। দিল্লি, হিমাচলপ্রদেশ কিংবা চেন্নাইয়ে একবার গাড়ি বুক করলে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আসা যায়। অথচ বাংলা এবং তার পড়শি পাহাড়ি রাজ্যে সেই সুবিধা খুব একটা পান না পর্যটকরা। বারবার গাড়ি বদলাতে হয় তাঁদের। এতে ট্যুরের খরচ বেড়ে যায় অনেকটা। এই পরিস্থিতির নেপথ্যে মূলত গাড়ির সিন্ডিকেট। যার ফলে তিতিবিরক্ত পর্যটকরা, সমস্যায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

গড় পরিসংখ্যান বলছে, দিল্লি ও চেন্নাইয়ের মতো রাজ্যে ঘুরতে গেলে পরিবহণ খাতে খরচ হয় ৩০ শতাংশ। বাংলা, সিকিমে ঘুরতে এলে একই ক্ষেত্রে ব্যয় হচ্ছে ৭০ শতাংশের কাছাকাছি। বহুবার এই ইস্যুতে মীমাংসার দাবিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। যদিও ছবিটা বদলায়নি খুব একটা।

অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের কনভেনার রাজ বসুর ব্যাখ্যায়, 'কেউ যদি চেন্নাই গিয়ে একটি গাড়িভাড়া করেন, তবে তিনি তামিলনাড়ু, কেরল এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ঘুরে আসতে পারবেন। অথচ দার্জিলিংয়ে ঘুরতে এলে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে গাড়ি বদল করে। এতে পর্যটকদের যাতায়াত বাবদ খরচ বৃদ্ধি পায়।'

পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, শিলিগুড়ি থেকে একজন পর্যটক গাড়িভাড়া করে দার্জিলিং পৌঁছালে তাঁকে গাড়ি বদলাতে হবে সাইট সিয়িংয়ের জন্য। আবার সিকিমে যাওয়ার জন্য নিতে হবে আরেকটি গাড়ি। লাভায় গেলে অন্যটি। এপ্রসঙ্গে রাজ বলছেন, 'পর্যটন ব্যবসায়ীরা দেশ-বিদেশে পর্যটনমেলায় অংশ নিয়ে পর্যটকদের এখানে আনতে উদ্যোগ নেন। পরবর্তীতে পরিবহণ খরচের কারণে পর্যটকদের সামনে লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয় তাঁদের।'

গাড়ির সিন্ডিকেট নিয়ে তিতিবিরক্ত পর্যটকরা। -সংবাদচিত্র

> কেউ যদি চেন্নাই গিয়ে একটি গাড়িভাড়া করেন, তবে তিনি তামিলনাড়ু, কেরল এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ঘুরে আসতে পারবেন। অথচ দার্জিলিংয়ে ঘুরতে এলে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে গাড়ি বদল করে। এতে পর্যটকদের যাতায়াত বাবদ খরচ বৃদ্ধি পায়।
>
> **রাজ বসু** কনভেনার, অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম

শুধু পর্যটক নন, বহু ট্রাভেল এজেন্ট মুখ ফেরাচ্ছেন এই কারণে। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'এই লড়াই আমাদের দীর্ঘদিনের। কঠিন লড়াই চলছে। আমাদের একটাই দাবি, পর্যটকরা যাতে নিশ্চিন্তে সব জায়গায় ঘুরতে পারেন। ইদানীং এদিকে তুলনামূলকভাবে পর্যটকের সংখ্যা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ, পরিবহণ খরচ। রীতিমতো আমাদের এলাকার নেতিবাচক প্রচার হচ্ছে।'

সম্রাট জানালেন, সরকারের কাছে তাঁদের দাবি, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেসিপ্রোকাল এগ্রিমেন্টের আগে যেন পর্যটকদের কথা মাথার রাখে। তাঁরা যেন একটা গাড়িতেই সুষ্ঠুভাবে সব জায়গা ঘুরতে পারেন। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটির যুগ্ম সচিব সোনম ভুটিয়াকে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি।

# সংগীতার মনোনয়ন বাতিলের দাবি

**দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর :** সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সংগীতা রায়ের মনোনয়নপত্র বাতিলের দাবিতে উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ জানাল বাম-কংগ্রেস। সোমবার সিতাই বিধানসভার উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি পর্ব চলাকালীন কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ ও বামফ্রন্টের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরুণকুমার বর্মা ৬ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কাছে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নকে চ্যালেঞ্জ জানান।

হরিহর বলেন, 'তৃণমূল প্রার্থী পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় স্বামী হিসাবে জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার নাম লিখেছিলেন। তাঁর ভোটার তালিকাতেও তাই ছিল। পরবর্তীতে বিধানসভা উপনির্বাচনে স্বামীকে বাদ দিয়ে বাবার নাম লিখেছেন। তিনি অনেক কিছু লুকোচ্ছেন। তাই তাঁর মনোনয়ন বাতিলের জন্য কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি।' বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। সংগীতার এসসি সার্টিফিকেট জাল বলেও অভিযোগ রয়েছে। সিতাই বিধানসভা এসসি রিজার্ভড হওয়ায় স্ক্রুটিনির সময় কংগ্রেস প্রার্থী অবজারভারের কাছে সংগীতার এসসি সার্টিফিকেট দেখতে চান। অবজারভার বিষয়টিতে রাজি থাকলেও তিনি চলে যেতেই রিটার্নিং অফিসার সার্টিফিকেট দেখাননি বলে অভিযোগ।

বামপ্রার্থীর বক্তব্য, 'সংগীতা স্বামীর নাম না লিখে বাবার নাম লিখেছেন। ভোটার কার্ডেও একেক সময় একেকটা দেখাচ্ছে। আমরা বিভ্রান্তিতে রয়েছি। তাই মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।' এনিয়ে সংগীতা মন্তব্য করতে চাননি। তবে তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায়ের দাবি, 'আমাদের প্রার্থী সমস্ত তথ্য এফিডেবিটের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কংগ্রেস হেরে যাওয়ার ভয়ে এসব বলছে।'

# চলছে পিজি

*প্রথম পাতার পর*

তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'পিজি কিংবা ভাড়াটিয়ার তথ্য দেওয়ার নির্দিষ্ট আইন রয়েছে। পুরনিগমকে না দিলেও স্থানীয় কাউন্সিলার কিংবা পুলিশকে বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে। আমরা মাইকিংও করি, কিন্তু কেউ সেই তথ্য দিতে চান না।'

শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শহরে এই মুহূর্তে পাঁচশোরও বেশি বাড়িতে পেয়িং গেস্ট থাকছেন। পেয়িং গেস্টদের জন্য সচরাচর একাধিক নিয়মকানুন তৈরি করেন বাড়ির মালিক। কিন্তু ইদানীং অধিকাংশ পিজিতেই সেইসব নিয়মকানুন মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে। হাকিমপাড়ার সদানন্দ দে সরকার বলছেন, 'আমাদের এলাকায় তো দেখি একের পর এক বাড়িতে পিজি। কারা থাকে, কোথা থেকে আসছে কিছুই জানি না। মাঝমধ্যে পাড়ায় প্রচুর অচেনা মুখ দেখি। এমনকি রাতেও আনাগোনা থাকে কতজনের। শহরের নিরাপত্তা তাহলে কোথায়?'

পুরনিগম বলছে, পিজির ব্যবসা চালাতে হলে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুর পাশাপাশি কত মেয়ে বা ছেলেকে রাখা হবে, কোথা থেকে তারা আসছে, কোন প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া বা চাকরিজীবী সেইসমস্ত তথ্যও দিতে হয়। কিন্তু কর এড়ানোর লোভে কেউই সেই তথ্য দেয় না পুরনিগমকে। ফলে একদিকে পুরনিগমের যেমন আয় মার খাচ্ছে, তেমনই প্রশ্নের মুখে পড়ছে শহরের নিরাপত্তা।

# জুতো সাফাইয়ে শিক্ষিকাকে শোকজ

**বিধান ঘোষ**

**হিলি, ২৮ অক্টোবর :** ছাত্রীকে দিয়ে জুতো পরিষ্কারের ঘটনায় জড়িত শিক্ষিকাকে শোকজ করল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। সোমবার ওই শিক্ষিকাকে শোকজের চিঠি পাঠান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা। ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন হিলি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক।

গত শুক্রবার হিলির লস্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে দিয়ে জুতো পরিষ্কার করানোর অভিযোগ ওঠে ওই স্কুলেরই সহকারী শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। সেই কাণ্ডে এদিন পদক্ষেপ করল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। ওই শিক্ষিকাকে শোকজ করে আগামী তিনদিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে।এপ্রসঙ্গে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা বলেন, 'আমরা ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। আজ ওই শিক্ষিকাকে শোকজ করেছি। আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে। সদুত্তর না পেলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।' নিজের কীর্তির সাফাই দিতে গিয়ে সহকারী শিক্ষিকা ত্রিনয়নী সাহা কুণ্ডু শনিবার বলেছিলেন, 'আমি অন্য কিছু ভেবে করিনি। যদি অন্যায় করে থাকি তাহলে ভবিষ্যতে আর করব না।

# ঝুলন্ত দেহ

**কিশনগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর :** কিশনগঞ্জ শহরের মিলনপল্লিতে এক কলেজ ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় সোমবার সকালে। স্থানীয় মাড়োয়ারি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী নিকিতা কর্মকার (১৯) বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকার লোহাগাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মিলনপল্লির শিব মন্দিরের পাশে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। সেখানে আরও কয়েকজন ছাত্রী ভাড়া থাকেন।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে অন্য ছাত্রীরা কোচিং সেন্টারে পড়তে যান। কিন্তু নিকিতার ঘরের দরজা বেলা দশটা পর্যন্ত বন্ধ থাকায় বাড়ির মালিক বন্ধ দরজা খোলার জন্য ডাকাডাকি করেন। দরজা না খোলায় সদর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এরপর পুলিশ পৌঁছে দরজা ভেঙে ওই ঘর থেকে নিকিতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার জানিয়েছেন, সন্দেহজনক অবস্থায় মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে। ফরেন্সিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এটি আত্মহত্যা না অন্যকিছু, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই জানা যাবে।

আলোয় সেজেছে হিলকার্ট রোড। সোমবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের ক্যামেরায়।

# প্রয়াত সৈরানি

**চাকুলিয়া, ২৮ অক্টোবর :** রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি হাফিজ আলম সৈরানি প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। সম্প্রতি তাঁর ক্যানসার ধরা পড়ে। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। দিনকয়েক আগে তাঁকে এসএসকেএমে স্থানান্তরিত করা হয়। সোমবার দুপুরে তিনি প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া চাকুলিয়ায়।

হাফিজ আলম সৈরানি

১৯৯৪ সালে রমজান আলির মৃত্যুর পর ফরওয়ার্ড ব্লকের টিকিটে গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন সৈরানি। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত রাজ্যের ত্রাণ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। তবে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রমজ এবং তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি পদে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া দলের অন্দরেও। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বুধবার চাকুলিয়ায় তাঁর পৈতৃক বাড়িতে দেহ নিয়ে আসা হবে।

চাকুলিয়া হাইস্কুলে ভূগোলের শিক্ষক ছিলেন সৈরানি। তবে রাজনীতির ময়দানে নামার জন্য ১৯৯৪ সালে শিক্ষকতার চাকরি ছাড়েন। চাকুলিয়া হাইস্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে বলেন, 'স্কুলের জন্য উনি যা করেছেন, সেজন্য আমরা ঋণী। ওঁর মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।'

কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের চাকুলিয়া ব্লক সভাপতি ইফতেখার আহমেদের বক্তব্য, 'উনি আমাদের অভিভাবক ছিলেন। সংগঠন চালাতে গিয়ে আমাদের ভুলত্রুটি হলে তা সংশোধন করে দিতেন। তাঁর মৃত্যুতে সংগঠনের ক্ষতি হল।' বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ বলেন, 'হাফিজ আলম সৈরানি আমার শিক্ষক ছিলেন। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।'

# হলুদ চিরকুটে

*প্রথম পাতার পর*

অর্থাৎ এককথায় উন্নয়নমূলক কাজের 'টেন্ডার বিক্রির' দায়িত্ব ওই ব্যক্তিগত সচিবই নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই ব্যক্তিগত সচিবের কাছ থেকেই অনলাইনে টেন্ডার আপলোড হওয়ার আগেই হলুদ চিরকুটে শীর্ষস্থানীয় কর্তার কাছে সওদা হওয়া এজেন্সির তালিকা যায়। হলুদ চিরকুটে তিনটি এজেন্সির নাম লেখা থাকে। যে এজেন্সি সব থেকে বেশি কমিশন দিচ্ছে তার নাম সবার উপরে লেখা হয়। এই চিরকুটে সই হয়ে ফেরত আসার পরই টেন্ডার আপলোড হয়। আগে থেকে নির্দিষ্ট হওয়া এজেন্সি ব্যতীত কোনও এজেন্সি টেন্ডারে অংশ নিয়ে ফেললে সেই এজেন্সির কর্তাকে ডেকে রীতিমতো ধমকান শীর্ষস্থানীয় কর্তার ব্যক্তিগত সচিব।

অভিযোগ, উত্তরকন্যার ক্যান্টিনেই এখন ঘুঘুর বাসা বসেছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পেটোয়া ঠিকাদারদের আড্ডা জমছে এখানেই।এই ক্যান্টিনের ওপরতলায় একটি ঘরে রীতিমতো কম্পিউটারে কমিশনের হিসাবনিকাশ লেখা হয়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ কাটমানির খবর তুলে ধরতেই হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছে দপ্তরের কর্তাদের। কয়েকটি এজেন্সির কর্তাদের ওপর শুরু হয়েছে বাড়তি 'নজরদারি'। দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য, প্রথম দিন থেকেই দাবি করে আসছেন, স্বচ্ছভাবেই কাজ হচ্ছে তাঁর দপ্তরে।

# পিসি চন্দ্রের ধনতেরাস অফার

**নিউজ ব্যুরো**

**২৮ অক্টোবর :** ধনতেরাস উদযাপনে দারুণ সমস্ত অফার নিয়ে এল পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স। ৮৫ বছর ধরে তারা তাদের গুণমান দিয়ে উপভোক্তাদের বিশ্বাস, ভরসা অর্জন করেছে। সমৃদ্ধির উৎসবে ক্রেতারা পেয়ে যাবেন হিরের গয়নার মজুরির ওপর ২৫ শতাংশ ছাড়। সঙ্গে থাকছে হিরে ও গ্রহরত্নের ওপর ১০ শতাংশ ছাড়।

এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব উপহার। ৫০ হাজার টাকার ওপর কেনাকাটায় মিলবে পাঁচ গ্রাম ওজনের একটি রুপোর কয়েন। ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কেনাকাটায় মিলবে ৫০০ মিলিগ্রামের একটি সোনার কয়েন। পাশাপাশি থাকছে লাকি ড্র'র মাধ্যমে দুই কেজির সোনার কয়েন জেতার সুবর্ণ সুযোগ।

# টেট নয়

*প্রথম পাতার পর*

ওই 'অবৈধ সংরক্ষণ' বাতিল করলে মমতা তাঁর ভোটব্যাংক হারাবেন। অপরদিকে আদালতের নির্দেশ না মানলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হবে। এজন্য টেট বন্ধ করে দেওয়া হল।'

২০২২ সালের টেটে প্রায় ৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী ছিলেন। উত্তীর্ণ হন দেড় লক্ষ। ২০২৩ সালে পরীক্ষা দেন ২ লক্ষ ৭২ হাজার। কিন্তু উত্তীর্ণদের তালিকা এখনও প্রকাশ করেনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। গৌতমের যুক্তি, 'কিছু আইনি জটিলতায় ফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না।'

২০২২ সালে টেট পাশ ডিএলএড ঐক্যমঞ্চের সভাপতি বিদেশ গাজি বলেন, 'আজই বিকাশ ভবনে শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মহাদেব সোরেনের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, পর্ষদ শূন্যপদ চেয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না।'

# মদ সহ ধৃত

**কিশনগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর :** বিহারের আরারিয়া পুলিশ সোমবার সকালে আরারিয়ার নরপতগঞ্জের ৫৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালায়। সে সময় সেখানে অসম থেকে বিহারের মজফফরপুরগামী একটি ট্রাক থেকে প্রায় ৬ হাজার লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। মদ চোরাচালানে ব্যবহৃত ট্রাক সহ দুজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত রবি কুমার ও দুর্গেশ কুমার উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের বাসিন্দা। পুলিশ সুপার অমিত রঞ্জন জানিয়েছেন, এই বিপুল পরিমাণ বাজেয়াপ্ত বিদেশি মদের আনুমানিক বাজার মূল্য এক কোটি টাকার বেশি।

# ফের ধস

**শিলিগুড়ি, ২৮ অক্টোবর :** সোমবার দুপুরে সিকিমের বরধাং এলাকায় ধস নামায় দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। বিকেলের দিকে ধস সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হলেও দীর্ঘসময় রাস্তা আটকে থাকার কারণে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। এদিন ধস নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশাসনের তরফে ধস সরানোর কাজ শুরু হয়ে যায়।

# বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে কলকাতা

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** ফের বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে জায়গা করে নিল কলকাতা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে নিজেই এই খবর জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা স্যাভিলস গ্রোথ হাব ইনডেক্সের সমীক্ষায় পর্যটনের নিরিখে বিশ্বের সেরা শহরগুলির মধ্যে ১৯তম স্থান পেয়েছে কলকাতা। ধারাবাহিক উন্নয়নের নিরিখে ১১তম স্থানে রয়েছে কল্লোলিনী তিলোত্তমা। শুধু তাই নয়, গোটা বিশ্বের মেট্রো শহরগুলির মধ্যে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'কলকাতার প্রত্যেকের সহযোগিতা ছাড়া এই স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমাদের শহর সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করে, কীভাবে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা সহাবস্থান করতে পারে এবং কীভাবে উন্নয়ন পরিবেশ সচেতনতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারে।' তিনি লেখেন, 'প্রত্যেক কলকাতাবাসীর সমর্থন ছাড়া এই স্বীকৃতি সম্ভব হত না। একসঙ্গে আমরা একটি শহর গড়ে তুলছি। যা তার ঐতিহ্যকে সম্মান করে, উন্নয়নের সঙ্গে এগিয়ে যায় এবং পরিবেশের যত্ন নেয়। আসুন আরও উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যকর এবং আরও সমৃদ্ধ কলকাতার জন্য একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাই।'

এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার নানা বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলার দুর্গাপুজো পেয়েছে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি। সুন্দরবনে তৈরি হওয়া দুধ কয়েকদিন আগেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। ফের আন্তর্জাতিক খেতাব পেল 'সিটি অফ জয়'। এখন কলকাতায় গঙ্গা আরতির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যা দেখতে সাধারণ মানুষের আগ্রহও রয়েছে যথেষ্ট। কলকাতা শহরের উন্নয়নও সাধারণ মানুষের চোখে ধরেছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মানোন্নয়ন, সামাজিক সুযোগসুবিধা প্রদান, পর্যটনক্ষেত্রগুলিকে ঢেলে সাজানো সহ একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্বের সেরা ২৫টি শহরের মধ্যে কলকাতা ছাড়াও রয়েছে রাজস্থানের জয়পুর ও উদয়পুর।

# মহিলাদের দর বাড়ে ভোটের মুখে

*প্রথম পাতার পর*

পঞ্জাবে হাজার টাকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ওডিশায় সুভদ্রা প্রকল্পে বলা হয়েছে, ২১ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত মহিলারা পাঁচ বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা পান। বছরে দশ হাজার। তামিলনাড়ুতে আবার মেয়ে জন্মালে তার নামে ৫০ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করে দেওয়া হয়। ১৮ বছর বয়সে তা তোলা যায়। এছাড়া কলাইনার মাগালির উরিমাই প্রকল্পে মাসে হাজার টাকা তো আছেই। কর্ণাটকে আবার আছে গৃহলক্ষ্মী। মাসে ১ কোটি ২৮ লাখ মহিলা পান দু'হাজার টাকা। ডান-বাম, বিজেপি-অবিজেপি সিঙ্গল ইঞ্জিন হোক বা ডাবল ইঞ্জিন কোনও সরকারই বাকি নেই। আগে নানারকম সমালোচনা করলেও এখন সবাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পথেই পা মিলিয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আরও কত কী। দিল্লি, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরলে মহিলাদের সরকারি বাসে ফ্রি, টিকিট কাটতে হয় না। এই তো কিছুদিন আগেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'রেউড়ি' সংস্কৃতি নিয়ে কত কথা বলতেন। ভোটের আগে ভেট দেওয়া নিয়ে এখন কিছু বলতে শোনেন তাঁকে?

মোদ্দা কথা হল, মুখে যে যাই বলুক, ভোট চাই। ভোটের জন্য মহিলাদের সমর্থন চাই। আর তার জন্যই চাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। দলমত কোনও ব্যাপারই নয়। তাই বলছিলাম, যে দেশে মহিলাদের কদর নেই, যেখানে ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসা রোজকার ব্যাপার, সেখানে মহিলাদের দর বাড়ে কেবল ভোটের মুখে।

# দুই রাজ পরিবারে

*প্রথম পাতার পর*

বড়োতারার পরনে থাকে বাঘের ছালের বসন। দেবীর পায়ের তলায় শিব লম্বালম্বিভাবে অর্থাৎ বড়োতারার একেবারে মুখোমুখি থাকেন। দেবীর দু'পাশে দুটি শিয়াল থাকে। বাঁদিকে দেবীর নীচের হাতে রক্তের বাটি ও ওপরের হাতে সুন্দি এবং ডানপাশে উপরের হাতে খাড়া ও নীচের হাতে বিশেষ ধরনের অস্ত্রকাটার থাকে।

পুজোর আগে বিশেষ পুলিশ পাহারায় দেবীকে সোনা ও রুপোর গয়না পরানো হয়। সোনা-রুপোর তৈরি ১০৮টি নরমুণ্ডের মালা, সোনার চাপ কলিহার, সোনার কাঠির মালা, সোনার টিপ, সোনার নথ, মাথার ওপরে ওরচাঁদ পরানো হয়। দেবীর পুজোয় রুপোর তৈরি রেকাবি, গ্লাস, চন্দন বাটি, পানপাত্র, বাটি, শঙ্খ-ত্রিপদী ব্যবহার করা হয়।

জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে কালীপুজোর দিন প্রথা মেনে দুপুরের কিছু আগে কষ্টিপাথরের দেবীমূর্তিকে স্নান করানো হবে। স্নান করাবেন রাজ পরিবারের পুত্রবধূ। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা সেই সময় উপস্থিত থাকবেন মণ্ডপে। এখানে দেবী অষ্টভুজা। তাঁর দুই হাতে থাকে খড়্গ ও রুপোর মুণ্ডমালা। বাকি ছয় হাতে দেবী আশীর্বাদ করেন। স্নান শেষে লাল বেনারসিতে দেবীকে সাজানো হয়। হাতে-কানে-গলায় পরানো হয় সোনার অলংকার।

মদনমোহনবাড়িতে বড়োতারার পুজোয় বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পী প্রভাত চিত্রকর প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। মদনমোহনবাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরে আগামী বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা থেকে পুজো শুরু হবে। প্রতিমার উচ্চতা হবে সাড়ে সাত হাত। বড়োতারার পুজো করবেন পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'প্রথা অনুযায়ী পাঁঠা, মেষ (ভেড়া), পায়রা, মাগুর মাছ ও হাঁস বলি দেওয়া হবে।'

মহারাজা ফণীন্দ্রদেবের আমলে শুরু হয়েছিল জলপাইগুড়ি রাজপরিবারে কালীপুজো। রাজ পরিবারের পুরোহিত শিবু বলেন, 'সন্ধ্যা ৫টায় রাজবাড়ির পুজো শুরু হবে। রাত ১১টায় পুজো শেষ হবে। পুজোর সময়ে রাজ পরিবারের সদস্যরা সবাই উপস্থিত থাকেন মণ্ডপে।' দেবী জাগ্রত বলে ভক্তদের ঢল নামে এখানে।

ইতিহাস আর বিশ্বাসের মেলবন্ধনে বিশেষ মাত্রা পায় দুই পরিবারের পুজো।

### রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় ফসলের সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত

# ভূত নয়, জীবাণু প্রতিরোধক জিন সর্ষেতে

**চন্দ্রনারায়ণ সাহা ও সম্বিত গুপ্ত**

**রায়গঞ্জ, ২৮ অক্টোবর :** জলবায়ু পরিবর্তনের এইসংকটময় সময়ে, শস্য উৎপাদন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। যার সরাসরি প্রভাবের মধ্যে অন্যতম ব্র্যাসেকেসি (সর্ষে) পরিবারের ফসলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস। বিশেষত ব্র্যাসেকেসি রাপা ইত্যাদি কেবল আমাদের খাদ্য চাহিদাই মেটায়না। দৈনন্দিন জীবনে এদের বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। এই উদ্ভিদগুলি ভোজ্যতেল উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি দূষিত মাটি পরিশোধনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এইগুলির। এমতাবস্থায় এই গুরুত্বপূর্ণ ফসলের সংরক্ষণ গবেষণার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সৌমিতা পোদ্দার ও তাঁর ছাত্রী গবেষিকা সায়নী দাস লাহা।

ডঃ পোদ্দার জানান,'আমি এবং আমার পিএইচডি শিক্ষার্থী সায়নী দাস লাহা গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে ব্র্যাসেকেসি রাপাতে ৩৬৭টি ছত্রাক প্রতিরোধী এবং ৯৮২টি লবণাক্ততা প্রতিরোধী জিন রয়েছে।এর মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ জিন উভয় ধরনের প্রতিবন্ধকতা রুখতে সক্ষম। ব্র্যাসেকেসির আরেক প্রজাতি জুন্সিয়ায় এই জিনগুলির আটটি সদৃশ জিন পাওয়া গেছে, যা এই প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলাতে একইভাবে সক্ষম করে তুলেছে এই প্রজাতি গুলিকে। আমাদের এই গবেষণার ফলাফল খুবই ইতিবাচক। প্রতিরোধী জিনগুলির খোঁজ পাওয়ার মানে হল, আমরা এখন জানি কীভাবে সর্ষে ফসলগুলিকে আরও শক্তিশালী করা যায়।'

গবেষক ডঃ সৌমিতা পোদ্দার

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফসল উৎপাদন বিপদের মুখে পড়েছে। একজন সাধারণ কৃষক এখন যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন, যেমন মাটিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া বা ছত্রাকের আক্রমণ, সেগুলোর প্রতিরোধে এই গবেষণা নতুন দিশা দেখাবে। বিশেষত সর্ষের ক্ষেত্রে অল্টারনারিয়া জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণ এক দুশ্চিন্তার বিষয়। এই প্রেক্ষিতে ডঃ পোদ্দারের আবিষ্কৃত জিনগুলো ব্যবহার করে ভবিষ্যতে এমন ফসলের জাত তৈরি করা যাবে যা, যে কোনও প্রতিকূলতায় টিকে থেকে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সর্ষে গোত্রের বিবর্তনের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, এদের জিনোমে বারবার মিউটেশন ঘটেছে, যার ফলে তৈরি হয়েছে একটি জটিল জেনেটিক কাঠামো। এই জটিল জেনেটিক কাঠামোয় এমন সব প্রতিরোধী জিন খুঁজে বের করার সুযোগ করে দিচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ফসলের জাত উদ্ভাবনে সহায়ক হবে। প্রতিরোধী জিনগুলির সঠিক শনাক্তকরণ এবং তাদের কার্যপ্রণালীর বিশদ বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে এমন ফসলের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে যা ফসলের গুণমানের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে ও আগামী প্রজন্মের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। প্রাথমিকভাবে প্রখ্যাত জার্নাল 'প্ল্যান্টা'তে রিভিউ আকারে এই কাজ প্রকাশিত হয়েছে।

ফাঁস ব্যালন ডি'অর প্রাপকের নাম

# পুরস্কার উঠছে ভিনির হাতে

**প্যারিস, ২৮ অক্টোবর :** ভারতীয় সময় সোমবার রাত ১২.৩০ মিনিটে প্যারিসের থিয়েটার দু শাতলে বসতে চলেছে ব্যালন ডি'অরের মঞ্চ। পুরস্কারের জন্য ৪ সেপ্টেম্বর ৩০ জনের নাম মনোনীত করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগেই সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে ফাঁস হয়ে গিয়েছে পুরস্কার প্রাপকের নাম। দেখা যাচ্ছে ৬৩০ পয়েন্ট নিয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে প্রথমবার ব্যালন ডি'অর পেতে চলেছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। যদিও খবর রটেছিল, রিয়ালের কোনও ফুটবলার এবার ব্যালন ডি'অর পাচ্ছে না বলে তাঁরা পুরস্কার অনুষ্ঠান বয়কট করতে চলেছে। গত মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদকে ভিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এনে দিয়েছিলেন। দুই নম্বরে নাম রয়েছে স্পেনের মিডফিল্ডার রড্রির। কয়েকমাস আগে স্পেনের ইউরো কাপ জয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বর্তমানে অবশ্য তিনি চোটের কারণে মাঠের বাইরে। যা হয়তো ভোটিং প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলেছে। ৫৭৬ পয়েন্ট নিয়ে রড্রি অনেকটাই পিছিয়ে ভিনির থেকে। তিন নম্বরে রিয়ালের আরও এক ফুটবলার জুডে বেলিংহাম। ৪২২ পয়েন্ট পেয়েছেন বলে পোস্টে দেখা গিয়েছে। চার ও পাঁচে যথাক্রমে কিলিয়ান এমবাপে এবং হ্যারি কেন।

# হোয়াইটওয়াশ এড়াতে মরিয়া রোহিত-গম্ভীর

ভারতীয় ক্রিকেটাররা মুম্বইয়ে পৌঁছে গিয়েছেন। বুধবার দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও রয়েছে।

**মুম্বই, ২৮ অক্টোবর :** জোর কা ঝটকা ধীরে সে! ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। অতীত সাফল্যের কথা ভুলে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন গেল গেল রব উঠেছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রাক্কালে টিম ইন্ডিয়ার জন্য পরিস্থিতি মোটেও সুখকর নয়।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টের পাশে টিম ইন্ডিয়া সিরিজও হারবে, কে জানত। অথচ ঘরের মাঠে সেটাই ঘটেছে। আর তারপরই ভারতীয় দলকে নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনার বন্যা। প্রশ্ন উঠেছে, ঘরের মাঠে টম ল্যাথামের নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কি হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় পড়তে হবে টিম ইন্ডিয়াকে?

কী হলে কী হবে, ১ নভেম্বর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট শুরু হলেই বোঝা যাবে। তার আগে কিউয়িদের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়াতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কোচ গৌতম গম্ভীররা। তিনদিনে পুনে টেস্ট শেষ হওয়ার পর ক্রিকেটমহলের নজর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দিকে। ১ নভেম্বর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড টেস্ট শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা মুম্বইয়ে পৌঁছেও গিয়েছেন। বুধবার দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও রয়েছে। তার আগে আজ বাণিজ্যনগরীতে অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গম্ভীরের গোপন বৈঠকের খবর রাতের দিকে সামনে এসেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা-র সঙ্গেও তাঁরা আলাদাভাবে কথা বলেছেন। দলের ব্যাটিংয়ে কেন বারবার সমস্যা হচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করছেন রোহিতরা। তাছাড়া ব্যাটারদের একই ভুল বারবার হওয়ার কারণে দলের অন্দরে যথেষ্ট উদ্বেগও রয়েছে।

এমন উদ্বেগ কাটবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে মিশন অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টেস্টে নিজেদের মেলে ধরতে মরিয়া রোহিত-বিরাটরা। ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, আসন্ন ওয়াংখেড়ে টেস্টে পূর্ণ শক্তি নিয়েই নামতে চলেছেন রোহিতরা। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে জসপ্রীত বুমরাহকে ওয়াংখেড়ে টেস্টে বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনাও বাতিল করেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ছন্দে ফিরতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়ার একরাশ উদ্বেগের মাঝে সোনালি রেখা হিসেবে আজ হাজির হয়েছেন বুমরাহ। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে তাঁর জন্য এসেছে ঢালাও প্রশংসা। অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আজ বলে দিয়েছেন, ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই বুমরাহ সর্বকালের সেরা হওয়ার পথে। ম্যাক্সওয়েলের কথায়, 'নিশ্চিতভাবেই বুমরাহ বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার। আমার খেলা সেরা বোলারদের তালিকাতেও সবার আগেই রাখব ওকে। আমি নিশ্চিত, বুমরাহ ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই সর্বকালের সেরা হতে চলেছে।'

**বুমরাহ বন্দনায় ম্যাক্সওয়েল**

নিশ্চিতভাবেই বুমরাহ বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার। আমার খেলা সেরা বোলারদের তালিকাতেও সবার আগেই রাখব ওকে। আমি নিশ্চিত, বুমরাহ ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই সর্বকালের সেরা হতে চলেছে।

**গ্লেন ম্যাক্সওয়েল**

# মোদির মুখে এল ক্লাসিকো

*স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো স্যাঞ্চেজের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। ভদোদরায় সোমবার। -এএফপি*

**ভদোদরা, ২৮ অক্টোবর :** বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা কী? উত্তরটা নিঃসন্দেহে ফুটবল। সেই ফুটবলকে সামনে রেখেই স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারতের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে রয়েছে স্পেনের দুই শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক। গত শনিবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের দ্বৈরথ ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়েছিল এদেশেও। এবারের এল ক্লাসিকোয় শেষ হাসি হেসেছে বার্সেলোনা। সেই কথা শোনা গেল মোদির মুখেও।

ভারত সফরে এসেছেন স্পেনের রাষ্ট্রপ্রধান পেড্রো স্যাঞ্চেজ। সোমবার সকালে গুজরাটের ভদোদরায় একটি এয়ারক্রাফট কমপ্লেক্স উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোদি। সঙ্গী ছিলেন স্প্যানিশ রাষ্ট্রপ্রধান। দুইজনে একটি রোড শো-তেও অংশ নেন। সেখানেই মোদি বলেছেন, 'স্প্যানিশ ফুটবল ভারতেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। এল ক্লাসিকোয় বার্সেলোনার দুর্দান্ত জয় তো এই মুহূর্তে এদেশেও চর্চায়। স্পেনের মতো ভারতেও দুই দলের লড়াই সমর্থকদের কাছে জনপ্রিয়।' ফুটবল দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করছে বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

# দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কোচ ভিভিএস

**মুম্বই, ২৮ অক্টোবর :** ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ শেষের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবে টিম ইন্ডিয়া। ৪ নভেম্বর সূর্যকুমার যাদবদের জোহানেসবার্গ রওনা হওয়ার কথা। আসন্ন সেই সিরিজে কোচ হিসেবে যাচ্ছেন না গৌতম গম্ভীর। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ কোচের দায়িত্ব পালন করবেন।

রাহুল দ্রাবিড় যখন টিম ইন্ডিয়ার কোচ ছিলেন, সেই সময় বেশ কয়েকবার জাতীয় দল নিয়ে বিদেশ সফরে গিয়েছেন ভিভিএস। এবারও তিনিই যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। কারণ, সূর্যকুমারদের মিশন দক্ষিণ আফ্রিকার চার ম্যাচের টি২০ সিরিজের সঙ্গে সমস্যা তৈরি হয়েছে রোহিত শর্মাদের অস্ট্রেলিয়া সফরের। ৫ নভেম্বর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শেষ হচ্ছে রোহিতদের। তারপরই রোহিত, বিরাট কোহলিদের স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে রওনা হওয়ার কথা। পারথে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্ট শুরু ২২ নভেম্বর। তাই স্যর ডনের দেশে আগে হাজির হয়ে পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন ভারতীয় ক্রিকেটারদের। সেই কারণেই রোহিতদের নিয়ে কোচ গম্ভীর উড়ে যাবেন অস্ট্রেলিয়ায়। আর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে চার ম্যাচের টি২০ সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দায়িত্ব সামলাবেন ভিভিএস। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ এমন তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় চার ম্যাচের টি২০ সিরিজের সময় কোচ ভিভিএসের সহকারি হিসেবে সাইরাজ বাহুতুলে, হৃষীকেশ কানিতকার ও শুভদীপ ঘোষ থাকবেন। তাঁরা সকলেই বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভিভিএসের সহকারী হিসেবে কাজ করেন।

## সাফকে চিঠি এআইএফএফএ-র

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** রবিবার নেপালের কাছে হেরে মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নিয়েছে ভারত। তবে রেফারির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে প্রায় ১ ঘণ্টা ম্যাচ খেলেনি নেপাল। তাতেই ছন্দপতন হয় ভারতের মেয়েদের। গোটা ঘটনায় নিজেদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে দক্ষিণ এশিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিচ্ছে এআইএফএফ। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দাবি, এর আগে একইরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলকে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, ফেডারেশনের কাছে ফুটবলারদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

# টিকে থাকাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** আইএসএলে টানা ছয় ম্যাচ হারের পর এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে গিয়ে প্রথম ম্যাচে ড্র। এই এক পয়েন্ট আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে নাকি পারো এফসি-র মতো দলকে হারাতে না পারায় ফুটবলাররা হীনমন্যতায় ভুগবেন, তা সময়ই বলবে। তবে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে তুলনায় শক্তিশালী বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ জিততেই হবে ইস্টবেঙ্গলকে।

**এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে**
**বসুন্ধরা কিংস বনাম ইস্টবেঙ্গল**
**সময় :** রাত ৮.৩০ মিনিট
**স্থান :** চাংলিমিথাং

প্রতিপক্ষ হাতের তালুর মতো চেনা লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর। লম্বা সময় এই ক্লাবেই কোচিং করিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়ার আগে। আপাতত অবশ্য বর্তমান দলকে শারীরিক, টেকনিকাল দিকের সঙ্গে মানসিকভাবে চাঙ্গা করতেই সময় যাচ্ছে তাঁর। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সেই কথাই বেরিয়ে এল তাঁর মুখ দিয়ে, 'এই ম্যাচটা আমাদের কাছে মাস্ট উইন গেম। তাই প্রতিদিনই ছেলেদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করতে কথা বলছি। আমরা যদি এত বড় প্রতিযোগিতায় এসে গ্রুপ লিগ পর্যায় পার করার জন্য উজ্জীবিত না হই তাহলে বলতেই হবে, দলের সমস্যা গভীর। তবে আমার মনে হয়, ছেলেরা পরিস্থিতিটা বুঝতে করতে পারছে। এবং ওরা তৈরি। জিততে পারলে তো খুবই ভালো। নাহলে অন্তত একটা ড্র আমাদের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে রেখে দেবে।' প্রতিপক্ষের বেশ কিছু ফুটবলার তাঁর চেনা। তাঁদের খেলার ধরনও জানা। তবু এখন পরিস্থিতি অন্য বলে মনে করছেন ব্রুজোঁ, 'কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, এটা ঠিক। তাছাড়া আগের ম্যাচে ওদের খেলা আমি দেখেছি বলে ওদের কোচের কিছু পরিকল্পনা আন্দাজ করতে পারছি। তবু সবকিছু বোঝা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রতিপক্ষ নয়, আমরা নিজেদের নিয়ে ভাবছি। কারণ ম্যাচটা আমরা নিজেরা কী করব, তার উপর নির্ভর করছে।'

ইস্টবেঙ্গলে এই মুহূর্তে চোট-আঘাত আর তেমন নেই। বরং এএফসি-তে গিয়ে একাধিক বিদেশি খেলাতে পারাটা বাড়তি সুবিধা। গোল পেয়ে প্রাথমিক জড়তা কাটাতে পারবেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও। দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার হেক্টর ইউস্তে জানাচ্ছেন কৃত্রিম ঘাসের মাঠ বা আবহাওয়া নিয়ে তাঁরা চিন্তিত নন। তবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে থাকার সময়ে তিনি যেহেতু বসুন্ধরার বিপক্ষে খেলেছেন গত মরশুমে তাই দলটা সম্পর্কে ধারণা থেকেই জানিয়ে দেন, প্রতিপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী। ইউস্তের মন্তব্য, 'গত বছর দেখেছি ওরা খুবই শক্তিশালী দল। বিশেষ করে বিদেশিরা দুর্দান্ত। ঘরের মাঠে ড্র ও ঢাকায় গিয়ে ১-২ গোলে হেরে যাই। এবারের দল সম্পর্কে জানি না। তবে আমাদের জিততেই হবে।' দলে কোনও পরিবর্তন হবে কি না তার কোনও আভাস ব্রুজোঁ এদিন দেননি। তবে এই ম্যাচ জিতে টিকে থাকতে সেরা দলটাই যে লাল-হলুদ কোচ নামাতে চলেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

**দলকে উজ্জীবিত করে চলেছেন ব্রুজোঁ**

*বসুন্ধরা ম্যাচের প্রস্তুতিতে জিকসন সিং, নন্দকুমার শেখর ও সাউল ক্রেসপো।*

# আম্পায়ারিং নিয়ে ক্ষোভ বাংলা দলের

**কেরল-২৬৭/৭**

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৮ অক্টোবর :** গজরাচ্ছিলেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা!

এটাকে আম্পায়ারিং বলে? এমন আম্পায়ারিং চলতে থাকলে ভারতীয় ক্রিকেটের মান আরও নষ্ট হবে।

সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলা বনাম কেরলের ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে রীতিমতো ক্ষোভে ফুটতে ফুটতে মাঠ থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বাংলার কোচ। তাঁর এমন ক্ষোভ ও আচরণ স্বাভাবিক।

**ঈশানের পাঁচ**

কেরলের বিরুদ্ধে গতকাল খেলা শুরুর পর বাংলার শুরুটাও ভালো হয়েছিল। বল হাতে মরশুমের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ঈশান পোড়েল (৮৩/৫) দলকে ভরসাও দিয়েছিলেন। আজ বদলে গেল ছবিটা। তার জন্য সল্টলেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষ্প্রাণ পিচ যেমন দায়ী, তেমনই কাঠগড়ায় ম্যাচের দায়িত্বে থাকা আম্পায়াররা। বাংলার এগিয়ে চলার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ানো জলজ সাক্সেনা (৮৪) ৭২ রানে স্লিপে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারের হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে জীবন পাওয়া আগে তাঁকে অক্সিজেন দিয়েছিলেন আম্পায়াররা। ব্যক্তিগত ১৭ ও ৩৭ রানের মাথায় শাহবাজ আহমেদের বলে এমন দুটি এলবিডব্লিউ তাঁকে না দিয়ে বাংলা শিবিরের ক্ষোভের সামনে আম্পায়াররা। অভিজ্ঞ জলজ যদি আগে আউট হতেন, তাহলে তৃতীয় দিনের শেষে কেরলের রানটা ২৬৭/৭ পৌঁছে যেত না। গতকালের ৫১/৪ থেকে শুরু করে আজ তৃতীয় দিনের শুরুতে ঈশানই ধাক্কা দিয়েছিলেন কেরলকে। কিন্তু আম্পায়ারের দাক্ষিণ্যে দু'বার (মোট তিনবার) জীবন পেয়ে বাংলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলেন জলজ। দোসর হিসেবে সঙ্গে পেলেন সলমন নিজার (অপরাজিত ৬৪) ও মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে (অপরাজিত ৩০)।

গতকাল খেলা শুরুর সময়ই বোঝা গিয়েছিল সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের বাইশ গজ নিষ্প্রাণ। খেলা শুরু থেকে বল নীচিও হচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রেখে শৃঙ্খলার বোলিং করে দলকে ভরসা দেওয়ার কাজটা করেছিলেন ঈশান। বল হাতে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, প্রদীপ্ত প্রামাণিকরাও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত 'ভুল' হলে কারই বা কী করার আছে। দিনের খেলার শেষে ব্যাকফুটে থাকা বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'ওদের স্কোরটা শেষ পর্যন্ত কত হবে, জানি না। কিন্তু যাই হোক না কেন, আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে প্রথম ইনিংসে লিড পাওয়ার জন্য ঝাঁপাব আমরা। দেখা যাক কী হয়।'

বিহার ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট প্রাপ্তির পর কেরল ম্যাচে তিন পয়েন্ট না এলে নকআউটের লক্ষ্যে সমস্যা বাড়বে বাংলার।

*জলজ সাক্সেনা ও সলমন নিজারের ১৪০ রানের জুটিতে চাপে বাংলা।*

# ধোনিকে স্টাম্পিংয়ের পাঠ দেন স্ত্রী সাক্ষী

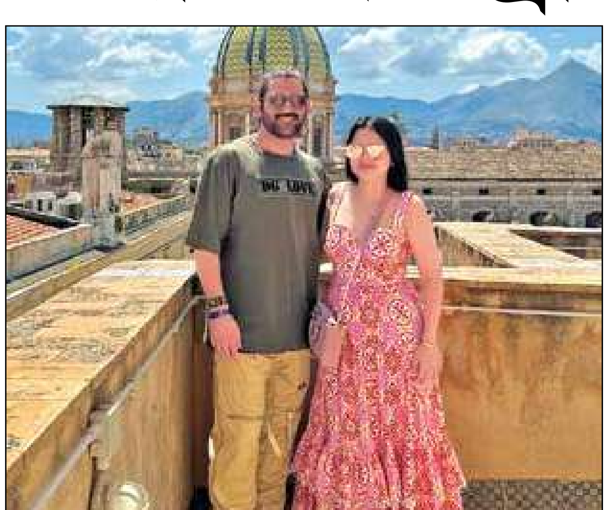

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** তড়িৎ গতিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেওয়া সিদ্ধান্ত বহু ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিয়েছে। সেই তাঁকে বাড়িতে টিভিতে খেলা দেখতে বসে স্ত্রী সাক্ষীর থেকে শুনতে হয়েছিল, 'তুমি স্টাম্পিংয়ের নিয়ম জানো না।' খোদ ধোনি একটি অনুষ্ঠানে ফাঁস করেছেন যা। বলেছেন, 'একদিন বাড়িতে সাক্ষীর সঙ্গে বসে একটি ৫০ ওভারের ম্যাচ দেখছিলাম। সাধারণত ওর সঙ্গে বাড়িতে ক্রিকেট নিয়ে কথা হয় না। সেদিন এক ব্যাটার ওয়াইড বলে চালাতে গিয়ে স্টাম্পড হন। ফিল্ড আম্পায়ার তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত ঘোষণার দায়িত্ব দিলেও ব্যাটার ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটা লাগায়। যা দেখে সাক্ষী বলে, ওয়াইড বলে তো স্টাম্পিং হয় না। দেখো তৃতীয় আম্পায়ার ওকে ঠিক ডেকে নেবে।' এরপর মাহি স্ত্রীর ভুল ভাঙাতে বলেছিলেন, 'নো বলে স্টাম্পিং হয় না, ওয়াইড বলে হয়।' যা বলার পরই স্ত্রীর বিস্ময়কর উক্তি চমকে দিয়েছিল ধোনিকে।

আগামী বছরের আইপিএলে খেলার জল্পনা ইতিমধ্যেই তৈরি করে দিয়েছেন তিনি। সেইমতো চেন্নাই সুপার কিংসও আইপিএলের আসন্ন নিলামের আগে ধোনিকে 'আনক্যাপড' প্লেয়ার হিসেবে রিটেইন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এর মাঝেই গতবারের আইপিএলে আট নম্বরে ব্যাটিং করতে নামার কারণ প্রকাশ্যে আনলেন মাহি।

ফিনিশার ধোনিকে বরাবার দেখে এসেছে ক্রিকেটবিশ্ব। কিন্তু গত বছরের আইপিএলে শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজাদের পর ব্যাট হাতে নেমেছেন ধোনি। যা ভক্তদের অবাক করেছিল। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই সিএসকে-র স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু আটে নামার কারণ প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের 'মহেন্দ্রবাবু' বলেছেন, 'আমি খুব সহজ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। যদি দলের বাকিরা নিজেদের ভূমিকা যথাযথ পালন করে, তাহলে কেন আমি উপরে ব্যাটিং করব? গতবারের আইপিএলের কথাই যদি ধরেন, তাহলে চলতি বছর টি২০ বিশ্বকাপ ছিল। আইপিএলের পরই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা হত। তাই চেয়েছিলাম, সিএসকে-র ভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের (জাদেজা, দুবে) স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের ব্যাটিং অর্ডারে এগিয়ে দিতে। আমি দেশের জার্সিতে অবসর নিয়েছি। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই। তাই ব্যাটিং অর্ডারে নীচের দিকে নেমেই আমি খুশি। দলও আমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিল। আমার জায়গায় অন্য কেউ ফিনিশারের দায়িত্ব পালন করলে কোনও সমস্যা নেই।'

একদিন বাড়িতে সাক্ষীর সঙ্গে বসে একটি ৫০ ওভারের ম্যাচ দেখছিলাম। সাধারণত ওর সঙ্গে বাড়িতে ক্রিকেট নিয়ে কথা হয় না। সেদিন এক ব্যাটার ওয়াইড বলে চালাতে গিয়ে স্টাম্পড হন। ফিল্ড আম্পায়ার তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত ঘোষণার দায়িত্ব দিলেও ব্যাটার ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটা লাগায়। যা দেখে সাক্ষী বলে, ওয়াইড বলে তো স্টাম্পিং হয় না। দেখো তৃতীয় আম্পায়ার ওকে ঠিক ডেকে নেবে।

**মহেন্দ্র সিং ধোনি**

## ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে শেষ হ্যাগ জমানা

**লন্ডন, ২৮ অক্টোবর :** কয়েকদিন ধরে জল্পনা চলছিল। অবশেষে তা সত্যি হল। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করা হল এরিক টেন হ্যাগকে। সোমবার ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এই ঘোষণা করা হয়। চলতি মরশুমটা একদমই ভালো যাচ্ছিল না রেড ডেভিলসের। রবিবার ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের কাছে ২-১ গোলে হারার পর টেন হ্যাগের চাকরি যাওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আপাতত লিগে ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে রয়েছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। ইউরোপা লিগেও ৩৬টি দলের মধ্যে তাদের স্থান ২৩তম। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন পরবর্তী জমানায় ষষ্ঠ কোচ হিসেবে ছাঁটাই হলেন হ্যাগ।

*এরিক টেন হ্যাগ*

আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেব প্রাক্তন ম্যান ইউ তারকা রুড ভ্যান নিস্তেলরুইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ডাচ তারকা গত মরশুমে হ্যাগের সহকারী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খুব দ্রুত নতুন কোচ নিয়োগ করা হবে। পরবর্তী কোচ হিসেবে একাধিক বড় নাম উঠে এসেছে। এই তালিকায় জাভি হার্নান্ডেজ, জিনেদিন জিদান, গ্রাহাম পটার, সিমোনে ইনজাঘির নাম রয়েছে।

*ছেলে অগস্ত্যর কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম হার্দিক পান্ডিয়ার।*

# তিন ফরম্যাটে চোখ হর্ষিতের

**নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর :** গত আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে নজর কাড়েন। তারপর থেকে একাধিকবার ভারতীয় দলে ডাক পেলেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে এখনও অভিষেক হয়নি হর্ষিত রানার। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির রিজার্ভ স্কোয়াডেও রয়েছেন দিল্লির এই পেসার। হর্ষিত জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া সফরে ডাক পাওয়া তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো। একই সঙ্গে জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেকের অপেক্ষায় হর্ষিত নিজেকে তৈরি রাখতে চান তিন ফরম্যাটের জন্যই।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে হর্ষিত বলেছেন, 'টিম ম্যানেজমেন্ট আমার ওয়ার্কলোডের কথা মাথায় রাখছে। তবে আমি টি২০, ওডিআই, টেস্ট তিন ফরম্যাটের জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে চাই।' পাশাপাশি জাতীয় শিবিরে থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাও ভাগ করে নেন। বলেছেন, 'রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নেটে বল করা ম্যাচের থেকে কোনও অংশে কম নয়।' তিনি পরামর্শ পেয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের থেকেও।

## ৬ মাসেই ইস্তফা কার্স্টেনের

**লাহোর, ২৮ অক্টোবর :** পাকিস্তানের সাদা বলের কোচের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন গ্যারি কার্স্টেন। তাঁর জায়গায় অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব সামলাবেন টেস্ট দলের কোচ জেসন গিলেসপি। কার্স্টেনের ইস্তফা গ্রহণ করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এক্সে (টুইটার) লিখেছে, 'কার্স্টেন ইস্তফা দেওয়ায় অস্ট্রেলিয়ায় আগামী মাসে সাদা বলের ক্রিকেটে কোচিং করাবেন গিলেসপি।'

ভারতকে ২০১১ ওডিআই বিশ্বকাপ জেতানো কার্স্টেন চলতি বছরের এপ্রিলে পাক দলের কোচ হয়েছিলেন। চুক্তি ছিল দুই বছরের। কিন্তু ছয় মাস না গড়াতেই ইস্তফা দিতে হল কার্স্টেনকে। এর কারণ হিসেবে উঠে আসছে পাক বোর্ডের নতুন নির্বাচন কমিটির কথা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের আগে গিলেসপি বলেছিলেন, 'আমার দায়িত্ব এখন শুধুমাত্র ম্যাচ বিশ্লেষকের, যেটার জন্য আমি সই করিনি।' দল নির্বাচনেও তাঁর কোনও ভূমিকা নেই। সূত্রের খবর, গিলেসপি মেনে নিলেও কার্স্টেন এই পরিস্থিতি মানতে চাননি। তাই তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। মজার ব্যপার হল, কার্স্টেন যে একদিনের ক্রিকেটে বিশেষজ্ঞ সেই ওডিআই-তে পাক দলকে একটিও সিরিজে কোচিং না করিয়েই তাঁকে বিদায় নিতে হল।

এদিকে, অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েই 'অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো'র হুংকার দিলেন পাকিস্তানের মহম্মদ রিজওয়ান। তিনি আরও বলেছেন, 'অতীতের ফল দেখলেই বোঝা যায় অস্ট্রেলিয়ায় আমরা সুবিধা করতে পারিনি। তবে আমাদের দলের ওপর সমর্থকরা ভরসা করতে পারেন।'

ধনতেরস উৎসব
১৮ই অক্টোবর, ২০২৪ থেকে
কালীপুজোর দিন পর্যন্ত
গ্রাম প্রতি সোনার গয়নায় ₹৩০০+₹৭৫* ছাড়! (মজুরিতে)
হিরের মূল্যে ₹১০০০## ছাড়!
২,৫০,০০০ টাকার সোনা বা হিরের গয়না কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সোনার নাকছাবি
গ্রহরত্নে ১০%** ছাড়!
হিরের গয়নায় ৫০%# পর্যন্ত ছাড়! (মজুরিতে)
পুরোনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন
রুপোর গয়নায় ফ্ল্যাট ১০% ছাড়!
কস্টিউম গয়নায় ২০%* পর্যন্ত ছাড়!
লাকি ড্র তে জিতুন আকর্ষণীয় পুরস্কার!
সোনার নাকছাবি, স্মার্ট টিভি, এয়ার ফ্রায়ার, ট্রলি ব্যাগ, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স ও আরও অনেক কিছু!
লাকি ড্র হবে: ২৯ ও ৩০ অক্টোবর, ২০২৪
বিভিন্ন ওজনের সোনা ও রুপোর কয়েন পাওয়া যাচ্ছে
Gifty Gift Voucher
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
5% EXTRA CASHBACK*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Cashback: ₹4,000 per card account.
Validity: 24 Oct - 30 Oct 2024. T&C Apply.
নতুন শোরুমঃ তমলুক - পদুমবাসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২
কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/1024

BIDHAN JEWELLERS
&
DIAMOND PVT. LTD.
শুভ ধনতেরাস
সমৃদ্ধি ও সুখের প্রতীক হয়ে উঠুক
আপনার পছন্দের অলংকার
অফার
*T&C Apply
GOLD MAKING charge start from 9%
DIAMOND ORNAMENT MAKING UPTO 40% OFF
Real Stone discount upto 12% off
Upto Rs. 400 per gm discount on Making charge of Gold ornaments
100% valuation of exchanged Old Gold on Actual Puritycount
Offer valid from 18th October to 10th November 2024
Offer valid from 18th October to 10th November 2024
PRE BOOK GOLD AND DIAMOND ORNAMENTS NOW
and take home on the auspicious day of dhanteras
9735519911 | 9593892701 | 9046984746
143, Hill Cart Road, Beside HDFC Bank, Siliguri

MPJ JEWELLERS
GEMS | GOLD | DIAMONDS
সোনাই সম্পদ
ধনতেরাস অফার
25% OFF
সোনার গয়নার মজুরিতে
UPTO 15% OFF
হীরের মূল্যের ওপর
UPTO 10% OFF
গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর এবং প্লাটিনামের গয়নায়
অফার: 31st October পর্যন্ত
পুরনো সোনার গয়নার উপর 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য | প্রতিটি কেনাকাটায় আকর্ষণীয় উপহার
১ লাখ টাকা ও তার ওপর কেনাকাটায় ফ্রি সোনার কয়েন
24 ক্যারাট সোনার কয়েন এখন সবচেয়ে কম দামে
SILIGURI:
Dwarika Signature Tower, Sevoke Road, Opposite - Makhan Bhog, Ph: 62923 38776
5% EXTRA CASHBACK* SBI card
*Min. Trxn.: ₹30,000; Max. Cashback: ₹2,000 per card account; Validity: 25 Oct - 30 Oct 2024. T&C Apply.
New collections available at www.mpjjewellers.com
Contact for Franchise: 98304 33794 | info@mpjjewellers.com
GARIAHAT: (033) 4001 4856/58 BEHALA: (033) 2396 7777/6666 GARIA: (033) 2430 2107/7695 V.I.P. ROAD: (033) 2500 6263/64/65 NAGERBAZAR: (033) 2519 1233 AMTALA: (033) 2480 9911 UTTARPARA: (033) 2663 3300 SERAMPORE: (033) 2652 2228/2229 CHANDANNAGAR: (033) 2683 0066 ARAMBAGH: (03211) 257 111 MIDNAPORE: (03222) 291 009 TAMLUK: 94774 97169 / 90388 36826 KANTHI: 74788 94929 BURDWAN: (0342) 255 0234 DURGAPUR: (0343) 254 3268 RAMPURHAT: (03461) 255044 BERHAMPORE: (03482) 274 222 MALDA: (03512) 220 424 COOCHBEHAR: (03582) 223 014 PURULIA: (03252) 222 122 SILIGURI: (0353) 291 0042 GUWAHATI (G.S. Road): 9395586707 / 8486991968 GUWAHATI (Adabari): (0361) 267 6666 GUWAHATI (Lalganesh): (0361) 247 0909 DIBRUGARH: (0373) 232 1740 SIVASAGAR: 6292338761 TEZPUR: (03712) 222 444 JORHAT: (0376) 230 1122 NAGAON: (03672) 232 046 DHUBRI: 70861 58359 BONGAIGAON: (03664) 225 111 BARPETA ROAD: 8638430095 SILCHAR: (03842) 231 063 SHILLONG: (0364) 250 5116 AGARTALA: 98634 12126

HONDA
Happy Dhanteras
Scooter মানে ACTIVA
With H-Smart Technology
Cashback of 5% up to ₹5000#
Low ROI @ 7.99%**
To enjoy the video, please Scan QR Code.
ACTIVA 3.25 CRORE+ HAPPY CUSTOMERS
For more information give a missed call on 7230032200
IDFC FIRST Bank Bank**/Credit Card#
HDFC BANK Credit Card#
TATA CAPITAL Two Wheeler Loans **
SHRIRAM Finance **
L&T Finance **
For dealer details scan the QR Code
BOOK ONLINE NOW! www.honda2wheelersindia.com
CLICK BOOK RELAX
#Cashback Offer available on all Honda two-wheeler models for EMI transactions made using HDFC Bank credit cards and IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of Rs. 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #Cashback offer valid until 30th November 2024. #The scheme is available in select outlets only. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment. *Source: Cumulative Sales figure of Brand Activa from June 2001 to June 2024 as per HMSI internal data. CBR [Click, Book, Relax] facility available at selected dealerships only.
Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; Website: www.honda2wheelersindia.com; Customer Care: customercare@honda.hmsi.in
Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; ETHELBARI: Shree Honda - 9333331093; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 08101913751, 0801913753; JALPAIGURI: Ratna Automobiles - 9434199165; MALBAZAR: Gitanjali Automotives - 8637345924; MAYNAGURI: Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; HASIMARA: Manoj Auto Service - 8101112777; ISLAMPUR: Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; HALDIBARI: Rajib Automobiles - 8016426165; NAXALBARI: Sunil Motors - 9933829999; MALDA: Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; RAIGANJ: Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; DALKHOLA: Sarala Honda - 9153038380; KALIYAGANJ: Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; PAKUA: Laxmi Honda - 8016444505; RATUA: Paresh Honda - 9382757248; SAMSI: Puja Honda - 9635292872; BALURGHAT: G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; CHANCHOL: Santosh Honda - 9933479841; COOCH BEHAR: Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; HARISHCHANDRAPUR: Raj Honda - 9851647224; KALIACHAK: M.A. Honda - 9733140140; KUSHMANDI: Paul Honda - 9733015894, 9434325197; BUNIADPUR: SA Honda - 7980943436; MANIKCHAK: Shrikanta Honda - 8637526361; ALIPURDUAR: Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; BAROBISHA: Shila Honda - 8918005224,7001163030; FALAKATA: Dooars Honda - 9083279221, 8927232998.
For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda2wheelersindia.com